বিজ্ঞাপন

কালেজ অব্ ফোর্ট উইলিয়ম নামক বিদ্যালয়ে, তত্রত্য ছাত্রগণের পাঠার্থে, বাঙ্গালা ভাষায় হিতোপদেশ নামে যে পুস্তক নির্দিষ্ট ছিল, তাহার রচনা অতি কদর্য্য। বিশেষতঃ, কোনও কোনও অংশ এরূপ দুরূহ ও অসংলগ্ন যে কোনও ক্রমে অর্থবোধ ও তাৎপর্য্যগ্রহ হইয়া উঠে না। তৎপরিবর্ত্তে পুস্তকান্তর প্রচলিত করা উচিত ও আবশ্যক বিবেচনা করিয়া, উক্ত বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ মহামতি শ্রীযুত মেজর জি টি মার্শল মহোদয় কোনও নূতন পুস্তক প্রস্তুত করিতে আদেশ দেন। তদনুসারে আমি, বৈতালপচীসীনামক প্রসিদ্ধ হিন্দী পুস্তক অবলম্বন করিয়া, এই গ্রন্থ লিখিয়াছিলাম।

যৎকালে প্রথম প্রচারিত হয়, আমার এমন আশা ছিল না, বেতালপঞ্চবিংশতি সর্ব্বত্র পরিগৃহীত হইবেক। কিন্তু, সৌভাগ্যক্রমে, বাঙ্গালা ভাষার অনুশীলনকারী ব্যক্তিমাত্রেই আদর পূর্ব্বক গ্রহণ করিয়াছেন, এবং এতদ্দেশীয় প্রায় সমুদয় বিদ্যালয়েই প্রচলিত হইয়াছে। ফলতঃ, দুই বৎসরের অনধিক কাল মধ্যেই, প্রথম মুদ্রিত সমস্ত পুস্তক নিঃশেষ রূপে পর্য্যবসিত হয়।

বিজ্ঞাপন।

প্রায় সংবৎসর অতিক্রান্ত হইল, পুস্তকের অসদ্ভাব হইয়াছে। কিন্তু, কোনও কোনও কারণবশতঃ, আমি পুনর্ম্মুদ্রাকরণে এ পর্য্যন্ত পরাঙ্মুখ ছিলাম। পরিশেষে, গ্রাহকমণ্ডলীর আগ্রহাতিশয় দর্শনে, দ্বিতীয় বার মুদ্রিত ও প্রচারিত করিলাম। যে যে স্থান কোনও অংশে অপরিশুদ্ধ ছিল, পরিশোধিত হইয়াছে, এবং অশ্লীল পদ, বাক্য, ও উপাখ্যানভাগ পরিত্যক্ত হইয়াছে। এক্ষণে, বেতালপঞ্চবিংশতি পূর্ব্ববৎ সর্ব্বত্র পরিগৃহীত হইলে, শ্রম সফল বোধ করিব।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা

কলিকাতা।

১০ই ফাল্গুন। সংবৎ ১৯০৬।

বেতালপঞ্চবিংশতি

শ্রীঈশ্বরচন্দ্রবিদ্যাসাগরপ্রণীত।

একাদশ সংস্করণ।

কলিকাতা

সংস্কৃত যন্ত্র।

সংবৎ ১৯৪৩।

PUBLISHED BY THE CALCUTTA LIBRARY,
No 25, SUKEAS' STREET, CALCUTTA.

দশম সংস্করণের

বিজ্ঞাপন।

বেতালপঞ্চবিংশতি দশম বার প্রচারিত হইল। এই পুস্তক, এত দিন, বাঙ্গালা ভাষার প্রণালী অনুসারে, মুদ্রিত হইয়াছিল; সুতরাং, ইঙ্গরেজী পুস্তকে যে সকল বিরামচিহ্ন ব্যবহৃত হইয়া থাকে, পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংস্করণে সে সমুদয় পরিগৃহীত হয় নাই। এই সংস্করণে সে সমস্ত সন্নিবেশিত হইল।

১৯০৪ সংবতে, বেতালপঞ্চবিংশতি প্রথম প্রচারিত হয়। ২৫ বৎসর অতীত হইলে, মদনমোহন তর্কালঙ্কারের জামাতা, শ্রীযুত বাবু যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম. এ., তদীয় জীবনচরিত প্রচারিত করিয়াছেন। ঐ পুস্তকের ৪২ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে—

> "বিদ্যাসাগরপ্রণীত বেতালপঞ্চবিংশতিতে অনেক নূতন ভাব ও অনেক সুমধুর বাক্য তর্কালঙ্কার দ্বারা অন্তর্নিবেশিত হইয়াছে। ইহা তর্কালঙ্কার দ্বারা এত দূর সংশোধিত ও পরিমার্জ্জিত হইয়াছিল যে বোমাণ্ট ও ফ্লেচরের লিখিত গ্রন্থগুলির ন্যায় ইহা উভয় বন্ধুর রচিত বলিলেও বলা যাইতে পারে"।

যোগেন্দ্র বাবু, কি প্রমাণ অবলম্বন পূর্ব্বক, এরূপ অপ্রকৃত কথা লিখিয়া প্রচারিত করিলেন, বুঝিয়া উঠা

কঠিন। আমি, বেতালপঞ্চবিংশতি লিখিয়া, মুদ্রিত করিবার পূর্ব্বে, শ্রীযুত গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন ও মদনমোহন তর্কালঙ্কারকে শুনাইয়াছিলাম। তাঁহাদিগকে শুনাইবার অভিপ্রায় এই যে, কোনও স্থল অসঙ্গত বা অসংলগ্ন বোধ হইলে, তাঁহারা স্ব স্ব অভিপ্রায় ব্যক্ত করিবেন; তদনুসারে, আমি সেই সেই স্থল পরিবর্ত্তিত করিব। আমার বিলক্ষণ স্মরণ আছে, কোনও কোনও উপাখ্যানে একটি স্থলও তাঁহাদের অসঙ্গত বা অসংলগ্ন বোধ হয় নাই; সুতরাং, সেই সেই উপাখ্যানের কোনও স্থলেই কোনও প্রকার পরিবর্ত্ত করিবার আবশ্যকতা ঘটে নাই। আর, যে সকল উপাখ্যানে তাঁহারা তদ্রূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন, সেই সেই উপাখ্যানে, স্থানে স্থানে, দুই একটি শব্দ মাত্র পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। বিদ্যারত্ন ও তর্কালঙ্কার ইহার অতিরিক্ত আর কিছুই করেন নাই। সুতরাং, "বেতালপঞ্চবিংশতি তর্কালঙ্কার দ্বারা এত দূর সংশোধিত ও পরিমার্জিত হইয়াছিল যে ইহা উভয় বন্ধুর রচিত বলিলেও বলা যাইতে পারে"; যোগেন্দ্র বাবুর এই নির্দ্দেশ, কোনও মতে, সঙ্গত বা ন্যায়ানুগত হয় নাই। শ্রীযুত গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন অদ্যাপি বিদ্যমান আছেন। তিনি এক্ষণে সংস্কৃত কালেজে সংস্কৃত সাহিত্য শাস্ত্রের অধ্যাপক। এ বিষয়ে, তিনি, আমার জিজ্ঞাসার উত্তরে, যে পত্র লিখিয়াছেন, ঐ উত্তরপত্র, আমার জিজ্ঞাসাপত্রের সহিত, নিম্নে নিবেশিত হইতেছে।

অশেষগুণাশ্রয়

শ্রীযুত গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন ভ্রাতৃ প্রেমাস্পদেষু

সাদরসম্ভাষণমাবেদনম্

তুমি জান কি না বলিতে পারি না, কিছু দিন হইল, সংস্কৃত-কালেজের ভূতপূর্ব্ব ছাত্র শ্রীযুত বাবু যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম. এ., মদনমোহন তর্কালঙ্কারের জীবনচরিত প্রচারিত করিয়াছেন। ঐ পুস্তকের ৪২ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে, "বিদ্যাসাগরপ্রণীত বেতালপঞ্চবিংশতিতে অনেক নূতন ভাব ও অনেক সুমধুর বাক্য তর্কালঙ্কার দ্বারা অন্তর্নিবেশিত হইয়াছে। ইহা তর্কালঙ্কার দ্বারা এত দূর সংশোধিত ও পরিমার্জ্জিত হইয়াছিল যে বোমান্ট ও ফ্লেচরের লিখিত গ্রন্থগুলির ন্যায় ইহা উভয় বন্ধুর রচিত বলিলেও বলা যাইতে পারে"। বেতালপঞ্চবিংশতি সম্প্রতি পুনরায় মুদ্রিত হইতেছে। যোগেন্দ্র বাবুর উক্তি বিষয়ে কিছু বলা আবশ্যক বোধ হওয়াতে, এই সংস্করণের বিজ্ঞাপনে তাহা ব্যক্ত করিব, স্থির করিয়াছি। বেতালপঞ্চবিংশতির সংশোধন বিষয়ে তর্কালঙ্কারের কত দূর সংস্রব ও সাহায্য ছিল, তাহা তুমি সবিশেষ জান। যাহা জান, লিপি দ্বারা আমায় জানাইলে, অতিশয় উপকৃত হইব। তোমার পত্র খানি, আমার বক্তব্যের সহিত, প্রচারিত করিবার অভিপ্রায় আছে, জানিবে ইতি।

ত্বদেকশর্ম্মশর্ম্মণঃ

শ্রীঈশ্বরচন্দ্রশর্ম্মণঃ

কলিকাতা।

১০ই বৈশাখ, ১২৮৩ সাল।

পরমশ্রদ্ধাস্পদ

শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়

জ্যেষ্ঠভ্রাতৃপ্রতিমেষু

শ্রীযুত বাবু যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ প্রণীত মদনমোহন তর্কালঙ্কারের জীবনচরিত গ্রন্থে বেতালপঞ্চবিংশতি সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলাম। তিনি লিখিয়াছেন, "বিদ্যাসাগরপ্রণীত বেতালপঞ্চবিংশতিতে অনেক নূতন ভাব ও অনেক সুমধুর বাক্য তর্কালঙ্কার দ্বারা অন্তর্নিবেশিত হইয়াছে। ইহা তর্কালঙ্কার দ্বারা এত দূর সংশোধিত ও পরিমার্জ্জিত হইয়াছিল যে, বেমণ্ট ও ফ্লেচরের লিখিত গ্রন্থ গুলির ন্যায় ইহা উভয় বন্ধুর রচিত বলিলেও বলা যাইতে পারে।" এই কথা নিতান্ত অলীক ও অসঙ্গত, আমার বিবেচনায়, এরূপ অলীক ও অসঙ্গত কথা লিখিয়া প্রচার করা যোগেন্দ্র বাবুর নিতান্ত অন্যায় কার্য্য হইয়াছে।

এতদ্বিষয়ের প্রকৃত বৃত্তান্ত এই—আপনি, বেতালপঞ্চবিংশতি রচনা করিয়া, আমাকে ও মদনমোহন তর্কালঙ্কারকে শুনাইয়াছিলেন। শ্রবণকালে আমরা মধ্যে মধ্যে স্ব স্ব অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতাম। তদনুসারে স্থানে স্থানে দুই একটি শব্দ পরিবর্ত্তিত হইত। বেতালপঞ্চবিংশতি বিষয়ে, আমার অথবা তর্কালঙ্কারের, এতদতিরিক্ত কোন সংস্রব বা সাহায্য ছিল না।

আমার এই পত্র খানি মুদ্রিত করা যদি আবশ্যক বোধ হয়, করিবেন, তদ্বিষয়ে আমার সম্পূর্ণ সম্মতি ইতি।

সোদরাভিমানিনঃ

কলিকাতা। শ্রীগিরিশচন্দ্রশর্ম্মণঃ

১২ই বৈশাখ, ১২৮৩ সাল।

যোগেন্দ্র বাবু স্বীয় শ্বশুরের জীবনচরিত পুস্তকে, আমার সংক্রান্ত যে সকল কথা লিখিয়াছেন, তাহার অধিকাংশই এইরূপ অমূলক। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আর একটি স্থল প্রদর্শিত হইতেছে। তিনি ১৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—

"সংস্কৃত কালেজের অধ্যক্ষের পদ শূন্য হইল। এরূপ শুনিতে পাই, বেথুন তর্কালঙ্কারকে এই পদ গ্রহণে অনুরোধ করেন। তিনি বিদ্যাসাগরকে ঐ পদের যোগ্য বলিয়া বেথুনের নিকট আবেদন করায়, বেথুন সাহেব বিদ্যাসাগর মহাশয়কেই ঐ পদে নিযুক্ত করিতে বাধ্য হইলেন। এই জনশ্রুতি যদি সত্য হয়, তাহা হইলে ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে তর্কালঙ্কারের ন্যায় সদাশয়, উদারচরিত ও বন্ধুহিতৈষী ব্যক্তি অতি কম ছিলেন। হৃদয়ের বন্ধুকে আপন অপেক্ষা উচ্চতর পদে অভিষিক্ত করিয়া তর্কালঙ্কার বন্ধুত্বের ও ঔদার্য্যের পরা কাষ্ঠা দেখাইয়া গিয়াছেন"।

গ্রন্থকর্ত্তার কল্পনাশক্তি ব্যতীত এ গল্পটির কিছুমাত্র মূল নাই। মদনমোহন তর্কালঙ্কার, ইঙ্গরেজী ১৮৪৬ সালে, সংস্কৃত কালেজে সাহিত্যশাস্ত্রের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হয়েন; ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সালের নবেম্বর মাসে, মুরশিদাবাদের জজপণ্ডিত নিযুক্ত হইয়া, সংস্কৃত কালেজ হইতে প্রস্থান করেন। তর্কালঙ্কারের নিয়োগ সময়েও, যিনি (বাবু রসময় দত্ত) সংস্কৃত কালেজের অধ্যক্ষ ছিলেন, তর্কালঙ্কারের প্রস্থান সময়েও, তিনিই (বাবু রসময় দত্ত) সংস্কৃত কালেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। ফলতঃ, তর্কালঙ্কার যত দিন সংস্কৃত কালেজে নিযুক্ত

ছিলেন, সেই সময় মধ্যে, এক দিনের জন্যেও, ঐ বিদ্যালয়ে অধ্যক্ষের পদ শূন্য হয় নাই। সুতরাং, সংস্কৃত কালেজে অধ্যক্ষের পদ শূন্য হওয়াতে, বেথুন সাহেব মদনমোহন তর্কালঙ্কারকে ঐ পদে নিযুক্ত করিতে উদ্যত হইলে, তর্কালঙ্কার, ঔদার্য্য গুণের আতিশয্য বশতঃ, আমাকে ঐ পদের যোগ্য বিবেচনা করিয়া, ও বন্ধুস্নেহের বশীভূত হইয়া, বেথুন সাহেবকে আমার জন্য অনুরোধ করাতে, আমি ঐ পদে নিযুক্ত হইয়াছিলাম, ইহা কি রূপে সম্ভবিতে পারে, তাহা যোগেন্দ্র বাবুই বলিতে পারেন।

আমি যে সূত্রে সংস্কৃত কালেজের অধ্যক্ষতাপদে নিযুক্ত হই, তাহার প্রকৃত বৃত্তান্ত এই—মদনমোহন তর্কালঙ্কার, জজপণ্ডিত নিযুক্ত হইয়া, মুরশিদাবাদ প্রস্থান করিলে, সংস্কৃত কালেজে সাহিত্য শাস্ত্রের অধ্যাপকের পদ শূন্য হয়। শিক্ষাসমাজের তৎকালীন সেক্রেটারি, শ্রীযুত ডাক্তর মোয়েট সাহেব, আমায় ঐ পদে নিযুক্ত করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন (১)। আমি, নানা কারণ দর্শাইয়া, প্রথমতঃ অস্বীকার করি। পরে, তিনি সবিশেষ যত্ন ও আগ্রহ প্রকাশ করাতে, আমি কহিয়াছিলাম, যদি শিক্ষাসমাজ আমাকে প্রিন্সিপালের ক্ষমতা দেন, তাহা হইলে আমি এই পদ স্বীকার করিতে

(১) এই সময়ে আমি ফোর্ট উইলিয়ম কালেজে হেড রাইটর নিযুক্ত ছিলাম।

পারি। তিনি আমার নিকট হইতে ঐ মর্ম্মে একখানি পত্র লেখাইয়া লয়েন। তৎপরে, ১৮৫০ সালের ডিসেম্বর মাসে, আমি সংস্কৃত কালেজে সাহিত্য শাস্ত্রের অধ্যাপকপদে নিযুক্ত হই। আমার এই নিয়োগের কিছু দিন পরে, বাবু রসময় দত্ত মহাশয় সংস্কৃত কালেজের অধ্যক্ষতাপদ পরিত্যাগ করেন। সংস্কৃত কালেজের বর্ত্তমান অবস্থা, ও উত্তরকালে কিরূপ ব্যবস্থা করিলে, সংস্কৃত কালেজের উন্নতি হইতে পারে, এই দুই বিষয়ে রিপোর্ট করিবার নিমিত্ত, আমার প্রতি আদেশ প্রদত্ত হয়। তদনুসারে আমি রিপোর্ট সমর্পণ করিলে, ঐ রিপোর্ট দৃষ্টে সন্তুষ্ট হইয়া, শিক্ষাসমাজ আমাকে সংস্কৃত কালেজের অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত করেন। সংস্কৃত কালেজের অধ্যক্ষতাকার্য্য সেক্রেটারি ও আসিষ্টাণ্ট সেক্রেটারি এই দুই ব্যক্তি দ্বারা নির্ব্বাহিত হইয়া আসিতেছিল; ঐ দুই পদ রহিত হইয়া, প্রিন্সিপালের পদ নূতন সৃষ্ট হইল। ১৮৫১ সালের জানুয়ারি মাসের শেষে, আমি সংস্কৃত কালেজের প্রিন্সিপাল অর্থাৎ অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হইলাম।

যোগেন্দ্র বাবুর গল্পটির মধ্যে, "এই জনশ্রুতি যদি সত্য হয়," এই কথাটি লিখিত আছে। যাঁহারা, বহু কাল অবধি, সংস্কৃত কালেজে নিযুক্ত আছেন, অথবা যাঁহারা কোনও রূপে সংস্কৃত কালেজের সহিত কোনও সংস্রব রাখেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কখনও

এরূপ জনশ্রুতি কর্ণগোচর করিয়াছেন, এরূপ বোধ হয় না। যাহা হউক, যদিই দৈবাৎ ঐরূপ অসম্ভব জনশ্রুতি কোনও সূত্রে যোগেন্দ্র বাবুর কর্ণগোচর হইয়াছিল, ঐ জনশ্রুতি অমূলক অথবা সমূলক, ইহার পরীক্ষা করা তাঁহার আবশ্যক বোধ হয় নাই। আবশ্যক বোধ হইলে, অনায়াসে তাঁহার সংশয়চ্ছেদন হইতে পারিত। কারণ, আমার নিয়োগবৃত্তান্ত সংস্কৃত কালেজ সংক্রান্ত তৎকালীন ব্যক্তিমাত্রেই বিলক্ষণ অবগত আছেন। যোগেন্দ্র বাবু সংস্কৃত কালেজের ছাত্র; যে সময়ে তিনি আমার নিয়োগের উপাখ্যান রচনা করিয়াছেন, বোধ হয়, তখনও তিনি সংস্কৃত কালেজে অধ্যয়ন করিতেন। যদি সবিশেষ জানিয়া যথার্থ ঘটনা নির্দ্দেশ করা তাঁহার অভিপ্রেত হইত, তাহা হইলে, আমার নিয়োগ সংক্রান্ত প্রকৃত বৃত্তান্ত তাঁহার অপরিজ্ঞাত থাকিত না।

ইঙ্গরেজী ১৮৪৬ সালে, পূজ্যপাদ জয়গোপাল তর্কালঙ্কার মহাশয়ের লোকান্তর প্রাপ্তি হইলে, সংস্কৃত কালেজে সাহিত্য শাস্ত্রের অধ্যাপকের পদ শূন্য হয়। সংস্কৃত কালেজের সেক্রেটারি বাবু রসময় দত্ত মহাশয় আমায় ঐ পদে নিযুক্ত করিবেন, স্থির করিয়াছিলেন (২)। আমি, বিশিষ্ট হেতু বশতঃ, অধ্যাপকের পদ-

(২) এই সময়ে, আমি সংস্কৃত কালেজে আসিষ্টাণ্ট সেক্রেটারির পদে নিযুক্ত ছিলাম।

গ্রহণে অসম্মত হইয়া, মদনমোহন তর্কালঙ্কারকে নিযুক্ত করিবার নিমিত্ত, সবিশেষ অনুরোধ করি (৩)। তদনুসারে, মদনমোহন তর্কালঙ্কার ঐ পদে নিযুক্ত হয়েন। এই প্রকৃত বৃত্তান্তটির সহিত, যোগেন্দ্র বাবুর কল্পিত গল্পটির, বিলক্ষণ সৌসাদৃশ্য দৃশ্যমান হইতেছে।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা

কলিকাতা।
১লা পৌষ, সংবৎ ১৯৩৩।

(৩) এই সময়ে মদনমোহন তর্কালঙ্কার কৃষ্ণনগর কালেজে প্রধান পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত ছিলেন।

বেতালপঞ্চবিংশতি

উপক্রমণিকা

উজ্জয়িনী নগরে গন্ধর্ব্বসেন নামে রাজা ছিলেন। তাঁহার চারি মহিষী। তাঁহাদের গর্ভে রাজার ছয় পুত্র জন্মে। রাজকুমারেরা সকলেই সুপণ্ডিত ও সর্ব্ব বিষয়ে বিচক্ষণ ছিলেন। কালক্রমে, নৃপতির লোকান্তরপ্রাপ্তি হইলে, সর্ব্বজ্যেষ্ঠ শঙ্কু সিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন। তৎকনিষ্ঠ বিক্রমাদিত্য বিদ্যানুরাগ, নীতিপরতা, ও শাস্ত্রানুশীলন দ্বারা সবিশেষ বিখ্যাত ছিলেন; তথাপি, রাজ্যভোগের লোভসংবরণে অসমর্থ হইয়া, জ্যেষ্ঠের প্রাণসংহার পূর্ব্বক, স্বয়ং রাজ্যেশ্বর হইলেন, এবং, ক্রমে ক্রমে, নিজ বাহুবলে, লক্ষযোজনবিস্তীর্ণ জম্বুদ্বীপের অধীশ্বর হইয়া, আপন নামে অব্দ প্রচলিত করিলেন।

একদা, রাজা বিক্রমাদিত্য মনে মনে এই আলোচনা করিতে লাগিলেন, জগদীশ্বর আমায়, নানা জনপদের অধীশ্বর করিয়া, অসংখ্য প্রজাগণের হিতাহিতচিন্তার ভার দিয়াছেন। আমি, আত্মসুখে নির্ব্বৃত হইয়া, তাহাদের অবস্থার প্রতি ক্ষণ মাত্রও দৃষ্টিপাত করি না; কেবল অধিকৃতবর্গের বিবেচনার উপর নির্ভর করিয়া, নিশ্চিন্ত রহিয়াছি। তাহারা প্রজাগণের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিতেছে, অন্ততঃ এক বারও পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত। অতএব আমি, প্রচ্ছন্ন বেশে পর্য্যটন করিয়া, প্রজাগণের

অবস্থা প্রত্যক্ষ করিব। অনন্তর তিনি, নিজ অনুজ ভর্ত্তৃহরির হস্তে সমস্ত সাম্রাজ্যের ভারার্পণ করিয়া, সন্ন্যাসীর বেশে, দেশে দেশে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

উজ্জয়িনীবাসী এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ, বহু কাল, অতিকঠোর তপস্যা করিতেছিলেন। তিনি, আপন উপাস্য দেবতার নিকট বরস্বরূপ এক অমরফল পাইয়া, আনন্দিত মনে গৃহে আসিয়া, স্বীয় ব্রাহ্মণীকে বলিলেন, দেখ, দেবতা, তপস্যায় তুষ্ট হইয়া, আজ আমায় এই ফল দিয়াছেন, বলিয়াছেন, ইহা ভক্ষণ করিলে, নর অমর হয়। ব্রাহ্মণী শুনিয়া, অতিশয় খেদ করিয়া, কহিলেন, হায়! অমর হইয়া, আর কত কাল যন্ত্রণাভোগ করিবে। তুমি, কি সুখে, অমর হইবার অভিলাষ কর, বুঝিতে পারিতেছি না। বরং, এই দণ্ডে মৃত্যু হইলে, সাংসারিক ক্লেশ হইতে পরিত্রাণ হয়।

গৃহিণীর এই আক্ষেপবাক্য শুনিয়া, হতবুদ্ধি হইয়া, ব্রাহ্মণ কহিলেন, আমি তৎকালে, না বুঝিয়া, এই দেবদত্ত ফল লইয়াছিলাম; এক্ষণে, তোমার কথা শুনিয়া, আমার চৈতন্য হইল। এখন তুমি যেরূপ বলিবে, তাহাই করিব। ব্রাহ্মণী কহিলেন, এই ফল রাজা ভর্ত্তৃহরিকে দিয়া, ইহার পরিবর্ত্তে, পারিতোষিক স্বরূপ, কিঞ্চিৎ অর্থ লইয়া আইস, তাহা হইলে, অনায়াসে সংসারযাত্রা সম্পন্ন করিতে পারিবে।

ইহা শুনিয়া, ব্রাহ্মণ রাজার নিকটে উপস্থিত হইলেন এবং, যথাবিধি আশীর্ব্বাদপ্রয়োগের পর, দেবদত্ত ফলের গুণব্যাখ্যা ও পূর্ব্বাপর সমস্ত বৃত্তান্তের প্রকৃতরূপ বর্ণন করিয়া, বিনীত বচনে নিবেদন করিলেন, মহারাজ! আপনি, এই ফল লইয়া, আমায় কিছু অর্থ দেন। আপনি চিরজীবী হইলে, সমস্ত

রাজ্যের মঙ্গল। রাজা, ফলগ্রহণ করিয়া, লক্ষমুদ্রাপ্রদান পূর্ব্বক, ব্রাহ্মণকে বিদায় করিলেন এবং, নিতান্ত স্ত্রৈণতা বশতঃ, মনে মনে বিবেচনা করিলেন, যে ব্যক্তির চির জীবন ও স্থির যৌবন হইলে, আমি যাবজ্জীবন সুখী হইব, তাহাকেই এই ফল দেওয়া আবশ্যক। অনন্তর, অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া, রাজা প্রাণাধিকা মহিষীর হস্তে ফলপ্রদান করিলেন এবং কহিলেন, প্রিয়ে! তুমি আমার জীবনসর্ব্বস্ব; এই ফল খাও, চিরজীবিনী ও স্থিরযৌবনা হইবে। রাজ্ঞী, নিরতিশয় আহ্লাদপ্রদর্শন পূর্ব্বক, ফলগ্রহণ করিলেন। রাজা প্রীত মনে, সভায় প্রত্যাগমন করিযা, অমাত্য-বর্গের সহিত রাজকার্য্যপর্য্যালোচনা করিতে লাগিলেন।

উজ্জয়িনীর নগরপাল রাজমহিষীর সাতিশয় প্রিয় পাত্র ছিল; তিনি, ঐ ফলের গুণব্যাখ্যা করিয়া, তাহার হস্তে সমর্পণ করিলেন। নগরপাল এক বারাঙ্গনাকে অত্যন্ত ভাল বাসিত; সে, তাহার হস্তে প্রদান পূর্ব্বক, ঐ ফলের সবিশেষ গুণবর্ণন করিল। বারাঙ্গনা, ফল পাইয়া, মনে মনে বিবেচনা করিল, আমি অতি অধম জাতি, কুক্রিয়া দ্বারা উদরপূর্ত্তি করি, আমার চিরজীবিনী হওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। অতএব, এই ফল রাজাকে দেওয়া উচিত; রাজা চিরজীবী হইলে, অসংখ্য লোকের মঙ্গল হইবেক। অনন্তর, রাজার নিকটে গিয়া, বারবনিতা, বিনয় পূর্ব্বক, নিবেদন করিল, মহারাজ! আমি এই এক অপূর্ব্ব ফল পাইয়াছি; ইহা ভক্ষণ করিলে, নর অমর হয়; এই ফল আপনকার যোগ্য; আপনি গ্রহণ করুন।

রাজা, অমরফল বারাঙ্গনার হস্তগত দেখিয়া, বিস্ময়াপন্ন হইলেন; এবং, ফল লইয়া, পুরস্কারপ্রদান পূর্ব্বক তাহাকে বিদায় দিয়া, ভাবিতে লাগিলেন, এই ফল রাজ্ঞীকে দিয়াছি;

ইহা কি রূপে বারাঙ্গনার হস্তগত হইল। পরে, সবিশেষ অনুসন্ধান দ্বারা, তিনি পূর্ব্বাপর সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইলেন এবং, সাংসারিক বিষয়ে নিরতিশয় বীতরাগ হইয়া, বিবেচনা করিতে লাগিলেন, সংসার অতি অকিঞ্চিৎকর, ইহাতে সুখের লেশমাত্র নাই, অতএব, বৃথা মায়ায় মুগ্ধ হইয়া, আর ইহাতে লিপ্ত থাকা, কোনও ক্রমে, শ্রেয়স্কর নহে। অতএব, সংসারযাত্রায় বিসর্জ্জন দিয়া, অরণ্যে গিয়া, জগদীশ্বরের আরাধনায় প্রবৃত্ত হই, চরমে পরম পুরুষার্থ মুক্তিপদার্থ প্রাপ্ত হইতে পারিব।

অন্তঃকরণে এইরূপ আলোচনা করিয়া, অন্তঃপুরে প্রবেশিয়া, রাজা রাজ্ঞীকে জিজ্ঞাসিলেন, তুমি সে ফল কি করিয়াছ। তিনি কহিলেন, ভক্ষণ করিয়াছি। রাজা, সাতিশয় বিরাগ প্রদর্শন পূর্ব্বক, রাণীকে সেই ফল দেখাইলেন। রাণী, এক কালে, হতবুদ্ধি ও অধোবদন হইয়া রহিলেন, বাক্যনিঃসরণ করিতে পারিলেন না। রাজা ভর্ত্তৃহরি, অবিলম্বে অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হইয়া, প্রক্ষালন পূর্ব্বক ফলভক্ষণ করিলেন এবং, রাজ্যাধিকারে জলাঞ্জলি দিয়া, একাকী অরণ্যে গিয়া, যোগসাধনে প্রবৃত্ত হইলেন।

বিক্রমাদিত্যের সিংহাসন শূন্য রহিল। দেবরাজ, উজ্জয়িনীর অরাজকসংবাদ প্রাপ্ত হইবা মাত্র, এক যক্ষকে রক্ষক নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন। যক্ষ, সাতিশয় সতর্কতা পূর্ব্বক, অহোরাত্র, নগরীর রক্ষণাবেক্ষণ করিতে লাগিল। অল্প দিনের মধ্যেই, দেশে বিদেশে প্রচার হইল, রাজা ভর্ত্তৃহরি, রাজত্বপরিত্যাগ পূর্ব্বক, বনপ্রস্থান করিয়াছেন। বিক্রমাদিত্য শ্রবণ মাত্র, অতিমাত্র ব্যগ্র হইয়া, স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেন। তিনি, অর্দ্ধরাত্র সময়ে, নগরে প্রবেশ করিতেছেন; এমন সময়ে, নগররক্ষক যক্ষ আসিয়া

নিষেধ করিযা কহিল, তুই কে, কোথায় যাইতেছিস, দাঁড়া, তোর নাম কি বল। রাজা কহিলেন, আমি বিক্রমাদিত্য, আপন নগরে যাইতেছি; তুই কে, কি নিমিত্তে আমার গতি-রোধ করিতেছিস, বল।

যক্ষ কহিল, দেবরাজ ইন্দ্র আমায় এই নগরের রক্ষক নিযুক্ত করিয়াছেন। তাঁহার অনুমতি ব্যতিরেকে, আমি তোমায় অসময়ে নগরে প্রবেশ করিতে দিব না। অথবা, যদি তুমি যথার্থই রাজা বিক্রমাদিত্য হও, অগ্রে আমার সহিত যুদ্ধ কর, পরে নগরে যাইতে দিব। রাজা শ্রবণ মাত্র, বদ্ধপরিকর হইয়া, যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হইলেন। যক্ষও, তৎক্ষণাৎ প্রস্তুত হইয়া, তাঁহার সম্মুখীন হইল। ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল। পরিশেষে, রাজা, যক্ষকে ভূতলে ফেলিয়া, তাহার বক্ষঃস্থলে বসিলেন। তখন যক্ষ কহিল, মহারাজ! তুমি আমায় পরাভূত করিয়াছ। তোমার প্রভাব ও পরাক্রম দেখিয়া বুঝিতে পারিলাম, তুমি যথার্থই রাজা বিক্রমাদিত্য। এক্ষণে আমায় ছাড়িয়া দাও, আমি তোমায় প্রাণদান দিতেছি।

রাজা শুনিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, তুই বাতুল, নতুবা এরূপ অসঙ্গত কথা বলিবি কেন। তুই আমায় প্রাণদান কি দিবি; আমি মনে করিলে, এখনই তোর প্রাণদণ্ড করিতে পারি। যক্ষ শুনিয়া কিঞ্চিৎ হাস্য করিয়া কহিল, মহারাজ! যাহা কহিতেছ, তাহা সম্পূর্ণ যথার্থ। কিন্তু, আমি তোমায় আসন্ন মৃত্যু হইতে বাঁচাইতেছি, এজন্য এরূপ বলিতেছি। যাহা কহি, অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। সবিশেষ সমস্ত অবগত হইয়া, তদনুযায়ী কার্য্য করিলে, দীর্ঘজীবী হইবে, এবং নিরুদ্বেগে, অখণ্ড ভূমণ্ডলে, একাধিপত্য করিতে পারিবে। তখন ভূপতি,

অতিশয় বিস্মিত ও উৎকণ্ঠিত হইয়া, যক্ষের বক্ষঃস্থল হইতে উত্থিত হইলেন। যক্ষও, ক্ষণ মধ্যে সমরশ্রান্তিপরিহার পূর্ব্বক, বিক্রমাদিত্যকে সম্বোধিয়া, তদীয় জীবন সংক্রান্ত গূঢ় বৃত্তান্ত তাঁহার গোচর করিতে আরম্ভ করিল।

মহারাজ! শ্রবণ কর,—

ভোগবতী নগরে, চন্দ্রভানু নামে অতি প্রতাপশালী নরপতি ছিলেন। তিনি, এক দিবস, মৃগয়ার অভিলাষে, কোনও অটবীতে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন, এক তপস্বী, অধঃশিরাঃ ও বৃক্ষে লম্বমান হইয়া, ধূমপান করিতেছেন। অনেক অনুসন্ধানের পর, তত্রত্য লোকের মুখে অবগত হইলেন, তপস্বী কাহারও সহিত বাক্যালাপ করেন না; বহু কাল অবধি, একাকী এই ভাবে তপস্যা করিতেছেন। রাজা, সন্ন্যাসীর কঠোর ব্রত দর্শনে বিস্ময়াপন্ন হইয়া, নগরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন; এবং পর দিন, যথাকালে, রাজসভায় অধিষ্ঠান করিয়া কহিলেন, হে অমাত্যবর্গ! হে সভাসদগণ! আমি গত কল্য, মৃগয়ায় গিয়া, বিপিনমধ্যে এক অদ্ভুত তপস্বী দেখিয়াছি; যদি কেহ তাঁহাকে রাজধানীতে আনিতে পারে, তাহাকে লক্ষ মুদ্রা পারিতোষিক দিব।

এই রাজবাক্য নগরমধ্যে প্রচারিত হইলে, এক প্রসিদ্ধ বারবনিতা, নৃপতিসমীপে আসিয়া, নিবেদন করিল, মহারাজ! আজ্ঞা পাইলে, আমি, ঐ তপস্বীর ঔরসে পুত্র জন্মাইয়া, ঐ পুত্র তাহার স্কন্ধে দিয়া, আপনকার সভায় আনিতে পারি। রাজা শুনিয়া সাতিশয় চমৎকৃত হইলেন এবং, পরম সমাদর পূর্ব্বক, বারনারীর উপর তাপসের আনয়নের ভারার্পণ করিলেন। সে ভূপালের নিয়োগ অনুসারে, যোগীর আশ্রমে উপস্থিত হইয়া

দেখিল, যোগী, যথার্থই, মুদ্রিতনয়ন, অধঃশিরাঃ, ও বৃক্ষে লম্বমান হইয়া, ধূমপান করিতেছেন; নিরতিশয় শীর্ণদেহ, কেহ কোনও প্রশ্ন করিলে উত্তর দেন না। তদ্দর্শনে বারযোষিৎ, সহসা সন্ন্যাসীর সমাধিভঙ্গ করা অসাধ্য জানিয়া, তদীয় আশ্রমের অনতিদূরে, এক সুশোভন উপবন ও তন্মধ্যে পরম রমণীয় বাস-ভবন নির্ম্মিত করাইল এবং নানা উপায় চিন্তিয়া, পরিশেষে, যুক্তি পূর্ব্বক, মোহনভোগ প্রস্তুত করিয়া, ধূমপায়ী তপস্বীর আস্যে অর্পিত করিল। তপস্বী, রসনাসংযোগ দ্বারা মিষ্ট বোধ হওয়াতে, ক্রমে ক্রমে সমুদয় ভক্ষণ করিলেন। বারাঙ্গনা পুনরায় দিল; তিনিও পুনরায় ভক্ষণ করিলেন।

এই রূপে, ক্রমাগত কতিপয় দিবস, মোহনভোগ উপযোগ করিয়া, শরীরে কিঞ্চিৎ বলসঞ্চার হইলে, সন্ন্যাসী, নেত্রদ্বয় উন্মীলিত করিয়া, তরু হইতে অবতীর্ণ হইলেন, এবং বারনারীকে জিজ্ঞাসিলেন, তুমি কে, কি অভিপ্রায়ে, একাকিনী এই নির্জ্জন বনস্থানে আগমন করিয়াছ। সে কহিল, আমি দেবকন্যা, দেবলোকে তপস্যা করি, সম্প্রতি, তীর্থপর্য্যটনপ্রসঙ্গে, পরম পবিত্র কর্ম্মক্ষেত্র ভারতবর্ষে আসিয়া, যোগাভ্যাসবাসনায়, অনতিদূরে আশ্রমনির্মাণ করিয়াছি, নিয়ত তথায় অবস্থিতি করি। অদ্য সৌভাগ্যক্রমে, এই আশ্রমে প্রবেশ করিয়া, আপনকার সন্দর্শন ও সম্ভাষণানুগ্রহ দ্বারা, চরিতার্থতা প্রাপ্ত হইলাম। তপস্বী কহিলেন, আমি, তোমার সৌজন্য ও সুশীলতা দর্শনে, পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইয়াছি, এবং তোমার মধুর মূর্ত্তি সন্দর্শনে আত্মাকে চরিতার্থ বোধ করিতেছি; যেহেতু, জন্মান্তরীণ পুণ্যসঞ্চয় ব্যতিরেকে, সাধুসমাগম লব্ধ হয় না। যাহা হউক, তোমার আশ্রম দেখিবার নিমিত্ত, আমার অতিশয়

বাসনা হইতেছে। যদি প্রতিবন্ধক না থাকে, ও অধিক দূরবর্ত্তী না হয়, আমায় তথায় লইয়া চল।

বারবিলাসিনী, তপস্বীর অভ্যর্থনা শ্রবণে কৃতার্থম্মন্য ও অতিমাত্র ব্যগ্র হইয়া, তাঁহাকে আপন আলয়ে লইয়া গেল, এবং, সাতিশয় যত্ন ও সবিশেষ সমাদর পুরঃসর, নানাবিধ সুস্বাদ মিষ্টান্ন ও সুরস পানীয় প্রদান করিল। তিনি, বারনারীর কপটজালে বদ্ধ হইয়া, তাহার দত্ত সমস্ত বস্তু ভক্ষণ ও পান করিলেন। এই রূপে, তপস্বী, ধূমপান পরিত্যাগ পূর্ব্বক, যোগাভ্যাসে জলাঞ্জলি দিয়া, বারবনিতার সহিত বিষয়বাসনায় কালযাপন করিতে লাগিলেন। বারাঙ্গনা গর্ভবতী ও যথাকালে পুত্রবতী হইল। কিছু দিন অতীত হইলে পর, সে সন্ন্যাসীর নিকট নিবেদন করিল, মহাশয়! বহু দিবস অতিক্রান্ত হইল, আমরা নিরন্তর কেবল বিষয়বাসনায় কালহরণ করিলাম, এক্ষণে তীর্থযাত্রা দ্বারা দেহ পবিত্র করা উচিত।

বারবনিতা, এইরূপ প্রবঞ্চনা দ্বারা, তপস্বীকে সংজ্ঞাশূন্য করিয়া, তাঁহার স্কন্ধে পুত্রপ্রদান পূর্ব্বক, চন্দ্রভানুর রাজধানীতে লইয়া চলিল। সে রাজসভার সমীপবর্ত্তিনী হইলে, রাজা তাহাকে চিনিতে পারিয়া, এবং সন্ন্যাসীর স্কন্ধে পুত্র দেখিয়া, সামাজিকদিগকে বলিলেন, দেখ দেখ, যে বারনারী যোগীর আনয়ন বিষয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়া গিয়াছিল, সে আপন প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিয়া আসিতেছে। আমি উহার অসম্ভব বুদ্ধিকৌশলে চমৎকৃত হইয়াছি। অধিক আর কি বলিব, এই বুদ্ধিমতী বারবনিতা চিরশুষ্ক নীরস তরুকে পল্লবিত এবং পুষ্পে ও ফলে সুশোভিত করিয়াছে। সামাজিকেরা কহিলেন, মহারাজ! যথার্থ আজ্ঞা করিতেছেন, এ সেই বারাঙ্গনাই বটে।

রাজা ও সভাসদগণের এইরূপ কথোপকথন শ্রবণে, সহসা বোধসুধাকরের উদয় হওয়াতে, সন্ন্যাসীর মোহান্ধকার অপসারিত হইল। তখন তিনি, পূর্ব্বাপরপর্য্যালোচনা করিয়া, যৎপরোনাস্তি ক্ষোভ প্রাপ্ত হইলেন এবং আপনাকে বারংবার ধিক্কার দিয়া, মনে মনে কহিতে লাগিলেন, দুরাত্মা চন্দ্রভানু, ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত ও ধর্ম্মাধর্ম্মজ্ঞানশূন্য হইয়া, আমার তপস্যাভংশের নিমিত্ত, এই দুর্বিগাহ মায়াজাল বিস্তারিত করিয়াছিল। আমিও অতি অধম ও অবশেন্দ্রিয়; অনায়াসে স্বৈরিণীর মায়ায় মুগ্ধ হইয়া, চিরসঞ্চিত কর্ম্মফলে বঞ্চিত হইলাম। অনন্তর, ক্রোধে কম্পান্বিতকলেবর হইয়া, স্কন্ধস্থিত পুত্রকে ভূতলে নিক্ষিপ্ত করিয়া, তিনি তৎক্ষণাৎ তথা হইতে প্রস্থান করিলেন; অন্য এক অরণ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক, পূর্ব্ব অপেক্ষায় অধিকতর মনোযোগ ও অধ্যবসায় সহকারে, যোগসাধন করিতে লাগিলেন, এবং, কিয়ৎ কাল পরে, ঐ নরেশ্বরের মৃত্যুসাধন করিয়া, কৃতকার্য্য হইলেন।

এইরূপে, আখ্যায়িকার সমাপন করিয়া, যক্ষ কহিল, মহারাজ! তুমি, ও রাজা চন্দ্রভানু, আর ঐ যোগী, এই তিন জন এক নগরে, এক নক্ষত্রে, এক লগ্নে, জন্মিয়াছিলে। তুমি, রাজবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া, পৃথিবীর রাজত্ব করিতেছ। চন্দ্রভানু, তৈলিকগৃহে জন্মিয়া, ভাগ্য ক্রমে, ভোগবতী নগরীর অধিপতি হইয়াছিল। আর, যোগী, কুম্ভকারকুলে উৎপন্ন হইয়া, যত্ন পূর্ব্বক যোগসাধন করিয়া, চন্দ্রভানুর প্রাণবধ করিয়াছে, এবং তাঁহাকে বেতাল করিয়া শ্মশানবর্ত্তী শিরীষবৃক্ষে লম্বিত করিয়া রাখিয়াছে; এক্ষণে, অনন্যকর্ম্মা হইয়া, তোমার প্রাণসংহার করিবার চেষ্টায় আছে; ইহাতে কৃতকার্য্য হইলেই, উহার অভীষ্ট সিদ্ধ হয়। যদি তুমি তাহার হস্ত হইতে নিস্তার

পাও, বহু কাল অকণ্টকে রাজ্যভোগ করিতে পারিবে। আমি, সবিশেষ সমস্ত কহিয়া, তোমায় সতর্ক করিয়া দিলাম; তুমি এ বিষয়ে ক্ষণ মাত্রও অনবহিত থাকিবে না।

এইরূপ উপদেশ দিয়া, যক্ষ স্বস্থানে প্রস্থান করিল। রাজাও শুনিয়া, ত্রস্ত ও বিস্ময়গ্রস্ত হইয়া, নানাপ্রকার চিন্তা করিতে করিতে, রাজবাটীতে প্রবিষ্ট হইলেন। পর দিন, প্রভাতে, তিনি সিংহাসনে উপবিষ্ট হইলে, ভৃত্যগণ ও প্রজাবর্গ, বহু দিনের পর, রাজসন্দর্শন প্রাপ্ত হইয়া, আনন্দপ্রবাহে মগ্ন হইল। রাজা বিক্রমাদিত্য, রাজনীতির অনুবর্ত্তী হইয়া, রাজ্যশাসন ও প্রজাপালন করিতে লাগিলেন।

কিছু দিন পরে, শান্তশীল নামে এক সন্ন্যাসী, শ্রীফল হস্তে, রাজসভায় উপস্থিত হইলেন এবং, শ্রীফলপ্রদান পূর্ব্বক রাজাকে আশীর্বাদ করিয়া, কক্ষস্থিত আসন পাতিয়া, তদুপরি উপবেশন করিলেন। কিয়ৎ ক্ষণ কথোপকথন করিয়া, রাজার নিকট বিদায় লইয়া, সন্ন্যাসী সভা হইতে প্রস্থান করিলে পর, তিনি অন্তঃকরণে এই বিতর্ক করিতে লাগিলেন, যক্ষ যে সন্ন্যাসীর কথা কহিয়াছিল, এ সেই ব্যক্তি কি না। যাহা হউক, সহসা শ্রীফলভক্ষণ করা উচিত নহে। রাজা, মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া, কোষাধ্যক্ষের হস্তে সমর্পণ পূর্ব্বক কহিলেন, তুমি এই শ্রীফল সাবধানে রাখিবে। সন্ন্যাসী প্রত্যহ রাজদর্শন ও শ্রীফলপ্রদান করিতে লাগিলেন।

এক দিবস রাজা, বয়স্যবর্গ সমভিব্যাহারে, মন্দুরাসন্দর্শনার্থ গমন করিয়াছেন, এমন সময়ে সন্ন্যাসী, তথায় উপস্থিত হইয়া, পূর্ব্ববৎ শ্রীফলপ্রদান পূর্ব্বক, আশীর্বাদ করিলেন। দৈবযোগে, শ্রীফল ভূপতির করতল হইতে ভূতলে পতিত ও ভগ্ন হওয়াতে,

তন্মধ্য হইতে এক অপূর্ব্ব রত্ন নির্গত হইল। রাজা ও রাজবয়স্যগণ তদীয় প্রভা দর্শনে চমৎকৃত হইলেন। রাজা যোগীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মহাশয়! আপনি কি জন্যে আমায় এই রত্নগর্ভ শ্রীফল দিলেন।

যোগী কহিলেন, মহারাজ! শাস্ত্রে রাজা, গুরু, জ্যোতির্বিদ, ও চিকিৎসকের নিকট রিক্ত হস্তে যাইতে নিষেধ আছে; এই জন্যে, আমি এই রত্নগর্ভ শ্রীফল লইয়া আসিয়াছিলাম। আর, এক রত্নগর্ভ শ্রীফলের কথা কি কহিতেছেন, প্রতিদিন আপনাকে যে শ্রীফল দিয়াছি, সকলের মধ্যেই এতাদৃশ এক এক রত্ন আছে। তখন রাজা কোষাধ্যক্ষকে ডাকাইয়া কহিলেন, তোমাকে যত শ্রীফল রাখিতে দিয়াছি, সমুদয় এই স্থানে আন। কোষাধ্যক্ষ, রাজকীয় আদেশ অনুসারে, সমস্ত শ্রীফল তথায় উপস্থিত করিলে, রাজা প্রত্যেক শ্রীফল ভাঙ্গিয়া, সকলের মধ্যেই এক এক রত্ন দেখিয়া, যৎপরোনাস্তি আহ্লাদিত ও চমৎকৃত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ রাজসভায় গমন পূর্ব্বক, এক মণিকারকে ডাকাইয়া, ঐ সমস্ত রত্নের পরীক্ষা করিতে আজ্ঞা দিয়া কহিলেন, এই অসার সংসারে ধর্ম্মই সার পদার্থ; অতএব, তুমি ধর্ম্মপ্রমাণ প্রত্যেক রত্নের মূল্য নির্দ্ধারিত করিয়া দাও।

এইরূপ রাজবাক্য শ্রবণগোচর করিয়া, মণিকার কহিল, মহারাজ! আপনি যথার্থ আজ্ঞা করিয়াছেন। ধর্ম্মরক্ষা করিলে, সকল বিষয়ের রক্ষা হয়, ধর্ম্মলোপ করিলে সকল বিষয়ের লোপ হয়। অতএব, আমি ধর্ম্ম সাক্ষী করিয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছি, আপন জ্ঞান অনুসারে, যথার্থ মূল্য নির্দ্ধারিত করিয়া দিব। ইহা কহিয়া, সে প্রত্যেক রত্নের লক্ষণপরীক্ষা করিয়া কহিল, মহারাজ! বিলক্ষণ বিবেচনা করিয়া দেখিলাম, সকল রত্নই

সর্ব্বাঙ্গসুন্দর; কোটি মুদ্রাও একৈকের প্রকৃত মূল্য নহে। এ সকল অমূল্য রত্ন।

রাজা শুনিয়া, সাতিশয় হৃষ্ট হইয়া, সমুচিত পারিতোষিক প্রদান পূর্ব্বক, মণিকারকে বিদায় করিলেন এবং, হস্ত দ্বারা সন্ন্যাসীর হস্তগ্রহণ করিয়া, সিংহাসনার্দ্ধে উপবেশন করাইয়া কহিলেন, মহাশয়! আমার সমস্ত সাম্রাজ্যও আপনকার প্রদত্ত রত্নসমূহের তুল্যমূল্য হইবেক না। আপনি, সন্ন্যাসী হইয়া, এ সকল অমূল্য রত্ন কোথায় পাইলেন, এবং কি অভিপ্রায়েই বা আমায় দিলেন, জানিতে ইচ্ছা করি। যোগী কহিলেন, মহারাজ! ঔষধ, মন্ত্রণা, গৃহচ্ছিদ্র, এ সকল সর্ব্বসমক্ষে ব্যক্ত করা বিধেয় নহে; যদি অনুমতি হয়, নির্জনে গিয়া নিবেদন করি। মহারাজ! নীতিজ্ঞেরা বলেন, মন্ত্রণা, ষট্ কর্ণে প্রবিষ্ট হইলে, অপ্রকাশিত থাকে না, তাহাতে কার্য্যহানির সম্পূর্ণ সম্ভাবনা; চারি কর্ণে হইলে, প্রকাশিত হয় না, অথচ কার্য্যসিদ্ধি করে; আর, দুই কর্ণের মন্ত্রণা, মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক, ব্রহ্মাও জানিতে পারেন না।

ইহা শুনিয়া, রাজা সন্ন্যাসীকে নির্জনে লইয়া কহিতে লাগিলেন, যোগীশ্বর! আপনি আমায় এত রত্ন দিলেন, কিন্তু এক দিনও আমার আলয়ে ভোজন বা জলগ্রহণ করিলেন না; এজন্য, আমি আপনকার নিকট অতিশয় লজ্জিত হইতেছি। যদি আপনকার কোনও অভিপ্রায় থাকে, ব্যক্ত করুন, আমি প্রাণান্তেও তৎসম্পাদনে পরাঙ্মুখ হইব না। সন্ন্যাসী কহিলেন, মহারাজ! গোদাবরীতীরবর্ত্তী শ্মশানে মন্ত্র সিদ্ধ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছি; তাহাতে অষ্টসিদ্ধিলাভ হইবেক। অতএব, তোমার নিকট আমার প্রার্থনা এই, তুমি এক দিন, সন্ধ্যা অবধি

প্রভাত পর্য্যন্ত, আমার সন্নিহিত থাকিবে। তুমি সন্নিহিত থাকিলেই, আমার মন্ত্র সিদ্ধ হইবেক। রাজা কহিলেন, আমি অবধারিত যাইব, আপনি দিন নির্দ্ধারিত করিয়া বলুন। সন্ন্যাসী কহিলেন, তুমি, আগামী ভাদ্রকৃষ্ণচতুর্দশীতে, সন্ধ্যাকালে, একাকী আমার নিকটে যাইবে। রাজা কহিলেন, আপনি নিশ্চিন্ত থাকিবেন, আমি, নিঃসন্দেহ, যথাসময়ে, আপনকার আশ্রমে উপস্থিত হইব। এই রূপে রাজাকে বচনবদ্ধ করিয়া, বিদায় লইয়া, সন্ন্যাসী স্বীয় আশ্রমে প্রতিগমন করিলেন।

কৃষ্ণচতুর্দশী উপস্থিত হইল। সন্ন্যাসী, সায়ং সময়ে, আবশ্যক দ্রব্যসামগ্রীর সংগ্রহ পূর্ব্বক, শ্মশানে যোগাসনে বসিলেন। রাজা বিক্রমাদিত্যও, প্রতিশ্রুত সময় সমুপস্থিত দেখিয়া, সাহসে নির্ভর করিয়া, করে তরবারিধারণ পূর্ব্বক, একাকী সন্ন্যাসীর আশ্রমে উপস্থিত হইলেন, দেখিলেন, বহুসংখ্যক বিকটাকৃতি ভূত, প্রেত, পিশাচ, শঙ্খিনী, ডাকিনী প্রভৃতি, আনন্দে উন্মত্তপ্রায় হইয়া, সন্ন্যাসীর চতুর্দিকে নৃত্য করিতেছে, সন্ন্যাসী, যোগাসনে আসীন হইয়া, দুই হস্তে দুই নরকপাল লইয়া, বাদ্য করিতেছেন। রাজা, এতাদৃশ ভয়াবহ ব্যাপার দর্শনে, কিঞ্চিন্মাত্র ভীত হইলেন না; যথোপযুক্ত ভক্তিযোগ সহকারে প্রণাম করিয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিলেন, মহাশয়! ভৃত্য উপস্থিত; আদেশ দ্বারা চরিতার্থ করিতে আজ্ঞা হয়। যোগী, আশীর্ব্বাদপ্রয়োগ পূর্ব্বক, সমীপপাতিত আসনের দিকে অঙ্গুলিপ্রয়োগ করিয়া কহিলেন, এই আসনে উপবেশন কর।

রাজা, তদীয় আদেশ অনুসারে, আসনপরিগ্রহ করিয়া, কিয়ৎ ক্ষণ পরে, পুনরায় নিবেদন করিলেন, মহাশয়! ভৃত্যের প্রতি কি আজ্ঞা হয়। যোগী কহিলেন, মহারাজ! তোমার

বাক্যনিষ্ঠায় নিরতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি। বুঝিলাম, সৎপুরুষেরা, প্রাণান্তেও, প্রতিজ্ঞাপ্রতিপালনে পরাঙ্মুখ হয়েন না। যাহা হউক, যদি অনুগ্রহ করিয়া আসিয়াছ, এক বিষয়ে আমার সাহায্য কর। দুই ক্রোশ দক্ষিণে এক শ্মশান আছে, তথায় দেখিতে পাইবে, এক শিরীষবৃক্ষে শব ঝুলিতেছে, ঐ শব আমার নিকটে লইয়া আইস। রাজা, যে আজ্ঞা বলিয়া, তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করিলেন। এইরূপে, রাজাকে শবানয়নে প্রেরণ পূর্ব্বক, যথাবিধি বিবিধ আয়োজন করিয়া, সন্ন্যাসী পূজায় বসিলেন।

একে কৃষ্ণচতুর্দ্দশীর রাত্রি সহজেই ঘোরতর অন্ধকারে আবৃতা, তাহাতে আবার, ঘনঘটা দ্বারা গগনমণ্ডল আচ্ছন্ন হইয়া, মুষলধারায় বৃষ্টি হইতেছিল, আর, ভূতপ্রেতগণ চতুর্দ্দিকে ভয়ানক কোলাহল করিতেছিল। এইরূপ সঙ্কটে কাহার হৃদয়ে না ভয়সঞ্চার হয়। কিন্তু রাজার তাহাতে ভয় বা ব্যাকুলতার লেশ মাত্র উপস্থিত হইল না। পরিশেষে, নানা সঙ্কট হইতে উত্তীর্ণ হইয়া, রাজা নির্দ্দিষ্ট প্রেতভূমিতে উপনীত হইলেন, দেখিলেন, কোনও স্থলে অতি বিকটমূর্ত্তি ভূতপ্রেতগণ, জীবিত মনুষ্য ধরিয়া, তাহাদের মাংস ভক্ষণ করিতেছে, কোনও স্থলে ডাকিনীগণ, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালক ধরিয়া, তদীয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ চর্ব্বণ করিতেছে। রাজা, ইতস্ততঃ অনেক অন্বেষণ করিয়া, পরিশেষে শিরীষবৃক্ষের নিকটে গিয়া দেখিলেন, উহার মূল অবধি অগ্রভাগ পর্য্যন্ত, প্রত্যেক বিটপ ও পল্লব ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিতেছে, আর, চারি দিকে অনবরত কেবল মার্ মার্, কাট্ কাট্, ইত্যাদি ভয়ানক শব্দ হইতেছে।

এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়াও, রাজা ভয় পাইলেন না, কিন্তু মনে মনে বিবেচনা করিয়া স্থির করিলেন, যক্ষ যে যোগীর

কথা কহিয়াছিল, এ সেই ব্যক্তি, তাহার সন্দেহ নাই। অনন্তর, তিনি, সেই বৃক্ষের সন্নিহিত হইয়া, দেখিলেন, শব রজ্জুবদ্ধ, অধঃশিরাঃ, লম্বমান রহিয়াছে। শবদর্শনে শ্রম সফল বোধ করিয়া, রাজা সাতিশয় আহ্লাদিত হইলেন এবং, নির্ভয়ে বৃক্ষে আরোহণ পূর্ব্বক, খড়্গাঘাত দ্বারা, শবের বন্ধনরজ্জু ছিন্ন করিলেন। শব, ভূতলে পতিত হইবা মাত্র, উচ্চৈঃ স্বরে রোদন করিতে লাগিল। রাজা, তদীয় কণ্ঠরব শ্রবণে, সাতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন এবং, ত্বরায় তরু হইতে অবতীর্ণ হইয়া, নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসিলেন, তুমি কে, কি নিমিত্তে তোমার এরূপ দুরবস্থা ঘটিয়াছে, বল। শব খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল। রাজা, দেখিয়া শুনিয়া, সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন ও চিন্তান্বিত হইলেন এবং, এই অদ্ভুত ব্যাপারের মর্ম্মাববোধে অসমর্থ হইয়া, অন্তঃকরণে অশেষপ্রকার কল্পনা করিতে লাগিলেন।

এই অবকাশে শব, বৃক্ষে উঠিয়া, পূর্ব্ববৎ রজ্জুবদ্ধ ও লম্বমান হইয়া রহিল। রাজাও, তৎক্ষণাৎ বৃক্ষে আরোহণ ও রজ্জুচ্ছেদন পুরঃসর, শবকে কক্ষে নিক্ষিপ্ত করিয়া, অবতীর্ণ হইলেন এবং, নিরতিশয় নির্বন্ধ সহকারে, তাহার এরূপ বিপৎপ্রাপ্তির কারণ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। সে কিছুই উত্তর দিল না। রাজা, ক্ষণ কাল চিন্তা করিয়া, মনে মনে কহিতে লাগিলেন, যক্ষের নিকট যে তৈলিকের উপাখ্যান শুনিয়াছিলাম, এ সেই ব্যক্তি; আর, যোগীও সেই কুম্ভকার, আপন যোগসিদ্ধির উদ্দেশে, ইহার প্রাণসংহার করিয়া, শ্মশানে রাখিয়াছে। অনন্তর তিনি, শবকে উত্তরীয়বস্ত্রে বদ্ধ করিয়া, যোগীর নিকটে লইয়া চলিলেন।

অর্দ্ধপথে উপস্থিত হইলে, শবাবিষ্ট বেতাল বিক্রমাদিত্যকে জিজ্ঞাসিল, অহে বীর পুরুষ! তুমি কে, আমায়, কি নিমিত্তে,

কোথায়, লইয়া যাইতেছ, বল। ভূপতি কহিলেন, আমি রাজা বিক্রমাদিত্য, শান্তশীলনামক যোগীর আদেশ অনুসারে, তোমায় তাঁহার আশ্রমে লইয়া যাইতেছি। বেতাল কহিল, মহারাজ! মূঢ়, নির্বোধ, ও অলসেরা কেবল নিদ্রায়, আলস্যে, ও কলহে কালহরণ করে, কিন্তু, বুদ্ধিমান্, চতুর, পণ্ডিত ব্যক্তিরা, সদা সদালাপ, শাস্ত্রচিন্তা, ও সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা, আনন্দে কালযাপন করিয়া থাকেন। অতএব, সমস্ত পথ মৌনভাবে গমন করা অপেক্ষা, সৎকথার আলোচনা শ্রেয়সী বোধ করিয়া, এক এক প্রসঙ্গ করিতেছি, শ্রবণ কর। প্রত্যেক প্রসঙ্গের পরিশেষে প্রশ্ন করিব, যদি তুমি তত্তৎ প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর দাও, তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া যাইব, আর, যদি জানিয়াও যথার্থ উত্তর না দাও, অবিলম্বে তোমার বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ হইবেক। রাজা, অগত্যা তদীয় প্রস্তাবে সম্মত হইয়া, তাহাকে সন্ন্যাসীর আশ্রমে লইয়া চলিলেন, এবং বেতালও উপাখ্যানের আরম্ভ করিল।

প্রথম উপাখ্যান

বেতাল কহিল, মহারাজ! শ্রবণ কর,

বারাণসী নগরীতে, প্রতাপমুকুট নামে, এক প্রবলপ্রতাপ নরপতি ছিলেন। তাঁহার মহাদেবী নামে প্রেয়সী মহিষী ও বজ্রমুকুট নামে হৃদয়নন্দন নন্দন ছিল। এক দিন রাজকুমার, এক মাত্র অমাত্যপুত্রকে সমভিব্যাহারে লইয়া, মৃগয়ায় গমন করিলেন। তিনি, নানা বনে ভ্রমণ করিয়া, পরিশেষে এক নিবিড় অরণ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক, ঐ অরণ্যের মধ্যবর্ত্তী অতিমনোহর সরোবর সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন, দেখিলেন, ঐ সরোবরের নির্ম্মল সলিলে হংস, বক, চক্রবাক প্রভৃতি নানাবিধ জলচর বিহঙ্গমগণ কেলি করিতেছে, প্রফুল্ল কমলসমূহের সৌরভে চারি দিক আমোদিত হইয়া আছে, মধুকরেরা, মধুগন্ধে অন্ধ হইয়া, গুন্ গুন্ ধ্বনি করত, ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছে, তীরস্থিত তরুগণ অভিনব পল্লব, ফল, কুসুম সমূহে সুশোভিত রহিয়াছে, উহাদের ছায়া অতি স্নিগ্ধ, বিশেষতঃ, শীতল সুগন্ধ গন্ধবহের মন্দ মন্দ সঞ্চার দ্বারা, পরম রমণীয় হইয়া আছে; তথায় উপস্থিতি মাত্র, শ্রান্ত ও আতপক্লান্ত ব্যক্তির শ্রান্তি ও ক্লান্তি দূর হয়।

এই পরম রমণীয় স্থানে, কিয়ৎ ক্ষণ সঞ্চরণ করিয়া, রাজকুমার অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইলেন, এবং সমীপবর্ত্তী বকুল বৃক্ষের স্কন্ধে অশ্ববন্ধন ও সরোবরে অবগাহন পূর্ব্বক, স্নান করিলেন, অনন্তর, অনতিদূরবর্ত্তী দেবাদিদেব মহাদেবের মন্দিরে প্রবেশ পূর্ব্বক,

দর্শন, পূজা, ও প্রণাম করিয়া, কিয়ৎ ক্ষণ পরে বহির্গত হইলেন। ঐ সময় মধ্যে এক রাজকন্যাও, স্বীয় সহচরীবর্গের সহিত, সরোবরের অপর পারে উপস্থিত হইয়া, স্নান ও পূজা সমাপন পূর্ব্বক, বৃক্ষের ছায়ায় ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। দৈবযোগে, তাঁহার ও বজ্রমুকুটের চারি চক্ষু একত্র হইল। তদীয় নিরুপম সৌন্দর্য্য সন্দর্শনে, নৃপনন্দন মোহিত হইলেন। রাজকুমারীও, বজ্রমুকুটকে নয়নগোচর করিয়া, কৃতার্থম্মন্য হইয়া, শিরঃস্থিত পদ্ম হস্তে লইলেন; অনন্তর, কর্ণসংযুক্ত করিয়া, দন্ত দ্বারা ছেদন পূর্ব্বক, পদতলে নিক্ষিপ্ত করিলেন, পুনর্ব্বার গ্রহণ ও হৃদয়ে স্থাপন করিয়া, বারংবার রাজতনয়ের দিকে সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করিতে করিতে, স্বীয় প্রিয়বয়স্যাগণের সহিত স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

কুমারী ক্রমে ক্রমে দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইলে, রাজকুমার বিরহবেদনায় অতিশয় অস্থির হইলেন এবং সর্ব্বাধিকারিকুমারের নিকটে গিয়া, লজ্জানম্র মুখে কহিতে লাগিলেন, বয়স্য। আজ আমি এক পরম সুন্দরী রমণী নিরীক্ষণ করিয়াছি। তাহার নাম, ধাম কিছুই জানিতে পারি নাই, কিন্তু প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তাহাকে না পাইলে, প্রাণত্যাগ করিব। সর্ব্বাধিকারিতনয়, সমস্ত শ্রবণগোচর করিয়া, তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে গৃহে প্রত্যানীত করিলেন। রাজকুমার, দুঃসহ বিরহবেদনায় নিতান্ত অধীর হইয়া, শাস্ত্রচিন্তা, সদালাপ, রাজকার্য্যপর্য্যালোচনা, ও স্নান ভোজন প্রভৃতি আবশ্যক ক্রিয়া পর্য্যন্ত পরিত্যাগ পূর্ব্বক, একাকী নির্জ্জনে বিষণ্ণ মনে কালযাপন করিতে লাগিলেন; পরিশেষে, চিত্তবিনোদনের কোনও উপায় না দেখিয়া, স্বহস্তে সেই কামিনীর প্রতিমূর্ত্তি চিত্রিত করিলেন। দিন যামিনী, কেবল সেই প্রতিমূর্ত্তির সন্দর্শন করেন; কাহারও সহিত বাক্যালাপ করেন না; কেহ কিছু জিজ্ঞাসা

কারলে, উত্তর দেন না। সর্ব্বাধিকারিপুত্র, নৃপনন্দনের এতাদৃশী দশা নিরীক্ষণ করিয়া, উপদেশচ্ছলে অশেষপ্রকার ভর্ৎসনা করিলেন।

প্রিয় বয়স্যের উপদেশবাক্য শ্রবণগোচর করিয়া, রাজকুমার কহিলেন, সখে! আমি যখন এ পদবীতে পদার্পণ করিয়াছি, তখন আমার হিতাহিতচিন্তা ও সুখদুঃখবিবেচনা নাই। প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, মনোরথ সম্পন্ন না হইলে, জীবনবিসর্জ্জন করিব। রাজকুমারের ঈদৃশ আক্ষেপবাক্য কর্ণগোচর করিয়া, সর্ব্বাধিকারিকুমার মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিলেন, আর এখন উপদেশ দ্বারা ধৈর্য্যসম্পাদনের সময় নাই; ইনি নিতান্ত অধীর হইয়াছেন; অতঃপর কোনও উপায় স্থির করা আবশ্যক। অনন্তর, তিনি রাজকুমারকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বয়স্য! প্রস্থানকালে, সেই সীমন্তিনী তোমাকে কিছু বলিয়াছিল, কিংবা তুমি তাহাকে কিছু বলিয়াছিলে। রাজপুত্র কহিলেন, না বয়স্য! আমি তাহাকে কিছু বলি নাই, এবং সেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরীও আমায় কোনও কথা বলে নাই। তখন সর্ব্বাধিকারিপুত্র কহিলেন, তবে তাহার সমাগম দুর্ঘট বোধ হইতেছে। রাজপুত্র কহিলেন, যদি সেই সুলোচনা লোচনানন্দদায়িনী না হয়, আমি প্রাণত্যাগ করিব। তখন তিনি, অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া, পুনরায় কহিলেন, ভাল বয়স্য! জিজ্ঞাসা করি, প্রস্থানসময়ে, সে কোনও সঙ্কেত করিয়াছিল কি না।

রাজকুমার কমলবৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। তখন সর্ব্বাধিকারিপুত্র কহিলেন, সখে! আর চিন্তা নাই; আমি তৎকৃত সঙ্কেতের তাৎপর্য্যগ্রহ করিয়াছি, এবং তাহার নাম ধাম জানিতে পারিয়াছি। এখন প্রতিজ্ঞা করিতেছি, অল্প দিনের মধ্যেই,

তাহাব সহিত তোমার সমাগম সম্পন্ন করিয়া দিব। অধিক ব্যাকুল হইলেই, অভীষ্টসিদ্ধি হয় না, ধৈর্য্য অবলম্বন কর। তখন বাজপুত্র কহিলেন, যদি বুঝিয়া থাক, সমুদয় বিশেষ করিয়া বল, শুনিলেও, আপাততঃ স্থির হইতে পারি। তিনি কহিলেন, বয়স্য! শ্রবণ কব, পদ্মপুষ্প, মস্তক হইতে নামাইয়া, কর্ণে সংলগ্ন কবিযাছিল; তদ্দ্বারা তোমাকে ইহা জানাইয়াছে, আমি কর্ণাটনগরনিবাসিনী, দন্ত দ্বারা খণ্ডিত কবিয়া, ইহা ব্যক্ত করিয়াছে, আমি দন্তবাট রাজার কন্যা, তৎপরে, পদতলে নিক্ষিপ্ত কবিযা, এই সঙ্কেত করিয়াছে, আমাব নাম পদ্মাবতী, আর, হৃদযে স্থাপন করিযা, এই অভিপ্রায় প্রকাশ কবিযাছে, তুমি আমাব হৃদয়বল্লভ।

বয়স্যেব এই বাক্য শ্রবণগোচব করিযা, বাজকুমাব অপার আনন্দসাগবে মগ্ন হইলেন, এবং ব্যগ্র হইয়া বাবংবার কহিতে লাগিলেন, বয়স্য! ত্বরায় আমায কর্ণাট নগবে লইযা চল। অনন্তর, উভয়ে, সমুচিত পরিচ্ছদধারণ ও অস্ত্রবন্ধন পূর্ব্বক, অশ্বে আবোহণ করিলেন। কতিপয় দিবসেব পরে, কর্ণাট নগরে উপস্থিত হইয়া, তাঁহারা রাজবাটীর নিকটে গিয়া দেখিলেন, এক বৃদ্ধা আপন ভবনদ্বারে উপবিষ্টা আছে। উভয়ে, অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইয়া, তাহাব নিকটে গিযা কহিলেন, মা! আমবা বাণিজ্যব্যবসায়ী বিদেশীয় লোক, দ্রব্যসামগ্রী সমগ্র পশ্চাৎ আসিতেছে; বাসার অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত, আমরা অগ্রসর হইয়াছি; যদি কৃপা করিয়া স্থান দাও, তবে থাকিতে পাই। বৃদ্ধা, তাঁহাদের মনোহর রূপ দর্শনে ও মধুর আলাপ শ্রবণে প্রীত হইয়া, প্রসন্ন মনে কহিল, এ তোমাদের গৃহ, যত দিন ইচ্ছা, সচ্ছন্দে অবস্থিতি কর।

এই রূপে, উভয়ে সেই বর্ষীয়সীর সদনে আবাসগ্রহণ করিলেন। কিয়ৎ ক্ষণ পরে বৃদ্ধা, তাঁহাদের সন্নিধানে আগমন করিয়া; কথোপকথন আরম্ভ করিলে, সর্ব্বাধিকারিপুত্র জিজ্ঞাসা করিলেন, মা! কয় জন তোমার পরিবার, আর কি প্রকারে বা সংসারযাত্রানির্বাহ হয়। বৃদ্ধা কহিল, আমার পুত্র রাজসংসারে কর্ম্ম করে, রাজার অতি প্রিয় পাত্র। আর, পদ্মাবতী নামে রাজার এক কন্যা আছেন, আমি তাঁহার ধাত্রী ছিলাম। এক্ষণে বৃদ্ধ হইয়াছি, গৃহে থাকি, রাজা অনুগ্রহ করিয়া অন্ন বস্ত্র দেন। আর, রাজকন্যা আমায় ভাল বাসেন, এজন্য, প্রতিদিন, এক এক বার, তাঁহাকে দেখিতে যাই। এই কথা শুনিয়া, রাজপুত্র কহিলেন, কল্য যখন রাজবাটীতে যাইবে, আমায় বলিবে, আমি তোমা দ্বারা রাজকন্যার নিকট কোনও সংবাদ পাঠাইব। বৃদ্ধা কহিল, যদি প্রয়োজন থাকে, বল, আজই আমি রাজকন্যাকে জানাইয়া আসি। রাজকুমার, এই কথা শুনিবা মাত্র, অতিমাত্র হৃষ্ট হইয়া কহিলেন, তুমি রাজকন্যাকে বলিবে, শুক্লপঞ্চমীতে, সরোবরতীরে, যে রাজকুমারকে দেখিয়াছিলে, সে, তোমার সঙ্কেত অনুসারে, উপস্থিত হইয়াছে।

এই বাক্য কর্ণগোচর হইবামাত্র, বৃদ্ধা যষ্টিগ্রহণ পূর্ব্বক রাজভবনে গমন করিল। সে কন্যান্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া দেখিল, রাজকন্যা একাকিনী নির্জনে উপবিষ্টা আছেন। বৃদ্ধা সম্মুখবর্ত্তিনী হইবা মাত্র, রাজকন্যা সমাদর পূর্ব্বক বসিতে আসন দিলেন। সে উপবিষ্ট হইয়া কহিল, বৎসে! বাল্যকালে, অনেক যত্নে, তোমায় মানুষ করিয়াছি। এক্ষণে, ভগবানের অনুগ্রহে, তুমি তরুণাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছ। আমার অন্তঃকরণের একান্ত অভিলাষ এই, অবিলম্বে উপযুক্ত পাত্রের অনুগতা হও। এইরূপ আড়ম্বর

পূর্ব্বক ভূমিকা করিয়া, বৃদ্ধা কহিতে লাগিল, শুক্লপঞ্চমীতে, বাপীতটে, যে রাজকুমারের মন হরণ করিয়া আনিয়াছিলে, তিনি আমার গৃহে উপস্থিত হইয়াছেন, এবং আমা দ্বারা এই সংবাদ পাঠাইয়াছেন, কমলসঙ্কেত দ্বারা যে অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলে, তাহা সম্পন্ন কর, আমি উপস্থিত হইয়াছি। আর, আমিও কহিতেছি, এই রাজকুমার সর্ব্বাংশে তোমার যোগ্য পাত্র, তুমি যেরূপ রূপবতী ও গুণবতী, তিনিও সর্ব্বাংশে তদনুরূপ।

রাজকন্যা শ্রবণমাত্র, কোপ প্রকাশ করিয়া, হস্তে চন্দন লেপন পূর্ব্বক, বৃদ্ধার উভয় গণ্ডে চপেটাঘাত করিলেন, এবং কহিলেন, তুমি এই মুহূর্ত্তে আমার অন্তঃপুর হইতে দূর হও। বৃদ্ধা, এইপ্রকার তিরস্কার লাভ করিয়া, বিরক্ত হইয়া, বিষণ্ণ বদনে সদনে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক, পূর্ব্বাপর সমস্ত বৃত্তান্ত রাজকুমারের কর্ণগোচর করিল। তিনি শ্রবণমাত্র, অতিমাত্র ব্যাকুল ও হতাশ্বাস হইয়া, দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক, পার্শ্ববর্ত্তী প্রিয় বয়স্যের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া কহিতে লাগিলেন, সখে! এখন কি উপায় করি, নিতান্ত বুঝিলাম, বিধি বাম হইয়াছেন; মনস্কামসিদ্ধির কোনও সম্ভাবনা আছে, এরূপ বোধ হইতেছে না; নতুবা, সেই বামলোচনা, কি নিমিত্ত, তিরস্কার করিয়া, বৃদ্ধাকে বিদায় করিল। অন্তঃকরণে অনুরাগসঞ্চার হইলে, দূতীর প্রতি এত অনাদর হয় না। তখন তিনি কহিলেন, বয়স্য! মর্ম্মগ্রহ না করিয়া, অকারণে এত ব্যাকুল হও কেন। শ্রীখণ্ডরসে অভিষিক্ত দশ করশাখা দ্বারা প্রহারের তাৎপর্য্য এই যে, শুক্ল পক্ষের দশ দিবস অবশিষ্ট আছে; তদবসানে, অর্থাৎ কৃষ্ণ পক্ষে, তোমার সহিত সমাগম হইবেক।

শুক্ল পক্ষ অতিক্রান্ত হইল। বৃদ্ধা, পুনরায় রাজকুমারীর নিকটে গিয়া, রাজকুমারের প্রার্থনা জানাইল। তিনি শুনিয়া সাতিশয় কোপপ্রকাশ করিলেন, এবং, গলহস্তপ্রদান পূর্ব্বক, বৃদ্ধাকে, অন্তঃপুরের খড়কী দিয়া, বিদায় করিয়া দিলেন। সে, তৎক্ষণাৎ রাজকুমারের নিকটে গিয়া, এই বৃত্তান্ত জানাইল। তিনি শুনিয়া, নিতান্ত হতাশ্বাস হইয়া, দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক, অধোমুখে চিন্তা করিতে লাগিলেন। তখন সর্ব্বাধিকারীর পুত্র কহিলেন, বয়স্য। কেন উৎকণ্ঠিত হইতেছ, আর ভাবনা নাই, এ অনুকূল গলহস্ত, অপ্রশস্ত নহে, তুমি পূর্ণমনোরথ হইয়াছ। অদ্য রজনীযোগে, তোমায়, সেই খড়কী দিয়া, তাহার অন্তঃপুরে যাইতে সঙ্কেত করিয়াছে। রাজপুত্র, আহ্লাদসাগরে মগ্ন হইয়া, নিতান্ত উৎসুক চিত্তে, সূর্য্যদেবের অস্তগমনপ্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

রজনী উপস্থিত হইল। রাজকুমার, বিহারযোগ্য বেশ ভূষার সমাধান করিয়া, প্রিয় বয়স্যের সহিত, অন্তঃপুরের খড়কীতে উপস্থিত হইলেন। সর্ব্বাধিকারীর পুত্র বহির্ভাগে দণ্ডায়মান রহিলেন, তিনি, তন্মধ্য দিয়া, অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন; দেখিলেন, রাজকুমারী তাঁহার প্রতীক্ষা করিতেছেন। নয়নে নয়নে আলিঙ্গন হওয়াতে, উভয়ে চরিতার্থতা প্রাপ্ত হইলেন। রাজকুমারী, পার্শ্ববর্ত্তিনী বয়স্যার প্রতি, দ্বার বন্ধ করিবার আদেশ দিয়া, রাজকুমারের করগ্রহণ পূর্ব্বক, বিলাসভবনে প্রবেশ করিলেন, এবং সুশোভিত স্বর্ণময় পল্যঙ্কে উপবেশনানন্তর, বল্লভের কণ্ঠদেশে স্বহস্তসঙ্কলিত ললিত মালতী-মালা সমর্পণ করিয়া, স্বয়ং তালবৃন্তসঞ্চালন করিতে লাগিলেন। তখন, রাজকুমার কহিলেন, প্রিয়ে! তোমার বদনসুধাকর-

সন্দর্শনেই, আমার চিত্তচকোর চরিতার্থ হইয়াছে, আর এরূপ ক্লেশস্বীকারের প্রয়োজন নাই, বিশেষতঃ, তোমার কোমল করপল্লব শিরীষকুসুম অপেক্ষাও সুকুমার, কোনও ক্রমে তালবৃন্ত-ধারণের যোগ্য নহে, আমার হস্তে দাও, আমি তোমার সেবা দ্বারা আত্মাকে চরিতার্থ করি। পদ্মাবতী কহিলেন, নাথ! আমার জন্য, তোমায় অনেক ক্লেশভোগ করিতে হইয়াছে; অতএব, তোমার সেবা করাই আমার উচিত হয়।

উভয়ের এইরূপ বচনবৈদগ্ধী শ্রবণগোচর করিয়া, পার্শ্ববর্ত্তিনী সহচরী, পদ্মাবতীর হস্ত হইতে তালবৃন্তগ্রহণ পূর্ব্বক, বায়ুসঞ্চারণ করিতে লাগিল। কিয়ৎ ক্ষণ পরে, রাজকুমার ও রাজকুমারী, সহচরীদিগকে সাক্ষী করিয়া, গান্ধর্ব্ব বিধানে, দাম্পত্যবন্ধনে আবদ্ধ হইলেন। অনন্তর, উভয়ের সাত্ত্বিক ভাবের আবির্ভাব দেখিয়া, সহচরীগণ, কার্য্যান্তরব্যপদেশে, বিলাসভবন হইতে বহির্গত হইলে, কান্ত ও কামিনী কৌতুকে যামিনীযাপন করিলেন।

রজনী অবসন্না হইল। রাজকুমার অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। তখন রাজকুমারী কহিলেন, নাথ। আমার এ অন্তঃপুরে, সখীগণ ব্যতিরেকে, অন্যের প্রবেশ করিবার অধিকার নাই, তুমি নির্ভয়ে অবস্থিতি কর। আমি, তোমায় বিদায় দিয়া, ক্ষণমাত্রও প্রাণধারণ করিতে পারিব না। রাজকুমার, প্রিয়তমার ঈদৃশ প্রণয়রসাভিষিক্ত মৃদু মধুর বচন-পরম্পরা শ্রবণে শ্রবণেন্দ্রিয়ের চরিতার্থতালাভ করিয়া, তদীয় প্রস্তাবে সম্মত হইলেন, এবং তাঁহার সহচর হইয়া, পরম সুখে, কালযাপন করিতে লাগিলেন।

এই রূপে কতিপয় দিবস অতিবাহিত হইলে, রাজকুমার

রাজধানীপ্রতিগমনের অভিপ্রায়প্রকাশ করিলেন। রাজকন্যা, কোনও মতে, সম্মত হইলেন না। ক্রমে ক্রমে, প্রায় মাস অতীত হইয়া গেল, রাজকুমার তথাপি প্রস্থানের অনুমতিলাভ করিতে পারিলেন না। এইরূপে, স্বদেশপ্রতিগমন বিষয়ে নিতান্ত নিরুপায় হইয়া, তিনি, এক দিন, নির্জনে বসিয়া, মনে মনে এই আলোচনা করিতে লাগিলেন, আমি, নিতান্ত নরাধম; অকিঞ্চিৎকর ইন্দ্রিয়সুখের পরতন্ত্র হইয়া, পিতা, মাতা, জন্মভূমি প্রভৃতি সকল পরিত্যাগ করিলাম; আর, যে জীবিতাধিক বান্ধবের বুদ্ধিকৌশলে ও উপদেশবলে, ঈদৃশ অসুলভ সুখসম্ভোগে কালহরণ করিতেছি, মাসাবধি তাঁহারও কোনও সংবাদ লইলাম না, বোধ করি, বন্ধু আমায় নিতান্ত স্বার্থপর ও যার পর নাই অকৃতজ্ঞ ভাবিতেছেন।

রাজকুমার একাকী এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে রাজকন্যা, তথায় উপস্থিত হইয়া, তাঁহাকে সাতিশয় বিষণ্ণ দেখিয়া জিজ্ঞাসিলেন, নাথ! আজ কি জন্যে তুমি এমন উন্মনা হইয়াছ। তোমার চন্দ্রবদন বিষণ্ণ দেখিলে, আমি দশ দিক শূন্য দেখি। অসুখের কারণ কি, বল; ত্বরায় তাহার প্রতিবিধান করিতেছি। বজ্রমুকুট কহিলেন, পিতার সর্ব্বাধিকারীর পুত্র আমার সমভিব্যাহারে আসিয়াছেন। তিনি আমার পরম সুহৃৎ, মাসাবধি তাঁহার কোনও সংবাদ পাই নাই, জানি না, তিনি কেমন আছেন। তিনি অতি চতুর, সর্ব্ব শাস্ত্রে পণ্ডিত, ও নানা গুণরত্নে মণ্ডিত। তাঁহারই বুদ্ধিকৌশলে ও মন্ত্রণাবলে, তোমার সমাগমলাভ করিয়াছি। তিনিই তোমার সমস্ত সঙ্কেতের মর্ম্মোদ্ভেদ করিয়াছিলেন।

পদ্মাবতী কহিলেন, অয়ি নাথ! ঈদৃশ বন্ধুর অদর্শনে, চিত্ত

অবশ্যই উৎকণ্ঠিত হইতে পারে। এত দিন তাঁহার কোনও সংবাদ না লওয়ায়, যৎপরোনাস্তি অভদ্রতাপ্রকাশ হইয়াছে। রহস্যবিদ বন্ধু প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তর। বিবেচনা করিয়া দেখিলে, তুমি তাঁহাব নিকট সম্পূর্ণ অপরাধী হইয়াছ, এবং, যাব পর নাই, অকৃতজ্ঞতাপ্রদর্শন করিয়াছ। এক্ষণকার কর্ত্তব্য এই, তাঁহার পরিতোষার্থে, আমি স্বহস্তে নানাবিধ মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিয়া পাঠাই, এবং তুমিও, একবাব, কিয়ৎ ক্ষণেব নিমিত্ত, তথায গিয়া, সমুচিত সদ্ভাবপ্রদর্শন কবিযা আইস। রাজপুত্র, তৎক্ষণাৎ, সেই খড়কী দিয়া, অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হইয়া, বৃদ্ধার ভবনে উপস্থিত হইলেন, এবং, বহু দিবসেব পর, অকপটপ্রণযপবিত্র মিত্র সহ সাক্ষাৎকাবলাভে অশ্রুপূর্ণলোচন হইয়া, তাঁহাব নিকট পূর্ব্বাপব সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন।

বাজপুত্রকে বন্ধুদর্শনে প্রেবণ কবিযা, রাজকন্যা মনে মনে এই আলোচনা কবিতে লাগিলেন, এ কেবল বন্ধুব বুদ্ধিকৌশলেই কৃতকার্য্য হইয়াছে; অতএব, অবশ্যই সকল কথা তাহাব নিকট ব্যক্ত করিবেক; আব, সে ব্যক্তিও, আপন বান্ধবগণেব নিকট, সমস্ত প্রকাশ করিবেক, সন্দেহ নাই। এই রূপে আমার কলঙ্ক ঘোষণা, ক্রমে ক্রমে, জগদ্ব্যাপিনী হইবাব সম্ভাবনা। অতএব, এতাদৃশ ব্যক্তিকে জীবিত রাখা, কোনও ক্রমে, শ্রেয়স্কব নহে। এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া, পদ্মাবতী, অবিলম্বে নানাবিধ বিষ-মিশ্রিত মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিয়া, সখী দ্বারা বাজকুমারের নিকট পাঠাইয়া দিলেন।

মিষ্টান্ন উপনীত হইলে, সর্ব্বাধিকারিপুত্র জিজ্ঞাসা করিলেন, বয়স্য! এ সকল কি। রাজপুত্র কহিলেন, মিত্র! আজ আমি তোমার জন্য অতিশয় উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলাম। রাজকন্যা, আমার

দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া, কারণ জিজ্ঞাসু হইলে, আমি তোমার সবিশেষ পরিচয় দিয়া ও অশেষবিধ প্রশংসা করিয়া বলিলাম, প্রিয়ে। আমি এই বন্ধুর অদর্শনে বিষণ্ণ হইতেছি। রাজকন্যা, তোমার সবিশেষ পরিচয় পাইয়া, সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছেন, এবং, আমায় অগ্রে পাঠাইয়া দিয়া, স্বহস্তে এই সমস্ত প্রস্তুত করিয়া, তোমার জন্যে প্রেরণ করিয়াছেন। আমায় বলিয়া দিয়াছেন, তুমি আপন সমক্ষে তাঁহাকে মিষ্টান্ন ভোজন করাইয়া আসিবে। অতএব বয়স্য। কিছু ভক্ষণ কর, তাহা হইলে পরম পরিতোষ পাই, এবং যাইয়া তাঁহার নিকটে বলিতে চাই, আমার বন্ধু, মিষ্টান্ন আহার করিয়া, তোমার শিল্পনৈপুণ্যের অশেষপ্রকার প্রশংসা করিয়াছেন।

এই সকল কথা শুনিয়া, সর্ব্বাধিকারিপুত্র, কিয়ৎ ক্ষণ মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন; অনন্তর, রাজপুত্রের মুখে, পুনর্বার, মনোযোগ পূর্ব্বক, পূর্ব্বাপর সমস্ত শ্রবণ করিয়া কহিলেন, বয়স্য। তুমি আমার জন্যে কালকূট আনিয়াছ; এ মিষ্টান্ন নহে, সাক্ষাৎ কৃতান্ত, জিহ্বাস্পর্শ মাত্রই প্রাণসংহার করিবেক। আমার পরম সৌভাগ্য এই, তুমি খাও নাই। তুমি নিতান্ত ঋজুস্বভাব, কাহার কি ভাব, কিছুই বুঝিতে চেষ্টা কর না। তোমায় এক সার কথা বলি, স্বৈরিণীরা, স্বভাবতঃ, আপন প্রিয়ের প্রিয় পাত্রের উপর অতিশয় বিষদৃষ্টি হয়। অতএব, তুমি, তাহার নিকট আমার পরিচয় দিয়া, বুদ্ধির কার্য্য কর নাই।

রাজকুমার কহিলেন, বয়স্য! আমি তোমার এ কথায় বিশ্বাস করিতে পারি না। তুমি তাহার স্বভাব জান না, এজন্য এরূপ কহিতেছ। এমন সদাশয় স্ত্রীলোক তুমি কখনও দেখ

নাই। তাঁহার নাম করিলে, আমার রোমাঞ্চ হয়। আর, আমি, সমবেত সখীগণ সমক্ষে, ধর্ম্ম সাক্ষী করিয়া, গান্ধর্ব্ব বিধানে, তাঁহার পাণিগ্রহণ কবিয়াছি, এমন স্থলে, স্বৈরিণীশব্দে তাঁহার নির্দ্দেশ করা, কোনও মতে, ন্যায়ানুগত হইতেছে না। সে যাহা হউক, তিনি যেমন চারুশীলা, তেমনই উদারশীলা, তিনি, তোমার প্রাণসংহারের নিমিত্ত, মিষ্টান্নচ্ছলে কালকূট পাঠাইযাছেন, তুমি কেমন কবিযা এমন কথা মুখে আনিলে, বুঝিতে পারিতেছি না। বলিতে কি, তুমি আর বার এপ্রকার কহিলে, আমি তোমাব উপব, যাব পর নাই, বিরক্ত হইব। ভাল, কথায় প্রয়োজন নাই, আমি তোমার সন্দেহ দূর করিতেছি। এই বলিয়া, এক লাড়ু লইয়া, রাজকুমাব বিড়ালকে ভক্ষণ করাইলেন। বিড়াল তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। তখন রাজপুত্র চকিত হইয়া কহিতে লাগিলেন, এরূপ দুর্ব্বৃত্তার সহিত পরিচয় রাখা কদাচ উচিত নহে। আব আমি, জন্মাবচ্ছেদে, সে পাপীয়সীর মুখাবলোকন করিব না। মন্ত্রিপুত্র কহিলেন, না বয়স্য। তাহারে একবারে পরিত্যাগ করা হইবেক না; কৌশল করিয়া, রাজধানীতে লইয়া যাইতে হইবেক। রাজপুত্র কহিলেন, তাহাও তোমার বুদ্ধিসাধ্য।

অমাত্যপুত্র কহিলেন, বয়স্য! এক পরামর্শ বলি, শুন। আজ তুমি, পদ্মাবতীর নিকটে গিয়া, পূর্ব্ব অপেক্ষা অধিকতর প্রণয়-প্রদর্শন করিবে, এবং বলিবে, বন্ধু, মিষ্টান্নভক্ষণের অব্যবহিত পর ক্ষণেই, অচেতনপ্রায় হইয়া, নিদ্রাগত হইয়াছেন। আমি, তোমায় দেখিবার নিমিত্ত নিতান্ত উৎসুক হইয়া, তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে না পারিয়া, চলিয়া আসিয়াছি। আমি এখন, তোমায় এক ক্ষণ নিরীক্ষণ না করিলে, দশ দিক শূন্য

দেখি। ফলতঃ, আর আমি, বন্ধুর অনুরোধে, এক মুহুর্ত্তের নিমিত্তেও, তোমায় পরিত্যাগ করিয়া যাইতে পারিব না। এবম্প্রকার মনোহরবাক্যপ্রয়োগ দ্বারা. তাহারে মোহিত করিয়া, দিবাযাপন করিবে, অনন্তর. রাত্রিতে সে নিদ্রাগতা হইলে, তদীয় সমস্ত আভরণ হরণ পূর্ব্বক, তাহার বাম জঙ্ঘাতে ত্রিশূলের চিহ্ন দিয়া, চলিয়া আসিবে। রাজপুত্র সম্মত হইলেন, এবং পদ্মাবতীর নিকটে গিয়া বিলক্ষণ প্রীতিপ্রদর্শন করিলেন। পরে, রজনীযোগে, উভয়ে শয়ন করিলে, রাজকন্যা ত্বরায় নিদ্রাভিভূতা হইলেন। তখন রাজকুমার, মন্ত্রিপুত্রের উপদেশানুরূপ সমস্ত ব্যাপার সম্পন্ন করিয়া, বৃদ্ধার আবাসে উপস্থিত হইলেন।

পর দিন, প্রভাতে, মন্ত্রিপুত্র, সন্ন্যাসীর বেশধারণ পূর্ব্বক, এক শ্মশানে উপস্থিত হইলেন, এবং স্বয়ং গুরু হইয়া, রাজপুত্রকে শিষ্য করিয়া কহিলেন, তুমি নগরে গিয়া এই অলঙ্কার বিক্রয় কর। যদি কেহ তোমায় চোর বলিয়া ধরে, তাহারে আমার নিকটে লইয়া আসিবে। রাজপুত্র, তদীয় উপদেশ অনুসারে, নগরে প্রবেশ করিয়া, রাজসদনের সমীপবাসী স্বর্ণকারের নিকট, রাজকন্যার অলঙ্কারবিক্রয়ার্থে উপস্থিত হইলেন। সে, দর্শনমাত্র, বিস্ময়াপন্ন হইয়া, মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল, কিছু দিন হইল, আমি রাজকন্যার নিমিত্ত এই সকল অলঙ্কার গড়িয়া দিয়াছি; ইহার হস্তে কি প্রকারে আইল। এ ব্যক্তিকে বৈদেশিক দেখিতেছি। অনন্তর, সাতিশয় সন্দিহান হইয়া, স্বর্ণকার কারিকরদিগকে জিজ্ঞাসা করাতে, তাহারা কহিল, হাঁ, এ সমস্ত রাজকন্যার অলঙ্কার বটে। তখন সে, রাজকুমারকে চোর স্থির করিয়া, কহিল, এ রাজকন্যার অলঙ্কার দেখিতেছি, তুমি কোথায় পাইলে, যথার্থ বল।

স্বর্ণকার, ভয়প্রদর্শন পূর্ব্বক, বার বার এইপ্রকার জিজ্ঞাসা করাতে, রাজপথবাহী বহুসংখ্যক লোক, কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া, তথায় সমবেত হইল। ফলতঃ, অল্প কাল মধ্যেই, ঐ অলঙ্কার লইযা, বিলক্ষণ আন্দোলন হইতে লাগিল। পরিশেষে, নগরপাল, এই সংবাদ পাইয়া, রাজকুমার ও স্বর্ণকার, উভয়কে রুদ্ধ করিল। পরে, সে অলঙ্কারেব প্রাপ্তিবৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলে, রাজকুমার কহিলেন, শ্মশানবাসী গুরুদেব আমায় এই অলঙ্কার বিক্রয় করিতে পাঠাইয়াছেন, তিনি কোথায় পাইযাছেন, আমি তাহার কিছুই জানি না। যদি তোমাদের আবশ্যক বোধ হয়, শ্মশানে গিয়া, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা কব। পরিশেষে, নগরপাল, গুরু শিষ্য, উভয়কে অলঙ্কারসমেত বাজসমক্ষে লইয়া গিয়া, পূর্ব্বাপব সমস্ত বিজ্ঞাপন করিল।

রাজা, অলঙ্কার দর্শনে, নানা প্রকারে সন্দিহান হইয়া, যোগীকে, নির্জনে লইয়া গিয়া, বিনয়বাক্যে জিজ্ঞাসা করিলেন, মহাশয়। আপনি এই সমস্ত অলঙ্কার কোথায পাইলেন। যোগী কহিলেন, মহারাজ! কৃষ্ণচতুর্দশী রজনীতে, আমি নগরপ্রান্তবর্ত্তী শ্মশানে ডাকিনীমন্ত্র সিদ্ধ করিয়াছিলাম। মন্ত্রপ্রভাবে ডাকিনী, স্বয়ং উপস্থিত হইয়া, প্রসাদস্বরূপ স্বীয় অলঙ্কার সকল উন্মোচিত করিয়া দিয়াছেন, এবং আমিও, তাঁহাব বাম জঙ্ঘাতে, যোগসিদ্ধির প্রমাণস্বরূপ, ত্রিশূলের চিহ্ন করিয়া দিযাছি। এ সমস্ত সেই অলঙ্কার। রাজা, শুনিয়া, বিস্ময়াপন্ন হইয়া, অবিলম্বে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন, এবং রাজমহিষীকে বলিলেন, দেখ দেখি, পদ্মাবতীর বাম জঙ্ঘাতে কোনও চিহ্ন আছে কি না। রাজ্ঞী, সবিশেষ অবগত হইয়া, রাজার নিকটে আসিয়া কহিলেন, এক ত্রিশূলের চিহ্ন আছে।

রাজা, এবম্প্রকার অঘটনঘটনা দর্শনে, হতবুদ্ধি ও লজ্জায় অধোবদন হইয়া, ভাবিতে লাগিলেন, এতাদৃশী দুশ্চারিণীকে গৃহে রাখা কদাচ উচিত নহে, ইহাতে অধর্ম্ম আছে। অতএব, এখন কি কর্ত্তব্য। অথবা, পণ্ডিতমণ্ডলী সমবেত করিয়া, সবিশেষ কহিয়া জিজ্ঞাসা করি, তাঁহারা, ধর্ম্মশাস্ত্র অনুসারে, যেরূপ ব্যবস্থা দিবেন, তদনুরূপ কার্য্য করিব। কিন্তু, শাস্ত্রে গৃহচ্ছিদ্র প্রকাশ করিতে নিষেধ আছে। পণ্ডিতমণ্ডলী সমবেত করিয়া, ব্যবস্থা জিজ্ঞাসিলে, আমার এই কলঙ্ক, ক্রমে ক্রমে, দেশে বিদেশে প্রচারিত হইবেক। তদপেক্ষা উত্তম কল্প এই, সেই সন্ন্যাসীকেই ইহার পরামর্শ জিজ্ঞাসা করি। সন্ন্যাসী সবিশেষ সমস্ত অবগত আছেন, ধর্ম্মতঃ প্রশ্ন করিলে, অবশ্যই যথাশাস্ত্র ব্যবস্থা দিবেন। অনন্তর, রাজা সন্ন্যাসীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মহাশয়। ধর্ম্মশাস্ত্রে দুশ্চরিত্রা স্ত্রীর বিষয়ে কিরূপ দণ্ড নিরূপিত আছে। সন্ন্যাসী কহিলেন, মহারাজ। ধর্ম্মশাস্ত্রে লিখিত আছে, স্ত্রীলোক, বালক, ব্রাহ্মণ, ইহারা, অত্যন্ত অপরাধী হইলেও, বধার্হ নহে; রাজা ইহাদের নির্বাসনরূপ দণ্ডবিধান করিবেন।

রাজা, এই সমস্ত শ্রবণ করিয়া, অন্তঃপুরে গিয়া, রাজ্ঞীকে কহিলেন, পদ্মাবতী অতি দুশ্চরিত্রা, এজন্য, শাস্ত্রের বিধান অনুসারে, আমি উহারে দেশবহিষ্কৃতা করিব। রাজ্ঞী কন্যার প্রতি নিরতিশয় স্নেহবতী ছিলেন, কিন্তু, পতিব্রতাত্বগুণের আতিশয্য বশতঃ, রাজার মতেই সম্মতিপ্রদর্শন করিলেন। অনন্তর নরপতি, কন্যাকে শিবিকারোহণের আদেশ দিয়া, তাহার অগোচরে, বাহকদিগকে আজ্ঞা দিলেন, তোমরা, পদ্মাবতীকে কোনও অরণ্যানীতে পরিত্যাগ করিয়া, ত্বরায় আমায় সংবাদ দিবে। বাহকেরা রাজাজ্ঞাসম্পাদন করিল। অমাত্যপুত্রও, তৎক্ষণাৎ,

রাজকুমারকে সঙ্গে লইয়া, রাজকুমারীর উদ্দেশে চলিলেন; এবং, ইতস্ততঃ অনেক অন্বেষণ করিয়া, পরিশেষে সেই অরণ্যানীতে প্রবেশিয়া দেখিলেন, পদ্মাবতী, একাকিনী বৃক্ষমূলে বসিয়া, যূথভ্রষ্টা হরিণীর ন্যায়, বিষণ্ণ বদনে রোদন করিতেছেন। অশেষবিধ আশ্বাসপ্রদান দ্বারা, তাঁহার শোকাবেগনিবারণ করিয়া, সঙ্গে লইয়া, উভয়ে স্বদেশ অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। তাঁহারা রাজধানীতে উপস্থিত হইলে, প্রজাগণ অতিশয় আনন্দিত হইল। রাজা প্রতাপমুকুট, বধূ সহিত পুত্র পাইয়া, আনন্দপ্রবাহে মগ্ন হইয়া, নগরে মহোৎসবের আদেশ করিলেন।

এই রূপে আখ্যায়িকার সমাপন করিয়া, বেতাল জিজ্ঞাসা করিল, মহারাজ! রাজা ও মন্ত্রিপুত্র, এ উভয়ের মধ্যে কোন ব্যক্তি, নিরপরাধে রাজনন্দিনীর নির্ব্বাসন জন্য, দুরদৃষ্টভাগী হইবেন। বিক্রমাদিত্য কহিলেন, আমার মতে, রাজা। বেতাল কহিল, কি নিমিত্তে। রাজা কহিলেন, শাস্ত্রকারেরা আততায়ীর বধে ও বিদ্রোহাচরণে দোষাভাব লিখিয়াছেন। অতএব, বিষপ্রদায়িনী রাজতনয়ার প্রতি এরূপ প্রতিকূল আচরণের নিমিত্ত, মন্ত্রিপুত্রকে দোষী বলিতে পারা যায় না। কিন্তু, রাজা যে, অজ্ঞাতকুলশীল ব্যক্তির বাক্যে বিশ্বাস করিয়া, প্রমাণান্তর-নিরপেক্ষ ও বিচারবহির্ম্মুখ হইয়া, অপত্যস্নেহবিস্মরণ পূর্ব্বক, অকৃত অপরাধে, কন্যাকে নির্ব্বাসিত করিলেন, ইহাতে তাঁহার, রাজধর্ম্মের বিরুদ্ধ কর্ম্মের অনুষ্ঠান জন্য, পাপস্পর্শ হইতে পারে।

ইহা শুনিয়া, বেতাল, পূর্ব্বকৃত প্রতিজ্ঞা অনুসারে, শ্মশানে গিয়া, পূর্ব্ববৎ বৃক্ষে লম্বমান হইল; রাজাও, তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া, তাহাকে, বৃক্ষ হইতে অবতারণ পূর্ব্বক, স্কন্ধে করিয়া, সন্ন্যাসীর আশ্রম অভিমুখে চলিলেন।

দ্বিতীয় উপাখ্যান

বেতাল কহিল, মহারাজ! দ্বিতীয় উপাখ্যানের আরম্ভ করি, অবধান কর।

যমুনাতীরে, জয়স্থল নামে এক নগর আছে। তথায়, কেশব নামে এক পরম ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণ ছিলেন। ঐ ব্রাহ্মণের, মধুমালতী নামে, এক পরম সুন্দরী দুহিতা ছিল। কালক্রমে, মধুমালতী বিবাহযোগ্যা হইলে, তাহার পিতা ও ভ্রাতা, উভয়ে উপযুক্ত পাত্রের অন্বেষণে তৎপর হইলেন।

কিয়ৎ দিন পরে, ব্রাহ্মণ, যজমানপুত্রের বিবাহ উপলক্ষে, গ্রামান্তরে গেলেন; ব্রাহ্মণের পুত্রও, অধ্যয়নের নিমিত্ত, গুরুগৃহে প্রস্থান করিলেন। উভয়ের অনুপস্থিতি সময়ে, এক সুকুমার ব্রাহ্মণকুমার কেশবের গৃহে অতিথি হইলেন। কেশবের ব্রাহ্মণী, তাহাকে রূপে রতিপতি ও বিদ্যায় বৃহস্পতি দেখিয়া, মনে মনে বাসনা করিলেন, যদি সৎকুলোদ্ভব হয় ও অঙ্গীকার করে, তবে ইহাকেই জামাতা করিব, অনন্তর, যথোচিত অতিথিসংকার করিয়া, তাহার কুলের পরিচয় লইলেন, এবং সৎকুলজাত জানিয়া, আনন্দিত হইয়া কহিলেন, বৎস! যদি তুমি স্বীকার কর, তোমার সহিত আমার মধুমালতীর বিবাহ দি। বিপ্রতনয়, মধুমালতীর লোকাতীত লাবণ্য দর্শনে মুগ্ধ হইয়া, কেশবপত্নীর প্রস্তাবে সম্মত হইলেন, এবং ব্রাহ্মণের প্রত্যাগমনপ্রতীক্ষায়, তদীয় আবাসে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

কতিপয় দিবস অতীত হইলে, ব্রাহ্মণ ও তাঁহার পুত্র উভয়ে,

মধুমালতীপ্রদানে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া, এক এক পাত্র লইয়া, প্রবাস হইতে প্রত্যাগমন করিলেন। তিন পাত্র একত্র হইল, একের নাম ত্রিবিক্রম, দ্বিতীয়ের নাম বামন, তৃতীয়ের নাম মধুসূদন। তিন জনই রূপ, গুণ, বিদ্যা, বয়ঃক্রমে তুল্য, কোনও ক্রমে ইতরবিশেষ করিতে পারা যায় না। তখন ব্রাহ্মণ, বিলক্ষণ বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া, এই চিন্তা করিতে লাগিলেন, এক কন্যা, তিন পাত্র উপস্থিত; কি উপায় করি, তিন জনেই তিন জনের নিকট প্রতিশ্রুত হইয়াছি; এক্ষণকার কর্ত্তব্য কি।

ব্রাহ্মণ এবম্প্রকার চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে ব্রাহ্মণী আসিয়া কহিলেন, তুমি এখানে বসিয়া কি ভাবিতেছ, সর্পাঘাতে মধুমালতীর প্রাণত্যাগ হয়। তখন কেশবশর্ম্মা, সাতিশয় ব্যতিব্যস্ত হইয়া, চারি পাঁচ জন বিষবৈদ্য আনাইয়া, অশেষ প্রকারে চিকিৎসা করাইলেন, কিন্তু কোনও প্রকারেই প্রতীকার দর্শিল না। বিষবৈদ্যেরা কহিল, মহাশয়। আপনকার কন্যাকে কালে দংশন করিয়াছে, এবং বার, তিথি, নক্ষত্র, সমুদয়ের দোষ পাইয়াছে, স্বয়ং ধন্বন্তরি উপস্থিত হইলেও, ইহাকে বাঁচাইতে পারিবেন না। এক্ষণকার যাহা কর্ত্তব্য থাকে, করুন; আমরা চলিলাম। এই বলিয়া, প্রণাম করিয়া, বিষবৈদ্যেরা প্রস্থান করিল।

কিয়ৎ ক্ষণ পরেই, মধুমালতীর প্রাণবিয়োগ হইল। তখন ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণের পুত্র, এবং তিন বর, পাঁচ জন একত্র হইয়া, তদীয় মৃত দেহ শ্মশানে লইয়া গিয়া, যথাবিধি দাহক্রিয়া করিলেন। ব্রাহ্মণ, পুত্র সহিত গৃহে আসিয়া, সাতিশয় বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন। বরেরা তিন জনেই, এতাদৃশ অলৌকিকরূপনিধান কন্যানিধান লাভে হতাশ হইয়া, বৈরাগ্য

অবলম্বন করিলেন। তন্মধ্যে, ত্রিবিক্রম চিতা হইতে অস্থিসঞ্চয়ন করিলেন, এবং বস্ত্রখণ্ডে বন্ধন পূর্ব্বক, কক্ষে নিক্ষিপ্ত করিয়া, দেশে দেশে ভ্রমণ কবিতে লাগিলেন, বামন সন্ন্যাসী হইয়া তীর্থযাত্রা করিলেন, মধুসূদন, সেই শ্মশানের প্রান্ত ভাগে পর্ণশালানির্মাণ করিয়া, তাহার এক কোণে মধুমালতীর রাশীকৃত দেহভস্ম রাখিয়া, যোগসাধন কবিতে লাগিলেন।

এক দিন, বামন, ভ্রমণ করিতে কবিতে, মধ্যাহ্ণ কালে, এক ব্রাহ্মণের আলয়ে উপস্থিত হইলেন। ব্রাহ্মণ, ভোজনকালে সন্ন্যাসী উপস্থিত দেখিয়া, কৃতাঞ্জলি হইয়া কহিলেন, মহাশয়! যদি, কৃপা কবিয়া, দীনের ভবনে পাদার্পণ করিয়াছেন, তবে অনুগ্রহ পূর্ব্বক ভিক্ষাস্বীকার করুন, তাহা হইলে, আমি চরিতার্থ হই, পাকের অধিক বিলম্ব নাই। সন্ন্যাসী সম্মত হইলেন এবং পাকান্তে ভোজনে বসিলেন। ব্রাহ্মণী পরিবেশন করিতে লাগিলেন। এই সময়ে, ব্রাহ্মণেব পঞ্চমবর্ষীয় পুত্র, নিতান্ত অশান্ত ভাবে উৎপাত আবম্ভ কবিয়া, পবিবেশনেব বিলক্ষণ ব্যাঘাত জন্মাইতে লাগিল। ব্রাহ্মণী নানা প্রকারে সান্ত্বনা করিলেন; বালক কোনও ক্রমে প্রবোধ মানিলেক না। তখন তিনি, ক্রোধভরে, পুত্রকে প্রজ্বলিতহুতাশনপূর্ণ চুল্লীতে নিক্ষিপ্ত করিয়া, নিশ্চিন্ত হইয়া, নির্ব্বিঘ্নে পবিবেশন কবিতে লাগিলেন।

সন্ন্যাসী, ব্রাহ্মণীর এইরূপ বিরূপ আচবণ দেখিয়া, নারায়ণ নাবায়ণ বলিয়া, তৎক্ষণাৎ ভোজনপাত্র হইতে হস্ত উত্তোলিত করিলেন। ব্রাহ্মণ কহিলেন, মহাশয়! অকস্মাৎ ভোজনে বিরত হইলেন কেন। সন্ন্যাসী কহিলেন, যে স্থানে এরূপ রাক্ষসের ব্যবহার, তথায় কি প্রকারে ভোজন করিতে প্রবৃত্তি হয়, বল। ব্রাহ্মণ, ঈষৎ হাস্য করিয়া, তৎক্ষণাৎ গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলেন,

এবং সঞ্জীবনী বিদ্যার পুস্তক বহির্গত করিয়া, তন্মধ্য হইতে এক মন্ত্র লইয়া জপ করিতে লাগিলেন। পুত্র, অবিলম্বে প্রাণদান পাইয়া, পূর্ব্ববৎ উৎপাত করিতে আরম্ভ করিল। সন্ন্যাসী, চমৎকৃত হইয়া, ভোজনসমাপন করিলেন, এবং মনে মনে এই আলোচনা করিতে লাগিলেন, এই পুস্তকে মৃতসঞ্জীবন মন্ত্র আছে, ঐ মন্ত্র জানিতে পারিলে, প্রিয়াকে পুনর্জীবিত করিতে পারি। অতএব, যেরূপে হয়, পুস্তক খানি হস্তগত করিতে হইবেক।

মনে মনে এইরূপ কল্পনা করিয়া, সন্ন্যাসী ব্রাহ্মণকে কহিলেন, অদ্য অপরাহ্ণ হইল, অতএব, আর স্থানান্তরে না গিয়া, তোমার আলয়েই রাত্রিকাল অতিবাহিত করিব। গৃহস্থ ব্রাহ্মণ, পরম সমাদর পূর্ব্বক, স্বতন্ত্র স্থান নির্দিষ্ট করিয়া দিলেন। রজনী উপস্থিত হইল। সমুদয় গৃহস্থ, ভোজনাবসানে, স্ব স্ব নির্দিষ্ট স্থানে শয়ন করিল। সকলে নিদ্রাভিভূত হইলে, বামন, নিঃশব্দপদসঞ্চারে, গৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক, সঞ্জীবনী বিদ্যার পুস্তক হস্তগত করিয়া, প্রস্থান করিলেন, এবং অল্প দিনের মধ্যেই, জয়স্থলের শ্মশানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, মধুসূদন, স্বহস্তনির্ম্মিত পর্ণকুটীরে অবস্থিত হইয়া, যোগসাধন করিতেছেন। এই সময়ে, দৈবযোগে, ত্রিবিক্রমও তথায় উপস্থিত হইলেন।

এই রূপে তিন বর একত্র হইলে পর, বামন কহিলেন, আমি মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা শিখিয়াছি; তোমরা অস্থি ও ভস্ম একত্র কর, আমি প্রিয়াকে প্রাণদান দিব। তাঁহারা, মহাব্যস্ত হইয়া, অস্থি ও ভস্ম একত্র করিলেন। বামন, পুস্তক হইতে মৃতসঞ্জীবন মন্ত্র বহিষ্কৃত করিয়া, জপ করিতে লাগিলেন। মন্ত্রের প্রভাবে, অনতিবিলম্বে, কন্যার কলেবরে মাংস শোণিত প্রভৃতির আবির্ভাব ও প্রাণসঞ্চার হইল। তখন তিন জনে,

মধুমালতীর রূপ ও লাবণ্যের মাধুরী দর্শনে মুগ্ধ হইয়া, এই কামিনী আমার আমার বলিয়া, পরস্পর বিবাদ করিতে লাগিলেন।

ইহা কহিয়া, বেতাল বিক্রমাদিত্যকে জিজ্ঞাসা করিল, মহারাজ! এই তিনের মধ্যে, কোন ব্যক্তি মধুমালতীর পাণি-গ্রহণে যথার্থ অধিকারী হইতে পারে। রাজা কহিলেন, যে ব্যক্তি কুটীরনির্ম্মাণ করিয়া, এতাবৎ কাল পর্য্যন্ত, শ্মশানবাসী হইয়াছিল, আমার বিবেচনায়, সেই এই কামিনীর পাণিগ্রহণে অধিকারী। বেতাল কহিল, যদি ত্রিবিক্রম অস্থিসঞ্চয়ন করিয়া না রাখিত, এবং বামন, নানা দেশে ভ্রমণ করিয়া, সঞ্জীবনী বিদ্যার সংগ্রহ করিতে না পারিত, তবে কিপ্রকারে মধুমালতী প্রাণদান পাইত। রাজা কহিলেন, যাহা কহিতেছ, উহা সর্ব্বাংশে সত্য বটে; কিন্তু ত্রিবিক্রম, অস্থিসঞ্চয়ন দ্বারা, মধুমালতীর পুত্রস্থানীয়, আর বামন, জীবনদান দ্বারা, পিতৃস্থানীয় হইয়াছে, সুতরাং, তাহারা উহার প্রণয়ভাজন হইতে পারে না। কিন্তু মধুসূদন, ভস্মরাশিসংগ্রহ ও উটজনির্ম্মাণ পূর্ব্বক, শ্মশানবাসী হইয়া, যথার্থ প্রণয়ীর কার্য্য করিয়াছে। অতএব, সেই, ন্যায়মার্গ অনুসারে, এই প্রমদার প্রণয়ভাজন হইতে পারে।

ইহা শুনিয়া বেতাল ইত্যাদি।

তৃতীয় উপাখ্যান

বেতাল কহিল, মহাবাজ !

বর্দ্ধমান নগবে, রূপসেন নামে, অতি বিজ্ঞ, গুণগ্রাহী, দয়াশীল, পরম ধার্ম্মিক বাজা ছিলেন। এক দিন, দক্ষিণদেশ-নিবাসী বীরবর নামে বজঃপূত, কর্ম্মপ্রাপ্তির বাসনায়, রাজদ্বাবে উপস্থিত হইল। দ্বারবান, তাহার প্রমুখাৎ সবিশেষ সমস্ত অবগত হইয়া, বাজসমীপে বিজ্ঞাপন করিল, মহারাজ ! বীরবব নামে এক অস্ত্রধারী পুরুষ, কর্ম্মেব প্রার্থনায় আসিয়া, দ্বারদেশে দণ্ডায়মান আছে, সাক্ষাৎকারে আসিয়া, স্বীয় অভিপ্রায আপনকার গোচব করিতে চায়. কি আজ্ঞা হয়। রাজা আজ্ঞা করিলেন, অবিলম্বে উহারে লইয়া আইস।

অনন্তর, দ্বারী বীববরকে নবপতিগোচবে উপস্থিত করিলে, রাজা, তদীয় আকার প্রকার দর্শনে, তাহাকে বিলক্ষণ কার্য্যদক্ষ স্থির করিয়া, জিজ্ঞাসা কবিলেন, বীরবর ! কত বেতন পাইলে. তোমার সচ্ছন্দে দিনপাত হইতে পারে। বীববর নিবেদন করিল, মহাবাজ ! প্রত্যহ সহস্র স্বর্ণমুদ্রার আদেশ হইলে, আমার চলিতে পারে। রাজা জিজ্ঞাসিলেন, তোমার পরিবার কত। সে কহিল, মহারাজ ! এক স্ত্রী, এক পুত্র, এক কন্যা, আর স্বয়ং, এই চারি, এতদ্ব্যতিরিক্ত আর আমার পরিবার নাই। রাজা শুনিয়া মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিলেন, ইহার পরিবার এত অল্প, তথাপি কি নিমিত্ত এত অধিক

প্রার্থনা করে। যাহা হউক, এক ভৃত্যের নিমিত্ত, নিত্য নিত্য, এবংবিধ ব্যয় যুক্তিসঙ্গত নহে। অথবা, এ অর্থব্যয় ব্যর্থ হইবেক না; অবশ্যই ইহার অসাধারণ গুণ ও ক্ষমতা থাকিবেক। অতএব, কিছু দিনের নিমিত্তে রাখিয়া, ইহার গুণের ও ক্ষমতার পরীক্ষা করা উচিত। অনন্তর, কোষাধ্যক্ষকে ডাকাইয়া, রাজা আজ্ঞা দিলেন, তুমি প্রতিদিন, প্রাতঃকালে, বীরবরকে সহস্র সুবর্ণ দিবে, কোনও মতে অন্যথা না হয়।

বীরবর, রাজকীয় আজ্ঞা শ্রবণে পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইয়া, ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিল, এবং কোষাধ্যক্ষের নিকট হইতে, সে দিবসের প্রাপ্য নির্দ্ধারিত সুবর্ণ গ্রহণ পূর্ব্বক, নৃপনির্দিষ্ট বাসস্থানে গমন করিল। তথায় উপস্থিত হইয়া, সে, প্রথমতঃ, সেই সুবর্ণকে ভাগদ্বয়ে বিভক্ত করিয়া, এক ভাগ বিপ্রসাৎ করিল; অবশিষ্ট ভাগ পুনর্ব্বার দ্বিভাগ করিয়া, এক ভাগ বৈষ্ণব, বৈরাগী, সন্ন্যাসী প্রভৃতিকে দিল; অপর ভাগ দ্বারা, নানাবিধ খাদ্য সামগ্রীর আয়োজন করিয়া, শত শত দীন, দুঃখী, অনাথ প্রভৃতিকে পর্য্যাপ্ত ভোজন করাইল; অবশিষ্ট যৎকিঞ্চিৎ স্বয়ং, পুত্র, কলত্র, ও দুহিতার সহিত, আহার করিল।

প্রতিদিন, এই রূপে দিনপাত করিয়া, সায়ংকালে বর্ম্ম, খড়্গ, ও চর্ম্ম ধারণ পূর্ব্বক, বীরবর, সমস্ত রজনী, রাজদ্বারে উপস্থিত থাকে। রাজা, তাহার শক্তির ও প্রভুভক্তির পরীক্ষার্থে, কি দ্বিতীয় প্রহর, কি তৃতীয় প্রহর, যখন যে আদেশ করেন, অতি দুঃসাধ্য হইলেও, সে তৎক্ষণাৎ তাহা সম্পন্ন করিয়া আইসে।

এক দিন, নিশীথ সময়ে, অকস্মাৎ স্ত্রীলোকের ক্রন্দনধ্বনি শ্রবণগোচর করিয়া, রাজা বীরবরকে আহ্বান করিলে, সে

তৎক্ষণাৎ সম্মুখবর্ত্তী হইয়া কহিল, মহারাজ! কি আজ্ঞা হয়। রাজা কহিলেন, দক্ষিণ দিকে স্ত্রীলোকের ক্রন্দনশব্দ শুনা যাইতেছে; ত্বরায়, ইহার তথ্যানুসন্ধান করিয়া, আমায় সংবাদ দাও। বীরবর, যে আজ্ঞা মহারাজ বলিয়া, তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করিল। রাজা বীববরকে, এক মুহূর্ত্তের নিমিত্তেও, আজ্ঞা-প্রতিপালনে পরাঙ্মুখ না দেখিয়া, সাতিশয় সন্তুষ্ট ছিলেন; এক্ষণে, তাহার সাহস ও ক্ষমতা প্রত্যক্ষ করিবাব নিমিত্ত, স্বয়ং গুপ্ত ভাবে পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন।

বীরবব, সেই ক্রন্দনশব্দ লক্ষ্য করিয়া, অতি প্রসিদ্ধ এক ভয়ঙ্কর শ্মশানে উপস্থিত হইল; দেখিল, এক সর্ব্বালঙ্কাবভূষিতা, সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী রমণী, শিবে করাঘাত ও হাহাকার করিয়া, উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতেছে। বীববর দেখিয়া অতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইল, এবং তাহার সম্মুখবর্ত্তী হইয়া জিজ্ঞাসিল, তুমি কে, কি দুঃখে, এই ঘোর রজনীতে, একাকিনী শ্মশানবাসিনী হইয়া, বিলাপ ও পরিতাপ করিতেছ। সে কোনও উত্তব দিল না, ববং, পূর্ব্ব অপেক্ষায়, অধিকতর রোদন করিতে লাগিল। অনন্তর, বীরবর, সবিশেষ ব্যগ্রতা প্রদর্শন পূর্ব্বক, বারংবার জিজ্ঞাসা করাতে, সে কহিল, আমি রাজলক্ষ্মী, রাজা রূপসেনের গৃহে নানা অন্যায়াচরণ হইতেছে; তৎপ্রযুক্ত, তদীয আবাসে, অচিরাৎ অলক্ষ্মীর প্রবেশ হইবেক; সুতরাং, আমি রাজাব অধিকার পরিত্যাগ করিয়া যাইব। আমি প্রস্থান করিলে, অল্প দিনেব মধ্যেই, রাজার প্রাণাত্যয় ঘটিবেক, সেই দুঃখে দুঃখিত হইয়া, রোদন করিতেছি।

প্রভুর এবম্ভূত অসম্ভাবিত ভাবী অমঙ্গল শ্রবণে বিষাদ-সাগরে মগ্ন হইয়া, বীরবর কহিল, দেবি! আপনি যে আজ্ঞা

করিলেন, তাহাতে, কোনও মতে, সন্দেহ করিতে পারি না। কিন্তু, যদি এই হৃদয়বিদারণ অমঙ্গলঘটনার নিবারণের কোনও উপায় থাকে, বলুন; আমি, রাজার মঙ্গলের নিমিত্ত, প্রাণান্ত পর্য্যন্ত স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছি। রাজলক্ষ্মী কহিলেন, পূর্ব্ব দিকে, অর্দ্ধযোজনান্তে, এক দেবী আছেন। যদি কেহ, ঐ দেবীর নিকটে, আপন পুত্রকে স্বহস্তে বলিদান দেয়, তবে তিনি, প্রসন্ন হইয়া, রাজার সমস্ত অমঙ্গলের সম্পূর্ণ নিবারণ করিতে পারেন।

রাজলক্ষ্মীর এই বাক্য শুনিয়া, বীরবর, অতি সত্বর, ভবনাভিমুখে ধাবমান হইল। রাজাও, কৌতুকাবিষ্ট হইয়া, পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। বীরবর, গৃহে উপস্থিত হইয়া, আপন পত্নীকে জাগরিত করিয়া, সবিশেষ সমস্ত জ্ঞাত করিলে, সে তৎক্ষণাৎ পুত্রের নিদ্রাভঙ্গ করিয়া কহিল, বৎস! তোমার মস্তক দিলে, রাজার দীর্ঘ আয়ু ও অচল রাজ্য হয়। তখন পুত্র কহিল, মাতঃ! প্রথমতঃ, আপনকার আজ্ঞা, দ্বিতীয়তঃ, স্বামিকার্য্য, তৃতীয়তঃ, ক্ষণবিনশ্বর পাঞ্চভৌতিক দেহ দেবসেবায় নিয়োজিত হইবেক; ইহা অপেক্ষা, আমার পক্ষে, প্রাণত্যাগের উত্তম সময় আর ঘটিবেক না। অতএব, শুভ কর্ম্মে বিলম্ব করা কর্ত্তব্য নহে। আপনারা, সত্বর হইয়া, কার্য্যসম্পাদন করুন।

বীরবর, পুত্রের এতাদৃশ পরমাদ্ভুত বাক্য শ্রবণে বিস্ময়াপন্ন হইয়া, অশ্রুপূর্ণ নয়নে সহধর্ম্মিণীকে কহিল, যদি তুমি সচ্ছন্দ মনে পুত্রপ্রদান কর, তবেই আমি, দেবীর নিকটে বলিদান দিয়া, রাজকার্য্য নিষ্পন্ন করি। স্বামিবাক্য শ্রবণগোচর করিয়া, বীরবরের পত্নী নিবেদন করিল, নাথ! ধর্ম্মশাস্ত্রে নির্দিষ্ট আছে, স্বামী মূক, বধির, পঙ্গু, অন্ধ, কুব্জ, কুষ্ঠী, যেরূপ হউন, তাঁহাকে সন্তুষ্ট

রাখিতে পারিলে, যেরূপ চরিতার্থতালাভ হয়, শাস্ত্রবিহিত দান, ধ্যান, ব্রত, তপস্যা দ্বারা তদ্রূপ হয় না ; আর, যদি, স্বামীর প্রতি অযত্ন ও অবজ্ঞাপ্রদর্শন করিয়া, পারলৌকিক সুখসম্ভোগের লোভে, নিরন্তর শাস্ত্রবিহিত ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, সে সকল সর্ব্বতোভাবে বিফল ও অন্তে অবধারিত অধোগতির কারণ হয়। অতএব, আমার পুত্র পৌত্রে প্রয়োজন কি ; তোমার চিত্তরঞ্জন ও চরণশুশ্রূষা করিলেই, উভয় লোকে নিস্তার পাইব। তাহার পুত্র কহিল, পিতঃ! যে ব্যক্তি স্বামিকার্য্যসম্পাদনে সমর্থ, তাহারই জন্ম সার্থক, এবং সেই স্বর্গলোকে অনন্ত কাল সুখ-সম্ভোগ করে। অতএব, আর কি জন্যে, সংশয়ে কালহরণ করিতেছেন, কার্য্যসাধনে তৎপর হউন। বিলম্বে কার্য্যহানির সম্ভাবনা।

ইত্যাকার নানাপ্রকার কথোপকথনের পর, বীরবর, সপরিবারে, দেবীর মন্দিরাভিমুখে প্রস্থান করিল। রাজা, এই রূপে, বীরবরের সপরিবারের প্রভুভক্তির প্রবলতা ও অচলতা দেখিয়া, যৎপরোনাস্তি চমৎকৃত ও আহ্লাদিত হইলেন, এবং মনে মনে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান পূর্ব্বক, গুপ্তভাবে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। কিয়ৎ ক্ষণ পরে, বীরবর দেবীর মন্দিরে উপস্থিত হইল, এবং গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য আদি নানা উপচারে, যথাবিধি পূজা করিয়া, সাষ্টাঙ্গপ্রণিপাত পূর্ব্বক, দেবীর সম্মুখে কৃতাঞ্জলি হইয়া কহিল, জগদীশ্বরি! তোমাকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত, আমি প্রাণাধিকপ্রিয় পুত্রকে স্বহস্তে বলিদান দিতেছি। কৃপা কর, যেন প্রভুর দীর্ঘ আয়ুঃ ও অচল রাজ্য হয়।

এই বলিয়া, খড়্গ লইয়া, বীরবর, অকাতরে, পুত্রের মস্তকচ্ছেদন করিল। বীরবরের কন্যা, এই রূপে জীবিতাধিক সহো-

দয়ের প্রাণবিনাশ দেখিয়া, খড়্গপ্রহার দ্বারা প্রাণত্যাগ করিল। তাহার পত্নীও, শোকে একান্ত বিকলচিত্তা হইয়া, তৎক্ষণাৎ তনয় তনয়ার অনুগামিনী হইল। তখন বীরবর বিবেচনা করিল, প্রভুকার্য্য সম্পন্ন করিলাম; এক্ষণে, আর কি নিমিত্তে, দাসত্বশৃঙ্খলে বদ্ধ থাকি; আর কি সুখেই বা জীবনধারণ করি, এই বলিয়া, সেই বিষম খড়্গ দ্বারা স্বীয় শিরশ্ছেদন করিল।

এই রূপে, অল্প ক্ষণ মধ্যে, চারি জনের অদ্ভুত মরণ প্রত্যক্ষ করিয়া, রাজার অন্তঃকরণে নিরতিশয় নির্বেদ উপস্থিত হইল। তখন তিনি কহিতে লাগিলেন, যে রাজ্যের নিমিত্ত, এতাদৃশ প্রভুভক্ত সেবকের সর্ব্বনাশ হইল, আর আমি সেই বিষম রাজ্যের ভোগে প্রবৃত্ত হইব না। আমি, অতিশয় স্বার্থপর ও নিরতিশয় নির্বিবেক, নতুবা, কি নিমিত্তে, বীরবরকে পুত্রহত্যা হইতে নিবৃত্ত করিলাম না, কি নিমিত্তেই বা, তাহাকে আত্মঘাতী হইতে দিলাম, উপক্রমেই, এই ঘোরতর অধ্যবসায় হইতে, বীরবরকে বিরত করা, সর্ব্বতোভাবে, আমার উচিত ছিল। সর্ব্বথা, আমি অতি অসৎ কর্ম্ম করিয়াছি। এক্ষণে, আত্মহত্যারূপ প্রায়শ্চিত্ত ব্যতীত, চিত্তসন্তোষ জন্মিবেক না।

এই বলিয়া, খড়্গ লইয়া, রাজা আত্মশিরশ্ছেদনে উদ্যত হইবামাত্র, ভগবতী কাত্যায়নী, তৎক্ষণাৎ আবির্ভূতা হইয়া, হস্তধারণ পূর্ব্বক, রাজাকে মরণব্যবসায় হইতে নিবৃত্ত করিলেন; কহিলেন, বৎস! তোমার সাহস ও সদ্বিবেচনা দর্শনে, যার পর নাই, প্রীত হইয়াছি, অভিপ্রেত বর প্রার্থনা কর। রাজা কহিলেন, মাতঃ! যদি প্রসন্ন হইয়া থাক, এই চারি জনের জীবনদান কর, এক্ষণে, ইহা অপেক্ষা আমার আর গুরুতর প্রার্থয়িতব্য নাই। দেবী, তথাস্তু বলিয়া, অবিলম্বে পাতাল হইতে

অমৃত আনয়ন পূর্ব্বক, তাহাদের গাত্রে সেচন করিবা মাত্রে, চারি জনেই তৎক্ষণাৎ, সুপ্তোত্থিতের ন্যায়, গাত্রোত্থান করিল। রাজা, যথার্থ প্রভুভক্ত বীরবরকে, অপত্য কলত্র সহিত, পুনর্জীবিত দেখিয়া, অপরিসীম হর্ষ প্রাপ্ত হইলেন, এবং, নিরতিশয় ভক্তিযোগ সহকারে, দেবীর চরণারবিন্দে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়া, কৃতাঞ্জলি হইয়া, গদ্গদ বাক্যে স্তব করিতে লাগিলেন। রাজার ভক্তিদর্শনে ও স্তবশ্রবণে পরম প্রীতি প্রাপ্ত হইয়া, দেবী, প্রার্থনাধিক বরপ্রদান দ্বারা, রাজাকে চরিতার্থ করিয়া, অন্তর্হিতা হইলেন।

পর দিন, প্রভাত হইবা মাত্র, রাজা রূপসেন, সভাভবনে সিংহাসনে আসীন হইয়া, রাত্রিবৃত্তান্তকীর্ত্তন পূর্ব্বক, সর্ব্ব সভাজন সমক্ষে, ধর্ম্ম সাক্ষী করিয়া, অদ্ভুত প্রভুপরায়ণ বীরবরকে অর্দ্ধরাজ্যেশ্বর করিলেন।

এই রূপে কথা সমাপ্ত করিয়া, বেতাল জিজ্ঞাসা করিল, মহারাজ! পূর্ব্বাপর সমস্ত শ্রবণ করিলে, এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, কাহার ঔদার্য্য অধিক হইল। বিক্রমাদিত্য উত্তর দিলেন, আমার বোধে, রাজার ঔদার্য্য অধিক। বেতাল কহিল, কেন। রাজা বলিলেন, স্বামীর নিমিত্ত সর্ব্বনাশস্বীকার ও প্রাণদান করা সেবকের কর্ত্তব্য কর্ম্ম। বীরবর, রাজকার্য্যার্থে, ঈদৃশ ঔদার্য্য প্রকাশ করিয়া, আত্মধর্ম্মপ্রতিপালন করিয়াছে। কিন্তু, রাজা যে, সেবকের নিমিত্ত, রাজ্যাধিকার তৃণতুল্য বোধ করিয়া, অনায়াসে প্রাণত্যাগে উদ্যত হইলেন, এতাদৃশ ঔদার্য্যের কার্য্য, কস্মিন্ কালেও, কাহারও কর্ণগোচর হয় নাই।

ইহা শুনিয়া বেতাল ইত্যাদি।

চতুর্থ উপাখ্যান

বেতাল কহিল, মহারাজ!

ভোগবতী নগরীতে, অনঙ্গসেন নামে, অতি প্রসিদ্ধ মহীপাল ছিলেন। চূড়ামণি নামে সর্ব্বগুণাকর শুকপক্ষী, সর্ব্ব কাল, তাঁহার সন্নিহিত থাকিত। এক দিন, রাজা কথাপ্রসঙ্গে চূড়ামণিকে জিজ্ঞাসিলেন, শুক! তুমি কি কি জান। সে কহিল, মহারাজ! আমি ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান, কালত্রয়ের বৃত্তান্ত জানি। তখন রাজা কহিলেন, যদি তুমি ত্রিকালজ্ঞ হও, বল, কোন স্থানে আমার উপযুক্ত রমণী আছে। চূড়ামণি নিবেদন করিল, মহারাজ! মগধদেশের অধিপতি রাজা বীরসেনের চন্দ্রাবতী নামে এক কন্যা আছে; সে পরম সুন্দরী ও সাতিশয় গুণশালিনী; তাহার সহিত মহারাজের বিবাহ হইবেক।

রাজা অনঙ্গসেন, শুকের সর্ব্বজ্ঞতাপরীক্ষার্থে, চন্দ্রকান্ত নামক সুপ্রসিদ্ধ দৈবজ্ঞকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসিলেন, মহাশয়! আপনি গণনা দ্বারা নির্দ্ধারিত করিয়া বলুন, কোন কামিনীর সহিত আমার বিবাহ হইবেক। তিনি জ্যোতির্বিদ্যাপ্রভাবে অবগত হইয়া কহিলেন, মহারাজ! চন্দ্রাবতী নামে এক অতি রূপবতী রমণী আছে, গণনা দ্বারা দৃষ্ট হইতেছে, তাহার সহিত আপনকার পরিণয় হইবেক। রাজা শুনিয়া শুকের প্রতি অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন; পরে এক সদ্বক্তা, চতুর, বুদ্ধিমান্, কার্য্যসাধক ব্রাহ্মণকে আনাইয়া, নানা উপদেশ দিয়া, সম্বন্ধস্থিরীকরণার্থে, মগধেশ্বরের নিকট পাঠাইলেন।

চন্দ্রাবতীর নিকটেও মদনমঞ্জরী নামে এক শারিকা থাকিত। তাহারও সর্ব্বজ্ঞতাখ্যাতি ছিল। তিনি, এক দিবস, তাহাকে জিজ্ঞাসিলেন, শারিকে! যদি তুমি ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান, সমুদায় বলিতে পার, আমার যোগ্য পতি কোথায় আছেন, বল। শারিকা কহিল, রাজনন্দিনি! আমি দেখিতেছি, ভোগবতী নগরীর অধিপতি রাজা অনঙ্গসেন তোমার পতি হইবেন। ফলতঃ, অনঙ্গসেন ও চন্দ্রাবতী, উভয়েরই, এই রূপে শ্রবণ দ্বারা, অন্তরে অনুরাগসঞ্চার হইল, এবং, সমাগমের অভাব নিবন্ধন, উভয়েরই, ক্রমে ক্রমে, পূর্ব্বরাগ সংক্রান্ত স্মরদশার আবির্ভাব হইতে লাগিল।

কিয়ৎ দিন পরে, অনঙ্গসেনের প্রেরিত ব্রাহ্মণ, মগধেশ্বরের নিকট উপস্থিত হইয়া, স্বীয় রাজার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলে, তিনি তৎক্ষণাৎ সম্মত হইলেন এবং, বাগ্দানের দ্রব্য সামগ্রী সমভিব্যাহারে দিয়া, এক ব্রাহ্মণকে ঐ ব্রাহ্মণের সহিত পাঠাইলেন, কহিয়া দিলেন, তুমি তথা হইতে প্রত্যাগমন না করিলে, আমি কোনও উদ্যোগ করিতে পারিব না। বাগ্দানের দ্রব্যসামগ্রী লইয়া, ব্রাহ্মণেরা, অনঙ্গসেনের নিকট উপস্থিত হইয়া, সবিশেষ সমস্ত বিজ্ঞাপন করিলে, তিনি আহ্লাদসাগরে মগ্ন হইলেন এবং, সুবিজ্ঞ দৈবজ্ঞ দ্বারা, বিবাহের দিন নির্দ্ধারিত করিয়া, মগধেশ্বরের প্রেরিত ব্রাহ্মণ দ্বারা, তাঁহার নিকট সংবাদ পাঠাইয়া দিলেন। অনন্তর, নির্দ্ধারিত দিবসে, যথাসময়ে মগধেশ্বরের আলয়ে উপস্থিত হইয়া, অনঙ্গসেন, চন্দ্রাবতীর পাণিগ্রহণ পূর্ব্বক, নিজ রাজধানী প্রত্যাগমন করিয়া, পরম সুখে কালক্ষেপণ করিতে লাগিলেন।

চন্দ্রাবতী, শ্বশুরালয়ে আগমনকালে, মদনমঞ্জরী শারিকারে

সমভিব্যাহারে আনিয়াছিলেন। তিনি তাহাকে সর্ব্বদা আপন- সমীপে রাখিতেন। রাজাও, ক্ষণ কালের নিমিত্ত, চূড়ামণিকে দৃষ্টিপথের বহির্ভূত করিতেন না। এক দিবস, রাজা ও রাজমহিষী অন্তঃপুরে একাসনে উপবিষ্ট আছেন, এবং পিঞ্জরস্থ শুক শারিকাও তাঁহাদের সম্মুখে আছে, সেই সময়ে, রাজা রাজ্ঞীকে কহিলেন, দেখ, একাকী থাকিলে অতি কষ্টে কালযাপন হয়; অতএব আমার অভিলাষ, শুকের সহিত তোমার শারিকার বিবাহ দিয়া, উভয়কে এক পিঞ্জরে রাখি, তাহা হইলে, উহারা আনন্দে কালহরণ করিতে পারিবেক। রাজ্ঞী, ঈষৎ হাসিয়া, অনুমোদনপ্রদর্শন কবিলে, রাজা, শুকের সহিত শারিকার বিবাহ দিয়া, উভয়কে এক পিঞ্জরে রাখিয়া দিলেন।

এক দিন, রাজা নির্জনে, রাজমহিষীব সহিত, রসপ্রসঙ্গে কালযাপন করিতেছেন, সেই সময়ে শুক শারিকাকে সম্ভাষণ করিয়া কহিতে লাগিল, দেখ, এই অসাব সংসারে ভোগ অতি সার পদার্থ। যে ব্যক্তি, এই জগতে জন্মগ্রহণ কবিয়া, ভোগ- সুখে পবাঙ্মুখ থাকে, তাহার বৃথা জন্ম। অতএব, কি নিমিত্ত, তুমি ভোগ বিষয়ে নিরুৎসাহিনী হইতেছ। শারিকা কহিল, পুরুষজাতি অতিশয় শঠ, অধর্ম্মী, স্বার্থপব, ও স্ত্রীহত্যাকারী; এজন্য, পুরুষসহবাসে আমার রুচি হয় না। শুক কহিল, নারীও অতিশয চপলা, কুটিলা, মিথ্যাবাদিনী ও পুরুষঘাতিনী। উভয়ের এইরূপ বিবাদারম্ভ দেখিয়া, রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, হে শুক! হে শারিকে! কেন তোমরা অকারণে কলহ করিতেছ। তখন শারিকা কহিল, মহারাজ! পুরুষ বড় অধর্ম্মী, এই নিমিত্তে পুরুষজাতির প্রতি আমার শ্রদ্ধা ও অনুরাগ নাই। আমি পুরুষের ব্যবহার ও চরিত্র বিষয়ে এক উপাখ্যান কহিতেছি, শ্রবণ করুন।

ইলাপুরে, মহাধন নামে, অতি ঐশ্বর্য্যশালী এক শ্রেষ্ঠী ছিলেন। বহু কাল অতীত হইয়া গেল, তথাপি তাঁহার পুত্র হইল না, এই জন্য, তিনি সর্ব্বদাই মনোদুঃখে কালহরণ করেন। কিয়ৎ দিন পরে, জগদীশ্বরের কৃপায়, তাঁহার সহধর্ম্মিণী এক কুমার প্রসব করিলেন। শ্রেষ্ঠী, অধিক বয়সে পুত্রমুখনিরীক্ষণ করিয়া, আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিলেন, এবং পুত্রের নাম নয়নানন্দ রাখিয়া, পরম যত্নে তাহার লালন পালন করিতে লাগিলেন। বালক পঞ্চমবর্ষীয় হইলে, তিনি তাহাকে, বিদ্যাভ্যাসের নিমিত্ত, উপযুক্ত শিক্ষকের হস্তে সমর্পণ করিলেন। সে, স্বভাবদোষ বশতঃ, কেবল দুঃশীল, দুশ্চরিত্র বালকগণের সহিত কুৎসিত ক্রীড়ায় আসক্ত হইয়া, সতত কালযাপন করে, ক্ষণ মাত্রও অধ্যয়নে মনোনিবেশ করে না। ক্রমে ক্রমে যত বয়োবৃদ্ধি হইতে লাগিল, তদীয় কুপ্রবৃত্তি সকল, উত্তরোত্তর, ততই উত্তেজিত হইতে লাগিল।

কিয়ৎ কাল পরে, শ্রেষ্ঠী পরলোক প্রাপ্ত হইলেন। নয়নানন্দ, সমস্ত পৈতৃক ধনের অধিকারী হইয়া, দ্যূতক্রীড়া, সুরাপান প্রভৃতি ব্যসনে আসক্ত হইল, এবং কতিপয় বৎসরের মধ্যে, দুষ্ক্রিয়া দ্বারা সমস্ত সম্পত্তি নষ্ট করিয়া, অত্যন্ত দুর্দশায় পড়িল। পরে সে, ইলাপুর পরিত্যাগ পূর্ব্বক, নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া, পরিশেষে, চন্দ্রপুরনিবাসী হেমগুপ্ত শেঠের নিকট উপস্থিত হইয়া, আত্মপরিচয়প্রদান করিল। হেমগুপ্ত তাহার পিতার পরম বন্ধু ছিলেন; উহাকে দেখিয়া, অতিশয় আহ্লাদিত হইলেন এবং, যথোচিত সমাদর ও সাতিশয় প্রীতিপ্রদর্শন পূর্ব্বক, জিজ্ঞাসা করিলেন, বৎস! তুমি, কি সংযোগে, অকস্মাৎ এ স্থলে উপস্থিত হইলে।

নয়নানন্দ কহিল, আমি, কতিপয় অর্ণবপোত লইয়া, সিংহল দ্বীপে বাণিজ্য করিতে যাইতেছিলাম। দৈবের প্রতিকূলতা প্রযুক্ত, অকস্মাৎ প্রবল বাত্যা উত্থিত হওয়াতে, সমস্ত অর্ণবপোত জলমগ্ন হইল। আমি, ভাগ্যবলে, এক ফলক মাত্র অবলম্বন করিয়া, বহু কষ্টে প্রাণরক্ষা করিয়াছি। এ পর্য্যন্ত আসিয়া, আপনকার সহিত সাক্ষাৎ করিব, এমন আশা ছিল না। আমার সমভিব্যাহারের লোক সকল কে কোন দিকে গেল, বাঁচিয়া আছে, কি মরিয়াছে, কিছুই অনুসন্ধান করিতে পারি নাই। দ্রব্যসামগ্রী সমগ্র জলমগ্ন হইয়াছে। এ অবস্থায় দেশে প্রবেশ করিতে অতিশয় লজ্জা হইতেছে। কি করি, কোথায় যাই, কোনও উপায় ভাবিয়া পাইতেছি না। অবশেষে, আপনকার নিকট উপস্থিত হইয়াছি।

এই সমস্ত শ্রবণগোচর করিয়া, হেমগুপ্ত মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিলেন, আমি, অনেক দিন অবধি, রত্নাবতীর নিমিত্ত, নানা স্থানে, পাত্রের অন্বেষণ করিতেছি, কোথায়ও মনোনীত হইতেছে না. বুঝি, ভগবান কৃপা করিয়া গৃহে উপস্থিত করিয়া দিলেন। এ অতি সদ্বংশজাত, পৈতৃক অতুল অর্থসম্পত্তির ন্যায়, পৈতৃক অতুল গুণসম্পত্তিরও উত্তরাধিকারী হইয়াছে, সন্দেহ নাই। অতএব, ত্বরায় দিন স্থির করিয়া, ইহার সহিত রত্নাবতীর বিবাহ দি। মনে মনে এইপ্রকার কল্পনা করিয়া, তিনি শ্রেষ্ঠিনীর নিকটে গিয়া কহিলেন, দেখ, এক শ্রেষ্ঠীর পুত্র উপস্থিত হইয়াছে; সে সৎকুলোদ্ভব। তাহার পিতার সহিত আমার অতিশয় আত্মীয়তা ছিল। যদি তোমার মত হয়, তাহার সহিত রত্নাবতীর বিবাহ দি।

শ্রেষ্ঠিনী শুনিয়া সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, ভগবানের ইচ্ছা না

হইলে, এরূপ ঘটে না। বিনা চেষ্টায় মনস্কাম সিদ্ধ হওয়া ভাগ্যের কথা। অতএব, বিলম্বের প্রয়োজন নাই; দিন স্থির করিয়া, ত্বরায় শুভ কর্ম্ম সম্পন্ন কর। শ্রেষ্ঠী, স্বীয় সহধর্ম্মিণীর অভিপ্রায় বুঝিয়া, মহাধননন্দনের নিকটে গিয়া, আপন অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। সে তৎক্ষণাৎ সম্মত হইল। তখন তিনি, শুভ দিন ও শুভ লগ্ন নির্দ্ধারিত করিয়া, মহাসমারোহে কন্যার বিবাহ দিলেন। বর ও কন্যা, পরম কৌতুকে, কালযাপন করিতে লাগিল।

কিয়ৎ দিন পরে, নয়নানন্দ, মনোমধ্যে কোনও অসৎ অভিসন্ধি করিয়া, আপন পত্নীকে বলিল, দেখ, অনেক দিন হইল, আমি স্বদেশে যাই নাই, এবং বন্ধুবর্গেরও কোনও সংবাদ পাই নাই, তাহাতে অন্তঃকরণে কি পর্য্যন্ত উৎকণ্ঠা জন্মিযাছে, বলিতে পারি না। অতএব, তোমার পিতা মাতার মত করিয়া, আমায় বিদায় দাও; আর, যদি ইচ্ছা হয়, তুমিও সমভিব্যাহারে চল। পতিব্রতা রত্নাবতী, জননীর নিকটে গিয়া, স্বামীর অভিপ্রায় ব্যক্ত করিল।

শ্রেষ্ঠিনী স্বামীর সন্নিধানে গিয়া কহিলেন, তোমার জামাতা গৃহে যাইতে উদ্যত হইয়াছেন। শ্রেষ্ঠী শুনিয়া, ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, সে জন্যে ভাবনা কি; বিদায় করিয়া দিতেছি। তুমি কি জান না, জন, জামাই, ভাগিনেয়, এ তিন, কোনও কালে, আপন হয় না, ও তাহাদের উপর বলপ্রকাশ চলে না। জামাতা যাহাতে সন্তুষ্ট থাকেন, তাহাই সর্ব্বাংশে কর্ত্তব্য। তাঁহাকে বল, ভাল দিন দেখিয়া, বিদায় করিয়া দিতেছি। অনন্তর, শ্রেষ্ঠী আপন তনয়াকে হাস্যমুখে জিজ্ঞাসিলেন, বৎসে! তোমার অভিপ্রায় কি, শ্বশুরালয়ে যাইবে, না পিত্রালয়ে থাকিবে।

রত্নাবতী, কিয়ৎ ক্ষণ, লজ্জায় নম্রমুখী ও নিরুত্তরা হইয়া রহিল; অনন্তর, কার্য্যান্তরব্যপদেশে, তথা হইতে অপসৃত হইয়া, স্বামীর নিকটে গিয়া কহিল, দেখ, পিতা মাতা সম্মত হইয়াছেন; কহিলেন, তুমি যাহাতে সন্তুষ্ট হও, তাহাই করিবেন। অতএব, তোমায় এই অনুরোধ করিতেছি, কোনও কারণে, আমায় ছাড়িয়া যাইও না, আমি, তোমার অদর্শনে, প্রাণধারণ করিতে পারিব না।

পরিশেষে, শ্রেষ্ঠী জামাতাকে, অনেকবিধ দ্রব্যসামগ্রী ও প্রচুর অর্থ দিয়া, মহাসমাদর পূর্ব্বক, বিদায় করিলেন, এবং কন্যাকেও, মহামূল্য অলঙ্কারসমূহে ভূষিতা করিয়া, তাহার সমভিব্যাহারিণী করিয়া দিলেন। নয়নানন্দ, নিরতিশয় আনন্দিত হইয়া, শ্বশ্রূ ও শ্বশুরের চরণবন্দনা পূর্ব্বক, পত্নীর সহিত প্রস্থান করিল।

নয়নানন্দ, এক নিবিড় জঙ্গলে উপস্থিত হইয়া, শ্রেষ্ঠিকন্যাকে কহিল, দেখ, এই অরণ্যে অতিশয় দস্যুভয় আছে; শিবিকায় আরোহণ ও অঙ্গে অলঙ্কারধারণ করিয়া যাওয়া উচিত নহে, অলঙ্কার গুলি খুলিয়া আমার হস্তে দাও, আমি বস্ত্রাবৃত করিয়া রাখি, নগর নিকটবর্ত্তী হইলে, পুনরায় পরিবে। আর, বাহকেরাও, শিবিকা লইয়া, এই স্থান হইতে ফিরিয়া যাউক; কেবল আমরা দুই জনে দরিদ্রবেশে গমন করি, তাহা হইলে, নিরুপদ্রবে যাইতে পারিব।

রত্নাবতী, তৎক্ষণাৎ, অঙ্গ হইতে উন্মোচিত করিয়া, সমস্ত আভরণ স্বামিহস্তে ন্যস্ত করিল, এবং দাস, দাসী, ও বাহকদিগকে বিদায় করিয়া দিয়া, একাকিনী সেই শঠের সমভিব্যাহারিণী হইয়া চলিল। নয়নানন্দ, এই রূপে মহামূল্য

অলঙ্কারসমূহ হস্তগত করিয়া, ক্রমে ক্রমে, অরণ্যের অতি নিবিড় প্রদেশে প্রবেশ করিল, এবং তাদৃশ পতিপরায়ণা হিতৈষিণী প্রণয়িনীকে অন্ধকূপে নিক্ষিপ্ত করিয়া, পলায়ন পূর্ব্বক, স্বদেশে উপস্থিত হইল। রত্নাবতী, কূপে পতিত হইয়া, হা তাত। হা মাতঃ! বলিয়া, উচ্চৈঃ স্বরে রোদন করিতে লাগিল। দৈবযোগে, এক পথিক, তথায় উপস্থিত হইয়া, তাদৃশ নিবিড় অরণ্য মধ্যে অসম্ভাবিত রোদনশব্দ শ্রবণ করিয়া, অতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইল, এবং শব্দ অনুসারে গমন করিয়া, কূপের সমীপবর্ত্তী হইয়া, তন্মধ্যে দৃষ্টিনিক্ষেপ পূর্ব্বক, অবলোকন করিল, এক পরম সুন্দরী নারী, উচ্চৈঃস্বরে রোদন ও পরিবেদন করিতেছে। পথিক দর্শনমাত্র, অতিমাত্র ব্যাকুল হইয়া, পরম যত্নে সেই স্ত্রীরত্নকে কূপ হইতে উদ্ধৃত করিয়া, জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কে, কি নিমিত্তে, একাকিনী এই ভয়ঙ্কর কাননে আসিয়াছিলে; কি প্রকারেই বা তোমার এতাদৃশী দুর্দশা ঘটিল, বল।

রত্নাবতী, পতিনিন্দা অতি গর্হিত বুঝিয়া, প্রকৃত ব্যাপার গোপনে রাখিয়া কহিল, আমি চন্দ্রপুরনিবাসী হেমগুপ্ত শেঠের কন্যা; আমার নাম রত্নাবতী, আপন পতির সহিত শ্বশুরালয়ে যাইতেছিলাম; এই স্থানে উপস্থিত হইবা মাত্র, সহসা কতিপয় দুর্দ্দান্ত দস্যু আসিয়া, প্রথমতঃ অঙ্গ হইতে সমস্ত অলঙ্কার লইয়া, আমায় এই কূপে ফেলিয়া দিল, এবং আমার পতিকে, নিতান্ত নির্দ্দয় রূপে প্রহার করিতে করিতে, লইয়া গেল। তাঁহার কি দশা ঘটিয়াছে, কিছুই জানি না। পান্থ শুনিয়া অতিশয় আক্ষেপ করিতে লাগিল, এবং অশেষবিধ আশ্বাসদান ও অভয়প্রদান পূর্ব্বক, অতি যত্নে রত্নাবতীকে সঙ্গে লইয়া, তাহার পিত্রালয়ে পঁহুছাইয়া দিল।

রত্নাবতী পিতা মাতার নিরতিশয় স্নেহপাত্র ছিল। তাঁহারা, তাহার তাদৃশ অসম্ভাবিত দুরবস্থা দর্শনে নিতান্ত বিস্ময়াপন্ন ও একান্ত শোকাক্রান্ত হইয়া, গলদশ্রুলোচনে, আকুলবচনে জিজ্ঞাসিলেন, বৎসে! কি রূপে তোমার এরূপ দুর্দ্দশা ঘটিল, বল। সে কহিল, এক অরণ্যে, অকস্মাৎ চারি দিক হইতে, অস্ত্রধারী পুরুষেরা আসিয়া, বল পূর্ব্বক আমার অঙ্গ হইতে সমুদায় অলঙ্কার খুলিয়া লইল, এবং তাঁহাকে যত সম্পত্তি দিয়া বিদায় করিয়াছিলে, সে সমুদয়ও কাড়িয়া লইল, অনন্তর, আমাকে এক অন্ধকূপে ফেলিয়া দিয়া, তাঁহার পৃষ্ঠে, নিতান্ত নিষ্ঠুর রূপে, যষ্টিপ্রহার করিতে করিতে, কহিতে লাগিল, আর কোথায় কি লুকাইয়া রাখিয়াছিস, বাহির করিয়া দে। তখন তিনি, নিতান্ত কাতর স্বরে, অনেক বিনয় করিয়া বলিলেন, আমাদের নিকট যাহা ছিল, সমস্ত তোমাদের হস্তগত হইয়াছে, আর কিছু মাত্র নাই। তোমাদের প্রহারে প্রাণ ওষ্ঠাগত হইতেছে, চরণে ধরিতেছি ও কৃতাঞ্জলি হইয়া ভিক্ষা করিতেছি, আমায় ছাড়িয়া দাও। তিনি বারংবার এইপ্রকার কাতরোক্তিপ্রয়োগ করিতে লাগিলেন, নির্দয় দস্যুরা তথাপি তাঁহাকে রজ্জুবদ্ধ করিয়া লইয়া গেল; তৎপরে ছাড়িয়া দিল, কি মারিয়া ফেলিল, কিছুই জানিতে পারি নাই। তখন তাহার পিতা কহিলেন, বৎসে! তুমি উৎকণ্ঠিত হইও না। আমার অন্তঃকরণে লইতেছে, তোমার পতি জীবিত আছেন। চোরেরা অর্থপিশাচ, অর্থ হস্তগত হইলে, আর অকারণে প্রাণ নষ্ট করে না। এই রূপে অশেষবিধ আশ্বাস ও প্রবোধ দিয়া, তাহার পিতা, অবিলম্বে, আর এক প্রস্থ অলঙ্কার প্রস্তুত করিয়া দিলেন।

এ দিকে, নয়নানন্দ, আপন আলয়ে উপস্থিত হইয়া, অলঙ্কার-

বিক্রয় দ্বারা অর্থসংগ্রহ করিয়া, দিবারাত্র দ্যূতক্রীড়া, সুরাপান প্রভৃতি দ্বারা কালক্ষেপ করিতে লাগিল এবং কিয়ৎ দিনের মধ্যেই, পুনরায় নিঃস্বভাবাপন্ন ও অন্নবস্ত্রবিহীন হইয়া, মনে মনে বিবেচনা করিল, আমি যে কু ব্যবহার করিয়াছি, তাহা শ্বশুরালয়ে, কোনও প্রকারেই, প্রকাশ পায় নাই। অতএব, একটা ছল করিয়া, তথায় উপস্থিত হই, পরে, দুই চারি দিন অবস্থিতি করিয়া, সুযোগ ক্রমে কিছু হস্তগত করিয়া, পলাইয়া আসিব। মনে মনে এই দুষ্ট অভিসন্ধি করিয়া, সে শ্বশুরালয়ে গমন করিল, এবং বাটীতে প্রবেশ করিবা মাত্র, সর্ব্বাগ্রে স্বীয় পত্নী রত্নাবতীর দৃষ্টিপথে পতিত হইল।

পতিপ্রাণা রত্নাবতী, পতিকে সমাগত দেখিয়া, অন্তঃকরণে চিন্তা করিল, পতি, অতি দুরাচার হইলেও, নারীর পরম গুরু। তাঁহাকে সন্তুষ্ট রাখিতে পারিলেই, নারী ইহলোকে ও পরলোকে চরিতার্থতা প্রাপ্ত হয়। আর, যে নারী, কুমতিপরতন্ত্র হইয়া, পরম গুরু স্বামীর কাদাচিৎক কুব্যবহারকে অপরাধ গণ্য করিয়া, তাঁহার প্রতি কোনও প্রকারে অশ্রদ্ধা বা অনাদর প্রদর্শন করে, সে আপন ঐহিক ও পারলৌকিক সকল সুখে জলাঞ্জলি দেয়। আর, উনি, কেবল ভ্রান্তি ক্রমেই, সেরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন, সন্দেহ নাই। অতএব, আমি, সেই সামান্য দোষ ধরিয়া, উঁহার চরণে অপরাধিনী হইব না। যাহা হউক, উনি সবিশেষ না জানিয়াই এখানে আসিয়াছেন; আমায় দেখিতে পাইলেই, নিঃসন্দেহ, পলায়ন করিবেন। অতএব, অগ্রে উঁহার ভয়ভঞ্জন করিয়া দেওয়া উচিত।

রত্নাবতী, অন্তঃকরণে এই সকল আলোচনা করিয়া, ত্বরায় তাহার সম্মুখবর্ত্তিনী হইয়া কহিল, নাথ! তুমি অন্তঃকরণে কোনও

আশঙ্কা করিও না। আমি পিতা মাতার নিকট কহিয়াছি, চোরেরা, অলঙ্কারগ্রহণ পূর্ব্বক, আমায় কূপে নিক্ষিপ্ত করিয়া, তোমায় বাঁধিয়া লইয়া গিয়াছে। অতএব, সে সকল কথা মনে করিয়া, ভীত হইবার আবশ্যকতা নাই। আমার পিতা মাতা তোমার নিমিত্ত অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত আছেন; তোমায় দেখিলে, যাব পর নাই, আহ্লাদিত হইবেন। আর তোমার স্থানান্তরে যাইবার প্রয়োজন নাই, এই স্থানেই অবস্থিতি কর, আমি যাবজ্জীবন তোমার চরণসেবা করিব। এইরূপে তাহার ভয়-ভঞ্জন করিয়া, পরিশেষে রত্নাবতী কহিল, আমি পিতা মাতার নিকট যেরূপ বলিয়াছি, তোমায় জিজ্ঞাসা করিলে, তুমিও সেইরূপ বলিবে।

এইরূপ উপদেশ দিয়া, রত্নাবতী প্রস্থান করিলে পর, সেই ধূর্ত্ত তৎক্ষণাৎ শ্বশুরের নিকটে গিয়া প্রণাম করিল। শ্রেষ্ঠী, আলিঙ্গন পূর্ব্বক আশীর্বাদ করিয়া, অশ্রুপূর্ণ লোচনে, গদ্গদ বচনে, জামাতাকে সবিশেষ সমস্ত জিজ্ঞাসিতে লাগিলেন। নয়নানন্দ, স্বীয় সহধর্ম্মিণীর উপদেশানুরূপ সমস্ত বর্ণন করিয়া, পরিশেষে কহিল, মহাশয়! যেরূপ বিপদে পড়িয়াছিলাম, তাহাতে প্রাণরক্ষার কোনও সম্ভাবনা ছিল না, কেবল জগদীশ্বরের কৃপায়, ও আপনাদের চরণারবিন্দের অকৃত্রিমস্নেহ-সম্বলিত আশীর্ব্বাদের প্রভাবে, এ যাত্রা কথঞ্চিৎ পরিত্রাণ পাইয়াছি। যন্ত্রণার পরিসীমা ছিল না। অধিক আর কি বলিব, শত্রুও যেন কখনও এরূপ বিপদে না পড়ে। ইহা কহিয়া, যেন যথার্থই পূর্ব্ব অবস্থার স্মরণ হইল, এইরূপ ভান করিয়া, সে রোদন করিতে লাগিল। সবিশেষ সমস্ত শুনিয়া, ও তাহার ভাব দেখিয়া, হেমগুপ্তের অন্তঃকরণে অতিশয় অনুকম্পা জন্মিল।

রজনী উপস্থিত হইল। পতিপ্রাণা রত্নাবতী, স্বামিসমাগম-সৌভাগ্যমদে মত্তা হইয়া, তদীয় পূর্ব্বতন নৃশংস আচরণ বিস্মরণ পূর্ব্বক, তৎসহবাসসুখসম্ভোগের অভিলাষে, মনের উল্লাসে, সর্ব্বাঙ্গে সর্ব্বপ্রকার অলঙ্কার পরিধান করিয়া, শয়নাগারে প্রবেশ করিল। নয়নানন্দ, কিয়ৎ ক্ষণ কৃত্রিম কৌতুকের পর, নিদ্রাবেশ প্রকাশ করিতে লাগিল। তখন রত্নাবতী কহিল, আজ তুমি পথশ্রান্ত আছ, আর অধিক ক্ষণ জাগরণক্লেশ সহ্য করিবার প্রয়োজন নাই। শযন কর, আমি চরণসেবা করি। সে কহিল, তুমিও শযন কর, চরণসেবা করিতে হইবেক না।

অনন্তর উভয়ে শযন করিলে, ধূর্ত্তশিরোমণি নয়নানন্দ, অবিলম্বে, কপট নিদ্রার আশ্রয়গ্রহণ পূর্ব্বক, নাসিকাধ্বনি করিতে আরম্ভ করিল। রত্নাবতীও, পতিকে নিদ্রাগত দেখিয়া, অনতিবিলম্বে নিদ্রায অচেতন হইল। তখন, সেই অদ্ভুত দুরাত্মা, অবসর বুঝিয়া, গাত্রোত্থান পূর্ব্বক, আপন কটিদেশ হইতে তীক্ষ্ণধার ছুরী বহিষ্কৃত করিল, এবং, নিরুপম স্ত্রীরত্ন রত্নাবতীর কণ্ঠনালীছেদন পূর্ব্বক, সমস্ত আভরণ লইয়া পলায়ন করিল।

ইহা কহিয়া, শারিকা বলিল, মহারাজ! যাহা বর্ণিত হইল, সমস্ত স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিযাছি। তদবধি, আমার পুরুষজাতির উপর অত্যন্ত অশ্রদ্ধা ও অবিশ্বাস জন্মিয়াছে। প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, পুরুষের সহিত বাক্যালাপ করিব না, এবং সাধ্যানুসারে পুরুষের সংসর্গপরিত্যাগে যত্নবতী থাকিব। পুরুষেরা অতি ধূর্ত্ত, অতি নৃশংস, অতি স্বার্থপর। মহারাজ! অধিক আর কি বলিব, পুরুষসহবাস সসর্প গৃহে বাস অপেক্ষাও ভয়ানক। এই সমস্ত কারণে, আর আমার পুরুষের মুখাবলোকন করিতে ইচ্ছা নাই।

রাজা শুনিয়া, ঈষৎ হাস্য করিয়া, শুককে কহিলেন, অহে

চূড়ামণি! তুমি, স্ত্রীজাতির উপর কি নিমিত্তে এত বিরক্ত; তাহার সবিশেষ বর্ণন কর।

তখন শুক কহিল, মহারাজ! শ্রবণ করুন,

কাঞ্চনপুর নগরে সাগরদত্ত নামে এক শ্রেষ্ঠী ছিলেন। তাঁহার শ্রীদত্ত নামে সুরূপ, সুশীল, শান্তস্বভাব এক পুত্র ছিল। অনঙ্গপুরনিবাসী সোমদত্ত শ্রেষ্ঠীর কন্যা জয়শ্রীর সহিত তাহার বিবাহ হয়। কিয়ৎ দিন পরে, শ্রীদত্ত বাণিজ্যার্থে দেশান্তরে প্রস্থান করিলে, জয়শ্রী আপন পিত্রালয়ে বাস করিতে লাগিল। দীর্ঘ কাল অতীত হইল, তথাপি শ্রীদত্ত প্রত্যাগমন করিল না।

এক দিন, জয়শ্রী আপন প্রিয়বয়স্যার নিকট কহিল, দেখ সখি! আমার যৌবন বৃথা হইল। আজ পর্য্যন্ত সংসারের সুখ কিছুমাত্র জানিতে পারিলাম না। বলিতে কি, এ রূপে একাকিনী কালহরণ করা কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। তুমি কোনও উপায় স্থির কর। তখন সখী কহিল, প্রিয়সখি! ধৈর্য্য ধর, ভগবানের ইচ্ছা হয় ত, অবিলম্বে তোমার প্রিয়সমাগম হইবেক। জয়শ্রী, ইচ্ছানুরূপ উত্তর না পাইয়া, অসন্তোষ প্রকাশ করিল, এবং, তৎক্ষণাৎ তথা হইতে অপসৃতা হইয়া, গবাক্ষদ্বার দিয়া রাজপথ নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। দৈবযোগে, ঐ সময়ে, এক পরম সুন্দর যুবা পুরুষ, অতিমনোহর বেশে, ঐ পথে গমন করিতেছিল। ঘটনাক্রমে, তাহার ও জয়শ্রীর চারি চক্ষুঃ একত্র হইবাতে, উভয়েই উভয়ের মন হরণ করিল। জয়শ্রী, তৎক্ষণাৎ, আপন সখীকে কহিল, দেখ, যে রূপে পার, ঐ হৃদয়চোর ব্যক্তির সহিত সংঘটন করিয়া দাও। জয়শ্রীর সখী, তাহার নিকটে গিয়া, কথাচ্ছলে তাহার অভিপ্রায় বুঝিয়া কহিল, সোমদত্তের কন্যা জয়শ্রী তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চায়;

সন্ধ্যার পর, তুমি আমার আলয়ে আসিবে। এই বলিয়া, সে তাহাকে আপন আলয় দেখাইয়া দিল। তখন সে কহিল, তোমার সখীকে বলিবে, আমি অতিশয় অনুগৃহীত হইলাম; সায়ংকালে, তোমার আবাসে আসিয়া, নিঃসন্দেহ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিব।

তদনন্তর সখী, জয়শ্রীর নিকটে গিয়া, সবিশেষ সমুদায় তাহার গোচর করিলে, সে অত্যন্ত আহ্লাদিতা হইল এবং, তাহাকে পারিতোষিক দিয়া, অশেষপ্রকার প্রশংসা করিয়া কহিল, যদি তুমি তাহার সহিত মিলন করিয়া দিতে পার, আমায় চির কালের মত কিনিয়া রাখিবে, আমি, কোনও কালে, তোমার এ ধার শুধিতে পারিব না। এক্ষণে তুমি আপন আলয়ে গিয়া অবস্থিতি কর, সে আসিবা মাত্র আমায় সংবাদ দিবে। এই বলিয়া, সখীকে বিদায় করিয়া, জয়শ্রী, উল্লাসিত মনে, ইচ্ছানুরূপ বেশ ভূষা করিতে বসিল।

শুভ সন্ধ্যাকাল উপস্থিত হইলে, সেই যুবা, রতিপতির আদেশানুরূপ বেশপরিগ্রহ করিয়া, সখীর আলয়ে উপস্থিত হইল। সে, পরম সমাদরে বসিতে আসন দিয়া, জয়শ্রীর নিকটে গিয়া, প্রিয়তমের উপস্থিতিসংবাদ দিল। জয়শ্রী শুনিয়া, আহ্লাদসাগরে মগ্ন হইয়া, কহিল, সখি! কিঞ্চিৎ কাল অপেক্ষা কর; গৃহজন নিদ্রিত হইলেই, তোমার সঙ্গে গিয়া, প্রাণনাথের হস্তে আত্মসমর্পণ করিয়া, জন্ম সার্থক করিব। অনন্তর, পরিবারস্থ সমস্ত লোক নিদ্রাগত হইলে, জয়শ্রী, সখীর সহিত তদীয় আবাসে উপস্থিত হইয়া, অননুভূতপূর্ব্ব, চিরাকাঙ্ক্ষিত মদনরসের আস্বাদন দ্বারা, যৌবনের চরিতার্থতা সম্পাদন করিয়া, নিশাবসান সময়ে, স্বীয় আবাসে প্রতিগমন

করিল। সে, এই রূপে, প্রত্যহ, প্রিয়সমাগমসুখে কালযাপন করিতে লাগিল।

কিয়ৎ দিন পরে, তাহার স্বামী, বিদেশ হইতে প্রত্যাগত হইয়া, শ্বশুরালয়ে উপস্থিত হইল। জয়শ্রী, শ্রীদত্তের সমাগমনে, মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল, এ আপদ আবার, এত দিনের পর, কোথা হইতে উপস্থিত হইল। এখন কি করি, প্রাণনাথের নিকটে যাইবার ব্যাঘাত জন্মিল। কত দিন থাকিবেক, কত জ্বলাইবেক, তাহাও জানি না। এই চিন্তায় মগ্ন ও স্নান, ভোজন প্রভৃতি সমস্ত বিষয়ে বিমুখ হইয়া, বিষণ্ণ মনে, সখীর সহিত, নানাপ্রকার মন্ত্রণা করিতে লাগিল।

রজনী উপস্থিত হইল। জয়শ্রীব মাতা, জামাতাকে, পরম সমাদর ও যত্ন পূর্ব্বক ভোজন করাইয়া, দাসী দ্বারা, শয়নাগারে গিয়া বিশ্রাম করিতে বলিলেন, এবং আপন কন্যাকেও পতি-শুশ্রূষার্থে গমন করিতে আদেশ দিলেন। জয়শ্রী প্রথমতঃ অসম্মত হওয়াতে, তাহাব মাতা, নানাবিধ প্রবোধবাক্য ও ভৎসনা দ্বারা তাহাকে নিরুত্তরা করিয়া, বল পূর্ব্বক, গৃহপ্রবেশ করাইলেন। তখন সে বিবশা হইয়া, শযনাগারে প্রবেশ পূর্ব্বক, পল্যঙ্কে আরোহণ করিয়া, বিবৃত্ত মুখে শয়ন করিয়া রহিল। শ্রীদত্ত, স্নিগ্ধ সম্ভাষণ করিয়া, প্রণয়িনীর প্রতি নানাপ্রকার প্রীতিবাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিল। সে, তাহাতে সাতিশয় বিরক্তি প্রকাশ করিয়া, মৌন অবলম্বন করিয়া রহিল। শ্রীদত্ত, তাহার সন্তোষ জন্মাইবার নিমিত্ত, নিজানীত নানাবিধ বহুমূল্য অলঙ্কার ও পট্টশাটী প্রভৃতি কামিনীজনকমনীয় দ্রব্য প্রদান করিলে, জয়শ্রী, সাতিশয় কোপপ্রদর্শন পূর্ব্বক, তদ্দত্ত সমস্ত বস্তু দূরে নিক্ষিপ্ত করিল। তখন শ্রীদত্ত, নিতান্ত নিরুপায় ভাবিয়া,

ক্ষান্ত রহিল এবং একান্ত পথশ্রান্ত ছিল, তৎক্ষণাৎ নিদ্রাগত হইল।

জয়শ্রী, পতিকে নিদ্রায় অচেতন দেখিয়া, মনে মনে আহ্লাদিতা হইল এবং, পতিদত্ত বস্ত্র ও অলঙ্কার পরিধান করিয়া, ঘোরতর অন্ধকারাবৃত রজনীতে, একাকিনী নির্ভয়ে প্রিয়তমের উদ্দেশে চলিল। সেই সময়ে, এক তস্কর ঐ পথে দণ্ডায়মান ছিল। সে সর্ব্বালঙ্কারভূষিতা কামিনীকে, অর্দ্ধরাত্র সময়ে, একাকিনী গমন করিতে দেখিয়া, বিবেচনা করিতে লাগিল, এই যুবতী, অসহায়িনী হইয়া, নিশীথ সময়ে, নির্ভয়ে কোথায় যাইতেছে। যাহা হউক, সবিশেষ অনুসন্ধান করিতে হইল। এই বলিয়া সে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল।

এ দিকে, জয়শ্রীর প্রিয় সখা, সখীর আলয়ে একাকী শয়ন করিয়া, তাহার আগমনপ্রতীক্ষায় কালক্ষেপ করিতেছিল। অকস্মাৎ, এক কালসর্প আসিয়া, দংশিয়া তাহার প্রাণসংহার করিয়া গেল। সে মৃত পতিত রহিল। জয়শ্রী, তথায় উপস্থিত হইয়া, মৃত প্রিয়তমকে কপটনিদ্রিত বোধ করিয়া, বারংবার আহ্বান করিতে লাগিল; কিন্তু, উত্তর না পাইয়া, মনে মনে বিবেচনা করিল, আমার আসিতে বিলম্ব হওয়াতে, ইনি অভিমানে উত্তর দিতেছেন না; অনন্তর, তাহার পার্শ্বে শয়ন করিয়া, বিনয় ও প্রিয় সম্ভাষণ পূর্ব্বক, বিলম্বের হেতুনির্দ্দেশ ও ক্ষমাপ্রার্থনা করিতে আরম্ভ করিল। চোর, কিঞ্চিৎ দূরে দণ্ডায়মান হইয়া, সহাস্য আস্যে, এই রহস্য দেখিতে লাগিল।

নিকটস্থবটবৃক্ষবাসী এক পিশাচও এই কৌতুক দেখিতেছিল। সে, সাতিশয় কুপিত হইয়া, স্থির করিল, ঈদৃশী দুশ্চারিণীকে সমুচিত দণ্ড দেওয়া আবশ্যক; অনন্তর সে, তদীয়

প্রিয়তমের মৃত কলেবরে আবির্ভূত হইয়া, দন্ত দ্বারা জয়শ্রীর নাসিকাচ্ছেদন পূর্ব্বক, আপন আবাসবৃক্ষে প্রতিগমন করিল। চোর, এই সমস্ত নয়নগোচর করিয়া, নিরতিশয় চমৎকৃত হইল।

জয়শ্রীর জ্ঞানোদয় হইল। তখন, সে, প্রিয়তমকে মৃত স্থির করিয়া, সখীর নিকটে গিয়া, পূর্ব্বাপর সমস্ত ব্যাপার তাহার গোচর করিয়া কহিল, সখি! আমি এই বিষম বিপদে পড়িয়াছি, কি উপায় করি, বল। গৃহে গিয়া, কেমন করিয়া, পিতা মাতার নিকট মুখ দেখাইব। তাঁহারা কারণ জিজ্ঞাসিলে, কি উত্তর দিব। বিশেষতঃ, আজ আবার সেই সর্ব্বনাশিয়া আসিয়াছে, সেই বা, দেখিয়া শুনিয়া, কি মনে করিবেক। সখি! তুমি আমায় বিষ আনিয়া দাও, খাইয়া প্রাণত্যাগ করি, তাহা হইলেই সকল আপদ ঘুচিয়া যায়। এই বলিয়া, জয়শ্রী শিরে করাঘাত করিতে লাগিল। সখী শুনিয়া হতবুদ্ধি ও নিরুত্তরা হইয়া রহিল।

কিয়ৎ ক্ষণ পরে, জয়শ্রী, উৎপন্নমতিত্ববলে, এক উপায় স্থির করিয়া কহিল, সখি! আর চিন্তা নাই, উত্তম উপায় স্থির করিয়াছি, শুন দেখি, সঙ্গত হয় কি না। আমি, এই অবস্থায় গৃহে গিয়া, শয়নমন্দিরে প্রবেশ পূর্ব্বক, চীৎকার করিয়া রোদন করিতে আরম্ভ করি। গৃহজন, রোদনশব্দে জাগরিত হইয়া, কারণ জিজ্ঞাসার্থে উপস্থিত হইলে, বলিব, আমার স্বামী, অকারণে, ক্রোধে অন্ধ হইয়া, নিতান্ত নির্দ্দয়রূপে বারংবার প্রহার করিয়া, পরিশেষে নাসিকাচ্ছেদন করিয়া দিলেন। সখী কহিল, উত্তম যুক্তি হইয়াছে, ইহাতে সকল দিক রক্ষা হইবেক। অতএব, অবিলম্বে গৃহে গিয়া, এইরূপ কর।

জয়শ্রী, সত্বর গৃহে গিয়া, শয়নাগারে প্রবেশ পূর্ব্বক, উচ্চৈঃ

স্বরে রোদন করিতে লাগিল। গৃহজন, ক্রন্দনধ্বনি শ্রবণে ব্যাকুল হইয়া, জয়শ্রীর শয়নগৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিল, তাহার নাসিকা নাই, সমস্ত গাত্র ও বস্ত্র শোণিতে অভিষিক্ত হইয়াছে; এবং, সে নিজে, ভূতলে পতিত হইয়া, রোদন করিতেছে। অনন্তর, তাহারা, ব্যগ্রতাপ্রদর্শন পুবঃসর, বারংবার হেতু জিজ্ঞাসা কবাতে, জয়শ্রী আপন স্বামীর দিকে অঙ্গুলিপ্রয়োগ করিয়া কহিল, ঐ দুর্বৃত্ত দস্যু আমার এই দুর্দশা করিয়াছে। তখন সমস্ত পরিবাব, একবাক্য হইয়া, শ্রীদত্তের অশেষপ্রকার তিবস্কাব আরম্ভ কবিল।

সুশীল শ্রীদত্ত পূর্ব্বাপর কিছুই জানে না, অকস্মাৎ এতাদৃশ ভয়ঙ্কর কাণ্ড দর্শনে ও নানাপ্রকাব তিবস্কাববাক্য শ্রবণে, বিস্ময়াপন্ন হইয়া, মনে মনে বিবেচনা কবিতে লাগিল, আমি, সবিশেষ না জানিয়া, শ্বশুরালয়ে আসিয়া, যাব পব নাই অবিবেচনাব কর্ম্ম কবিয়াছি। ইহাকে অতি দুশ্চরিত্রা দেখিতেছি। প্রথমতঃ, শত শত চাটুবচনেও, যে ব্যক্তি আলাপ কবে নাই, সেই এক্ষণে অনায়াসে, মুক্তকণ্ঠে, মিথ্যাপবাদ দিতেছে। এই নিমিত্তই নীতিজ্ঞেরা কহিয়াছেন, মনুষ্যের কথা দূবে থাকুক, দেবতারাও স্ত্রীলোকের চবিত্র ও পুরুষের ভাগ্যের কথা বুঝিতে পারেন না। জানি না, পরিশেষে কি বিপদ ঘটিবেক। এইরূপ নানাবিধ চিন্তায় মগ্ন হইয়া, মৌন অবলম্বন পূর্ব্বক, সে অধোবদন হইয়া রহিল।

পর দিন, প্রভাত হইবা মাত্র, জয়শ্রীর পিতা, রাজদ্বারে সংবাদ দিয়া, জামাতাকে বিচাবালয়ে নীত করিল। প্রাড়্বিবাক, বাদী ও প্রতিবাদী, উভয় পক্ষকে পরস্পর সম্মুখবর্ত্তী করিয়া, প্রথমতঃ জয়শ্রীকে জিজ্ঞাসিলেন, কে তোমার এ দুর্দশা

করিয়াছে, বল; আমি সেই দুরাচারের যথোচিত দণ্ডবিধান করিতেছি। জয়শ্রী পতি প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, ধর্ম্মাবতার! ইনি আমার স্বামী, ইঁহা হইতে আমার এই দুর্দশা ঘটিয়াছে। অনন্তর, প্রাড়্বিবাক শ্রীদত্তকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি নিমিত্ত এমন দুষ্কর্ম্ম করিলে। সে কহিল, ধর্ম্মাবতার। আমি এ বিষয়ের ভাল মন্দ কিছুই জানি না, ইহাতে, আপনকার বিচারে, যেরূপ ব্যবস্থা হয়, করুন, এই বলিয়া, কৃতাঞ্জলি হইয়া, বিষণ্ণ বদনে দণ্ডায়মান রহিল।

প্রাড়্বিবাক, বাদী ও প্রতিবাদীর বাক্যশ্রবণান্তে, সকল বিষয়ের সবিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া, ঘাতকদিগকে ডাকাইয়া, শ্রীদত্তকে শূলে দিতে আদেশ করিলেন। চোর, কিঞ্চিৎ দূরে দণ্ডায়মান হইয়া, পূর্ব্বাপর সমস্ত ব্যাপার, সবিশেষ সতর্কতা পূর্ব্বক, দেখিতেছিল। সে, অকারণে এক ব্যক্তির প্রাণবিনাশের উপক্রম দেখিয়া, প্রাড়্বিবাকের সম্মুখবর্ত্তী হইয়া নিবেদন করিল, মহাশয়। সবিশেষ অনুসন্ধান না করিয়া, বিনা অপরাধে, আপনি এ ব্যক্তির প্রাণদণ্ড করিতেছেন। আপনি ধর্ম্মাবতার, যথার্থ বিচার করুন, ব্যভিচারিণীর বাক্যে বিশ্বাস করিবেন না।

প্রাড়্বিবাক চকিত হইয়া উঠিলেন, এবং চোরের বাক্য শুনিয়া, বারংবার জিজ্ঞাসা ও তথ্যানুসন্ধান পূর্ব্বক, সবিশেষ সমস্ত অবগত হইলেন। তদীয় আদেশ অনুসারে, জয়শ্রীর মৃত পতিত উপপতির বক্ত্রমধ্য হইতে, তদীয় ছিন্ন নাসিকা আনীত হইল। তখন তিনি, নিরতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইয়া, চোরকে যথার্থবাদী ও শ্রীদত্তকে নিরপরাধ স্থির করিয়া, যথোচিত পারিতোষিক প্রদান পূর্ব্বক, উভয়কে বিদায় দিলেন; এবং জয়শ্রীর মস্তকমুণ্ডন ও তাহাতে তক্রসেচন, তৎপরে তাহাকে

গর্দ্দভে আরোহণ ও নগরে পরিভ্রমণ করাইয়া, দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিলেন।

এই রূপে আখ্যায়িকার সমাপন করিয়া, চূড়ামণি কহিল, মহারাজ! নারী ঈদৃশ প্রশংসনীয় গুণে পরিপূর্ণা হয়।

উপক্রান্ত উপাখ্যান সমাপ্ত করিয়া, বেতাল জিজ্ঞাসিল, মহারাজ। জয়শ্রী ও নয়নানন্দ, এ উভয়ের মধ্যে কোন ব্যক্তি অধিক দুরাচার। রাজা কহিলেন, আমার মতে, দুই সমান।

ইহা শুনিয়া বেতাল ইত্যাদি।

পঞ্চম উপাখ্যান

বেতাল কহিল, মহারাজ!

ধারা নগরে, মহাবল নামে, মহাবল পরাক্রান্ত নরপতি ছিলেন। তাঁহার দূতের নাম হরিদাস। ঐ দূতের, মহাদেবী নামে, এক পরম সুন্দরী কন্যা ছিল। কালক্রমে, কন্যা যৌবনসীমায় উপনীত হইলে, হরিদাস মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিল, কন্যা বিবাহযোগ্যা হইল; অতঃপর, বর অন্বেষণ করিয়া, উহার বিবাহসংস্কার সম্পন্ন করা উচিত। অনন্তর, পরিবারের মধ্যে, মহাদেবীর বিবাহের কথার আন্দোলন হইতে আরম্ভ হইলে, সে, এক দিন, আপন পিতার নিকট নিবেদন করিল, পিতঃ! যে ব্যক্তির সহিত আমার বিবাহ দিবেন, তিনি যেন সর্ব্ব গুণে অলঙ্কৃত হন। হরিদাস, কন্যার এই প্রশংসনীয় প্রার্থনা শ্রবণে সন্তুষ্ট হইয়া, উপযুক্ত পাত্রের অনুসন্ধান করিতে লাগিল।

এক দিন, রাজা মহাবল হরিদাসকে কহিলেন, হরিদাস! দক্ষিণ দেশে হরিশ্চন্দ্র নামে রাজা আছেন। তিনি আমার পরম বন্ধু। বহু দিন অবধি, তাঁহার শারীরিক ও বৈষয়িক কোনও সংবাদ না পাইয়া, বড় উৎকণ্ঠিত হইয়াছি। অতএব, তুমি তথায় গিয়া, আমার কুশলসংবাদ দিয়া, ত্বরায় তাঁহার সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গলসংবাদ লইয়া আইস। হরিদাস, রাজকীয় আদেশ অনুসারে, কতিপয় দিবসের মধ্যে, রাজা হরিশ্চন্দ্রের রাজধানীতে উপস্থিত হইয়া, তাঁহার নিকট নিজ প্রভুর সন্দেশ জানাইল। হরিশ্চন্দ্র, দূতমুখে মিত্রের মঙ্গলবার্ত্তা প্রাপ্ত হইয়া,

আনন্দসাগরে মগ্ন হইলেন; এবং, সমুচিত পুরস্কার প্রদান পূর্ব্বক, হরিদাসকে, কতিপয় দিবস, তথায় অবস্থিতি করিতে অনুরোধ করিলেন।

এক দিবস, রাজা হরিশ্চন্দ্র সভামধ্যে হরিদাসকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হরিদাস। তুমি কি বোধ কর, কলিযুগের আরম্ভ হইয়াছে কি না। তখন সে কৃতাঞ্জলি হইয়া কহিল, হাঁ মহারাজ। কলিকাল উপস্থিত হইয়াছে। তাহার অধিকারপ্রভাবেই, সংসারে মিথ্যাপ্রপঞ্চ প্রবল হইয়া উঠিতেছে, সত্যের হ্রাস হইতেছে, পৃথিবী অল্প ফল দিতেছেন, লোক মুখে মিষ্ট বাক্য ব্যবহার করে, কিন্তু অন্তরে সম্পূর্ণ কপটতা, রাজারা, প্রজার সুখসমৃদ্ধির প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া, কেবল কোষপরিপূরণে যত্নবান হইয়াছেন, ব্রাহ্মণেরা সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানে বিসর্জ্জন দিয়াছেন, এবং যৎপরোনাস্তি লোভী হইয়াছেন, স্ত্রীলোক লজ্জায় এককালে জলাঞ্জলি দিয়াছে, এবং সর্ব্ব বিষয়ে সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিয়াছে, পুত্র পরম গুরু পিতা মাতার শুশ্রূষায় ও আজ্ঞাপ্রতিপালনে পরাঙ্মুখ হইয়াছে, ভ্রাতা ভ্রাতার প্রতি সর্ব্বতোভাবে স্নেহশূন্য দৃষ্ট হইতেছে, মিত্রতানিবন্ধন অকৃত্রিমপ্রণয়সম্বলিত সরল ব্যবহার আর দৃষ্টিগোচর হয় না, নিত্য, নৈমিত্তিক প্রভৃতি শাস্ত্রোক্ত কর্ম্মে কাহারও আস্থা দেখিতে পাওয়া যায় না; পামরেরা, বুদ্ধি ও বিদ্যার অহঙ্কারে, প্রতিকূল তর্ক দ্বারা, ধর্ম্মমূল সনাতন বেদশাস্ত্রের বিপ্লাবনে উদ্যত হইয়াছে। মহারাজ! ইত্যাদি নানা প্রকারে, কেবল ধর্ম্মের তিরোভাব ও অধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব সর্ব্বত্র নেত্রগোচর হইতেছে। রাজা শুনিয়া, সন্তুষ্ট হইয়া, হরিদাসের সবিশেষ প্রশংসা করিলেন।

সভাভঙ্গান্তে, রাজা অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। হরিদাস, আপন অবস্থিতিস্থানে উপস্থিত হইয়া, এক অপরিচিত ব্রাহ্মণ-তনয়কে উপবিষ্ট দেখিয়া, জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কে, কি নিমিত্তে আসিয়াছ। সে কহিল, আমি তোমার নিকটে কিছু প্রার্থনা করিতে আসিয়াছি। হরিদাস কহিল, কি প্রার্থনা, বল, আমার সামর্থ্য হয়, সম্পন্ন করিব। সে কহিল, তোমার এক পরম সুন্দরী গুণবতী কন্যা আছে; আমার সহিত তাহার বিবাহ দাও। হরিদাস কহিল, আমি, কন্যার প্রার্থনা অনুসারে, প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, যে ব্যক্তি সমস্ত বিদ্যায় পারদর্শী ও অসাধারণগুণসম্পন্ন হইবেক, তাহাকে কন্যাদান করিব। সে কহিল, আমি, বাল্যকাল অবধি, পরম যত্নে, নানা বিদ্যায় নিপুণ হইয়াছি, আর, আমার এক অসাধারণ গুণ এই যে, এক অদ্ভুত রথ নির্মাণ করিয়াছি, তাহাতে আরোহণ করিলে, এক দণ্ডে, বর্ষগম্য দেশে উপস্থিত হওয়া যায়।

হরিদাস শুনিয়া সন্তুষ্ট হইল, এবং, কন্যাদানে সম্মত হইয়া কহিল, কল্য প্রাতঃকালে, তুমি রথ লইয়া আমার নিকটে আসিবে। এই বলিয়া, ব্রাহ্মণতনয়কে বিদায় দিয়া, হরিদাস স্নান, আহ্নিক, ও ভোজন করিল, এবং, অপরাহ্লে, রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, বিদায় লইয়া, স্বদেশপ্রতিগমনের নিমিত্ত প্রস্তুত হইয়া রহিল।

পর দিন, প্রভাত হইবা মাত্র, ব্রাহ্মণতনয় হরিদাসের নিকটে উপস্থিত হইলে, উভয়ে, রথে আরোহণ করিয়া, স্বল্প সময় মধ্যে, ধারা নগরে উপস্থিত হইল। হরিদাসের প্রত্যাগমনের পূর্ব্বে, তদীয় পত্নী ও পুত্র, পৃথক পৃথক, এক এক ব্রাহ্মণতনয়ের নিকট অঙ্গীকার করিয়াছিল, মহাদেবীর সহিত বিবাহ দিব,

তাহাতে কেবল হরিদাসের গৃহপ্রত্যাগমনপ্রতীক্ষা প্রতিবন্ধক ছিল। এক্ষণে, সেই পূর্ব্বাশ্বাসিত বরেরাও, হরিদাসকে গৃহাগত শুনিয়া, বিবাহের নিমিত্ত, তদীয় আলয়ে উপস্থিত হইল।

এই রূপে তিন বর একত্র হইলে, হরিদাস, অতিশয় ব্যাকুল হইয়া, মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল, তিন জনে তিন জনের নিকট অঙ্গীকার করিয়াছি, তিন জনই বিদ্যাবান ও অসাধারণগুণসম্পন্ন, কাহাকেই নিরাশ করি। অনন্তর, সে তাহাদিগকে কহিল, অদ্য তোমরা আমার আলয়ে অবস্থিতি কর, আমি, পুত্র ও গৃহিণীর সহিত পরামর্শ করিয়া, কর্ত্তব্য স্থির করিব। তাহারা, সম্মত হইয়া, সে দিন, হরিদাসের আবাসে অবস্থিতি করিল। দৈববিড়ম্বনায়, সেই রজনীতে, বিন্ধ্যাচলবাসী এক রাক্ষস আসিয়া, হরিদাসের কন্যাকে হস্তগত করিয়া, প্রস্থান করিল।

গৃহজন প্রভাতে গাত্রোত্থান করিয়া দেখিল, মহাদেবী গৃহে নাই। তখন সকলে, একত্র হইয়া, নানাপ্রকার কল্পনা করিতে লাগিল। বিবাহার্থী ব্রাহ্মণকুমারেরাও, ভাবিনী ভার্য্যার অদর্শনবার্ত্তা শ্রবণগোচর করিয়া, ম্লান বদনে তথায় উপস্থিত হইল। তন্মধ্যে এক ব্যক্তি, সমাধিবলে, ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান, সমুদয় প্রত্যক্ষবৎ দেখিত। সে হরিদাসকে কহিল, মহাশয়। উৎকণ্ঠিত হইবেন না। আমি দেখিতেছি, এক রাক্ষস, আপনকার কন্যার রূপলাবণ্যে মোহিত হইয়া, তাহাকে লইয়া গিয়া, বিন্ধ্য পর্ব্বতে রাখিয়াছে, যদি তথা হইতে প্রত্যাহরণ করিবার কোনও উপায় থাকে, চেষ্টা দেখুন। দ্বিতীয় কহিল, আমি, শব্দবেধী শর দ্বারা, বিপক্ষের প্রাণসংহার করিতে পারি, অতএব, কোনও উপায়ে তথায় উপস্থিত হইতে

পারিলে, রাক্ষসের প্রাণবিনাশ ও কন্যার উদ্ধারসাধন করিতে পারিব। তখন তৃতীয় কহিল, আমার এই রথে আরোহণ করিয়া প্রস্থান কর, অবিলম্বে তথায় উপস্থিত হইতে পারিবে।

অনন্তর, সে, ঐ রথে আরোহণ পূর্ব্বক, বিন্ধ্যাচলে উপস্থিত হইল, এবং, শব্দবেধী শর দ্বারা ক্রব্যাদের প্রাণসংহার করিয়া, মহাদেবী সমভিব্যাহারে, অবিলম্বে ধারা নগরে প্রত্যাগমন করিল। অনন্তর, তিন বর, পরস্পর বিবাদ করিয়া, কহিতে লাগিল, আমিই ইহার পাণিগ্রহণে অধিকারী, আমি না হইলে, ইহার উদ্ধার হইবার কোনও সম্ভাবনা ছিল না। হরিদাস, তদীয় বাদানুবাদ শ্রবণে, কর্ত্তব্যাবধারণে বিমূঢ় ও যৎপরোনাস্তি ব্যাকুল হইল।

এই রূপে উপাখ্যানের সমাপন করিয়া, বেতাল জিজ্ঞাসা করিল, মহারাজ! এই তিনের মধ্যে, কোন ব্যক্তি মহাদেবীর পাণিগ্রহণে অধিকারী হইতে পারে। বিক্রমাদিত্য কহিলেন, যে ব্যক্তি রাক্ষসের প্রাণসংহার করিয়া, মহাদেবীর প্রত্যানয়ন করিয়াছে। বেতাল কহিল, তিন জনই সমান বিদ্বান, এবং, তিন জনই, প্রত্যানয়ন বিষয়ে, সমান সাহায্য করিয়াছে, তবে কি জন্য, অন্য কাহারও না হইয়া, এই কন্যা প্রত্যাহর্ত্তারই প্রণয়িনী হইবেক। রাজা কহিলেন, তিন জনই অসাধারণ গুণপ্রকাশ করিয়াছে, যথার্থ বটে, কিন্তু, সূক্ষ্ম বিবেচনা করিলে, প্রত্যাহর্ত্তার গুণেই, প্রকৃত কার্য্য নিষ্পন্ন হইয়াছে, অতএব, তাহারই প্রাধান্য যুক্তিযুক্ত বোধ হইতেছে।

ইহা শুনিয়া বেতাল ইত্যাদি।

ষষ্ঠ উপাখ্যান

বেতাল কহিল, মহারাজ!

ধর্ম্মপুর নামে অতি প্রসিদ্ধ নগর আছে। তথায় ধর্ম্মশীল নামে অতি সুশীল রাজা ছিলেন। তাঁহার মন্ত্রীর নাম অন্ধক। মন্ত্রী, এক দিন, রাজাকে পরামর্শ দিলেন, মহারাজ! মন্দির-নির্ম্মাণ পূর্ব্বক, কাত্যায়নীর প্রতিমাপ্রতিষ্ঠা করিয়া, প্রতিদিন, যথাবিধানে, পূজা করিতে আরম্ভ করুন; শাস্ত্রে এ বিষয়ে বিলক্ষণ ফলশ্রুতি আছে। রাজা, মন্ত্রীর পরামর্শে, পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইলেন, এবং, নূতন মন্দির নির্ম্মিত করাইয়া, ভগবতী কাত্যায়নীর কাঞ্চনময়ী প্রতিমূর্ত্তির সংস্থাপন পূর্ব্বক, প্রত্যহ, মহাসমারোহে, যথোপযুক্ত ভক্তিযোগ সহকারে, দেবীর পূজা করিতে লাগিলেন।

রাজা, এই রূপে, দেবতার আরাধনে নিয়ত যত্নবান ও গো-ব্রাহ্মণে সাতিশয় ভক্তিমান ছিলেন, তথাপি সংসারাশ্রমের সারভূত তনয়ের মুখচন্দ্রনিরীক্ষণে অধিকারী হইলেন না। সর্ব্বদাই তিনি মনে মনে চিন্তা করেন, শাস্ত্রে ও লোকাচারে প্রসিদ্ধ আছে, অপুত্র ব্যক্তির সংসারাশ্রম, ধনে, জনে পরিপূর্ণ হইলেও, শূন্যপ্রায়; এবং, পরকালেও, তাহার সদ্গতিলাভ হয় না। অতএব কি কর্ত্তব্য।

এক দিন, রাজা, মন্ত্রিপ্রবর অন্ধকের পরামর্শ অনুসারে, কাত্যায়নীর মন্দিরে প্রবেশ পূর্ব্বক, সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে স্তব করিতে লাগিলেন, দেবি! তুমি ত্রিলোক-

জননী; ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর প্রভৃতি দেবগণ নিয়ত তোমার আরাধনা করেন; তুমি, কালে কালে, ত্রিভুবনের মহানর্থহেতু উৎপাতধূমকেতুপ্রায় মহিষাসুর, রক্তবীজ প্রভৃতি দুর্বৃত্ত দৈত্য দানবগণের প্রাণসংহার করিয়া, ভূমির ভার হরিয়াছ, আর, যখন যে স্থানে তোমার ভক্তেরা বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়াছে, তুমি তৎক্ষণাৎ, তথায় আবির্ভূত হইয়া, তাহাদের পরিত্রাণ করিয়াছ, তুমি শরণাগত ভক্তগণের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া থাক, এই নিমিত্ত, আমি তোমার শবণাপন্ন হইযাছি, আমার মনস্কামনা পরিপূর্ণ কর। স্তবাবসানে রাজা, পুনর্বাব সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত কবিয়া, কৃতাঞ্জলি হইযা, দণ্ডায়মান রহিলেন।

অনন্তর আকাশবাণী হইল, রাজন্! আমি তোমাব প্রতি অতিশয় প্রসন্ন হইয়াছি; অভিপ্রেত বর প্রার্থনা কর। রাজা শুনিযা, কৃতার্থম্মন্য হইয়া, আনন্দগদ্গদ স্ববে কহিলেন, জননি! যদি প্রসন্ন হইয়া থাক, কৃপা করিয়া এই বব দাও, যেন আমি অবিলম্বে পুত্রের মুখনিরীক্ষণ কবি। দেবী কহিলেন, বৎস! অবিলম্বে তোমার পুত্র জন্মিবেক, এবং ঐ পুত্র সুশীল, শান্তস্বভাব, সর্ব্বগুণসম্পন্ন, ও সর্ব্ব বিষয়ে পাবদর্শী হইবেক।

কিযৎ দিন অতীত হইলে, রাজার এক পুত্র জন্মিল। রাজা, মহাসমারোহে, সপরিবারে, দেবীর মন্দিরে উপস্থিত হইয়া, স্বহস্তে পূজাকার্য্য সম্পন্ন করিলেন এবং, সমাগত দীন, দরিদ্র, অনাথ প্রভৃতিকে প্রার্থনাধিক ধন দিয়া, পরিতুষ্ট করিয়া বিদায় করিলেন।

এক দিন, দীনদাস নামে তন্তুবায়, কোনও কার্য্য উপলক্ষে, নিজ বন্ধুর সহিত, রাজধানীতে গমন করিতেছিল। দৈবযোগে, তাহার সজাতীয়া, রাজধানীনগরবাসিনী, এক পরম সুন্দরী কন্যা

নয়নগোচর হওয়াতে, দীনদাস তদীয় অসামান্য রূপ লাবণ্য দর্শনে মোহিত হইল। অনন্তর, সে দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইলে, তন্তুবায় মনে মনে চিন্তা করিল, আমাদের মহারাজ, পুত্রবিষয়ে নিতান্ত নিরাশ হইয়াও, ভগবতী কাত্যায়নীর প্রসাদে, বৃদ্ধ বয়সে পুত্রের মুখনিরীক্ষণ করিয়াছেন। দেবীর কৃপাদৃষ্টি হইলে, আমারও এই স্ত্রীরত্নলাভ সম্পন্ন হইতে পারে।

এই চিন্তা করিয়া, দেবীর মন্দিরে প্রবেশ পূর্ব্বক, দৃঢতর ভক্তিযোগ সহকারে, সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়া, তন্তুবায় কৃতাঞ্জলিপুটে মানসিক করিল, ভগবতি। যদি এই কামিনীর সহিত আমার বিবাহ হয়, স্বহস্তে মস্তকচ্ছেদন করিয়া, তোমায় পূজা দিব। এইরূপ মানসিক করিয়া, প্রণাম পূর্ব্বক, সে, আপন বন্ধুর সহিত, নির্দিষ্ট স্থানে প্রস্থান করিল, পরে, নিজালয়ে প্রতিগমন করিয়া, সেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী রমণীর দুঃসহ বিরহানলে দগ্ধহৃদয় হইয়া, আহার, বিহার প্রভৃতি সমস্ত বিষয়ে প্রবৃত্তিশূন্য হইল, এবং, অষ্ট প্রহর, অনন্যমনা ও অনন্যকর্ম্মা হইয়া, কেবল সেই কামিনীর বিভ্রম বিলাস আদি ধ্যান করিতে লাগিল।

তাহার সহচর, স্বীয় প্রিয় বয়স্যের এবংবিধ অপ্রতিবিধেয় স্মরদশার প্রাদুর্ভাব দেখিয়া, নিরতিশয় বিষণ্ণমনা হইল, এবং অশেষবিধ চিন্তা করিয়াও, উপায়নিরূপণে অসমর্থ হইয়া, পরিশেষে তাহার পিতার নিকট সবিশেষ সমস্ত নিবেদন করিল। তাহার পিতা, সমস্ত শ্রবণ ও স্বচক্ষে সমস্ত অবলোকন করিয়া, বিবেচনা করিল, ইহার যেরূপ অবস্থা দেখিতেছি, তাহাতে, বোধ হয়, সেই কন্যার সহিত বিবাহ না হইলে, প্রাণত্যাগ করিতে পারে। অতএব, এ বিষয়ে উপেক্ষা করা বিধেয় নহে, যাহাতে ত্বরায় ইহার অভীষ্ট সিদ্ধ হয়, সে বিষয়ে যত্নবান হওয়া কর্ত্তব্য।

এই স্থির করিয়া, দীনদাসের পিতা, পুত্রের মিত্রকে সমভিব্যাহারে লইয়া, সেই কন্যার পিত্রালয়ে উপস্থিত হইল, এবং, যথোচিত শিষ্টাচার ও মিষ্টালাপেব পর, গৃহস্বামীকে কহিল, আমি তোমার নিকট কিছু প্রার্থনা কবিতে আসিয়াছি, যদি তুমি, দয়া করিয়া, প্রার্থনা পূর্ণ কবিতে সম্মত হও, ব্যক্ত কবি। সে কহিল, যদি সাধ্যাতীত না হয়, অবশ্য করিব, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। এইরূপে গৃহস্বামীকে বচনবদ্ধ করিয়া, দীনদাসেব পিতা, তাহাব নিকট, আপন প্রার্থনা ব্যক্ত করিলে, সে, তৎক্ষণাৎ সম্মত হইয়া, শুভ দিন ও শুভ লগ্ন নির্দ্ধারিত করিয়া, কন্যাদান কবিল। তন্তুবায়তনয়, অভিলষিত দাবসমাগম দ্বারা, কৃতার্থম্মন্য হইয়া, পবম সুখে কালহবণ কবিতে লাগিল।

কিয়ৎ দিন পবে, দীনদাস, শ্বশুবালয়ে কর্ম্মবিশেষ উপস্থিত হওয়াতে, নিমন্ত্রিত হইয়া, পূর্ব্ব বন্ধুকে সমভিব্যাহারে লইয়া, পত্নীর সহিত তথায় প্রস্থান করিল। রাজধানীব নিকটবর্ত্তী হইলে, ভগবতী কাত্যায়নীর মন্দিব দীনদাসের দৃষ্টিগোচর হইল। তখন, পূর্ব্বকৃত মানসিক স্মৃতিপথে আরূঢ় হওয়াতে, সে মনোমধ্যে এই আলোচনা করিতে লাগিল, আমি অতিশয় অসত্যবাদী পামর, দেবীর নিকট মানসিক করিয়া, বিস্মৃত হইয়া রহিয়াছি, জন্মজন্মান্তবেও, আমি এই গুরুতব অপরাধ হইতে নিষ্কৃতি পাইব না। যাহা হউক, এক্ষণে, ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া, দেবীর ধারপরিশোধ করা উচিত।

এইরূপ স্থির করিয়া, দীনদাস স্বীয় সহচরকে কহিল, মিত্র! তুমি ক্ষণ কাল অপেক্ষা কর; আমি, দেবীদর্শন করিয়া, ত্বরায় প্রত্যাগমন করিতেছি। এই বলিয়া, তথায় উপস্থিত ও সন্নিহিত সরোবরে স্নাত হইয়া, সে প্রথমতঃ যথাবিধি পূজা

করিল, অনন্তর, ভগবতি কাত্যায়নি! বহু কাল হইল, আমি তোমার নিকট মানসিক করিয়াছিলাম, অদ্য তাহার পরিশোধ করিতেছি। এই বলিয়া, মন্দিরস্থিত খড়্গ লইয়া, স্কন্ধদেশে আঘাত করিবামাত্র, তাহার মস্তক, দেহ হইতে পৃথগ্‌ভূত হইয়া, ভূতলে পতিত হইল।

দীনদাসের আসিতে অনেক বিলম্ব দেখিয়া, তাহার বন্ধু তাহার স্ত্রীকে কহিল, তুমি এই খানে থাক, আমি বন্ধুকে ডাকিয়া আনি। এই বলিয়া, তথায় গমন করিয়া, মন্দির মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক, সে দেখিল, দীনদাসের মস্তক ও কলেবর পৃথক পৃথক পতিত আছে। তখন সে, হতবুদ্ধি হইয়া, মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিল, সংসার অতি বিরুদ্ধ স্থান, কোনও ব্যক্তিই বোধ করিবেক না, এ স্বয়ং প্রাণত্যাগ করিয়াছে, সকলেই বলিবেক, আমি ইহার স্ত্রীর সৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়া, নির্বিঘ্নে আপন অসৎ অভিপ্রায় সিদ্ধ করিবার নিমিত্ত, ইহার প্রাণবধ করিয়াছি। অকারণে, এরূপ বিরূপ লোকাপবাদে দূষিত হওয়া অপেক্ষা, প্রাণত্যাগ করাই বিধেয়। এই ভাবিয়া, সে ব্যক্তিও, তৎক্ষণাৎ, সেই খড়্গ দ্বারা, আপনার মস্তকচ্ছেদন করিল।

তন্তুবায়তনয়া, বহু ক্ষণ একাকিনী দণ্ডায়মান থাকিয়া, তাহাদের অন্বেষণার্থে, দেবীর মন্দিরে উপস্থিত হইল, এবং, উভয়কেই মৃত পতিত দেখিয়া, বিবেচনা করিল, দৈবদুর্বিপাকে আমার যে দুরবস্থা ঘটিল, তাহাতে বোধ করি, পূর্ব্ব জন্মে অনেক মহাপাতক করিয়াছিলাম। যাহা হউক, যাবজ্জীবন বৈধব্যযন্ত্রণা ভোগ করিয়া, অসার দেহভার বহন করা বিড়ম্বনা মাত্র। আর, লোকেও বিশেষ না জানিয়া বলিবেক, এই স্ত্রী

দুশ্চরিত্রা, আপন অভীষ্টসিদ্ধির নিমিত্ত, স্বামীর ও স্বামীর বন্ধুর প্রাণবধ করিয়াছে। অতএব, সর্ব্ব প্রকারেই, আমার প্রাণত্যাগ কবা উপযুক্ত।

এই বলিয়া, সেই শোণিতলিপ্ত খড়্গ লইয়া, তন্তুবায়তনয়া আত্মশিরশ্ছেদনে উদ্যত হইবামাত্র, দেবী, তৎক্ষণাৎ আবির্ভূতা হইয়া, তাহাব হস্ত ধরিলেন এবং কহিলেন, বৎসে! আমি তোমাব সাহস ও সদ্বিবেচনা দর্শনে প্রসন্ন হইয়াছি, বর প্রার্থনা কব। সে কহিল, জননি! যদি প্রসন্ন হইয়া থাক, ইহাদেব দুই জনের প্রাণদান কর। দেবী তথাস্তু বলিয়া, উভযের কলেবরের সহিত মস্তকের যোগ কবিতে আদেশ দিযা, অন্তর্হিতা হইলেন। তন্তুবায়তনয়া, কাত্যায়নীব বচন শ্রবণে আহ্লাদে অন্ধপ্রায়া হইয়া, একের মস্তক অন্যের শরীরে যোজিত কবিযা দিল। উভয়েই, তৎক্ষণাৎ প্রাণদান পাইয়া, গাত্রোত্থান করিল।

এই রূপে উপাখ্যান শেষ করিয়া, বেতাল বিক্রমাদিত্যকে জিজ্ঞাসা করিল, মহাবাজ! এক্ষণে কোন ব্যক্তি ঐ কন্যার স্বামী হইবেক, বল। বাজা কহিলেন, শুন বেতাল! যেমন নদীব মধ্যে গঙ্গা উত্তম, পর্ব্বতেব মধ্যে সুমেরু উত্তম, বৃক্ষেব মধ্যে কল্পতরু উত্তম, সেইরূপ, সমুদয় অঙ্গের মধ্যে, মস্তক উত্তম, এই নিমিত্তে, শাস্ত্রকারেরা মস্তকেব নাম উত্তমাঙ্গ রাখিয়াছেন। অতএব, যে ব্যক্তির কলেবরে পূর্ব্বস্বামীর উত্তমাঙ্গ যোজিত হইয়াছে, সেই তাহাব স্বামী হইবেক।

ইহা শুনিয়া বেতাল ইত্যাদি।

সপ্তম উপাখ্যান

বেতাল কহিল, মহারাজ ! শ্রবণ কব,

চম্পা নগরে চন্দ্রাপীড় নামে নবপতি ছিলেন। তাঁহাব সুলোচনা নামে ভার্য্যা ও ত্রিভুবনসুন্দবী নামে পবম সুন্দরী কন্যা ছিল। কন্যা কালক্রমে বিবাহযোগ্যা হইলে, বাজা উপযুক্ত পাত্রের নিমিত্ত অতিশয় চিন্তিত হইলেন। নানাদেশীয় রাজাবা ক্রমে ক্রমে অবগত হইলেন, বাজা চন্দ্রাপীড়ের এক পবম সুন্দরী কন্যা আছে, তদীয় রূপ লাবণ্যেব মাধুবী দর্শনে মুনিজনেরও মন মোহিত হয়। তাঁহাবা সকলেই, বিবাহপ্রার্থনায়, নিপুণতর চিত্রকব দ্বাবা স্ব স্ব প্রতিমূর্ত্তি চিত্রিত করাইয়া, চন্দ্রাপীড়েব নিকট পাঠাইতে লাগিলেন। বাজা, মনোনীত করিবাব নিমিত্ত, সেই সকল চিত্র কন্যাব নিকটে উপনীত কবিতে লাগিলেন। কিন্তু, কাহাবও ছবি তাহাব মনোনীত হইল না। তখন রাজা কন্যাব স্বয়ংবরেব আদেশ দিলেন। সে তাহাতে অসম্মতা হইয়া কহিল, তাত। স্বয়ংবর বৃথা আড়ম্বর মাত্র, তাহাতে আমার প্রয়োজন নাই। যে ব্যক্তি বিদ্যা, বুদ্ধি, বিক্রম, এই তিনে অসাধারণ হইবেক, আমি তাহাকেই পতিত্বে পরিগৃহীত কবিব।

কিয়ৎ দিন পরে, দেশান্তব হইতে, চারি বর উপস্থিত হইল। রাজা তাহাদিগকে স্ব স্ব গুণের পরিচয় দিতে বলিলেন। তন্মধ্যে এক ব্যক্তি কহিল, মহারাজ ! আমি, বাল্য কাল অবধি, বহু যত্নে ও বহু পরিশ্রমে, নানা বিদ্যায় নিপুণ হইয়াছি, আর,

আমার এক অসাধারণ গুণ এই যে, প্রতিদিন, একখানি মনোহর বস্ত্র প্রস্তুত করিয়া, পাঁচ রত্ন মূল্যে বিক্রয় করি। তাহাব মধ্যে, সর্ব্বাগ্রে এক রত্ন ব্রাহ্মণহস্তে সমর্পণ করি; দ্বিতীয় দেবসাৎ কবিয়া, তৃতীয় আপন অঙ্গে ধারণ কবি; চতুর্থ ভাবী ভার্য্যার নিমিত্ত বাখিয়া, পঞ্চম দ্বারা নিত্য, নৈমিত্তিক ব্যয়েব নির্বাহ করিয়া থাকি। এই গুণ আমা ভিন্ন অন্য কোনও ব্যক্তিব নাই। আর আমার রূপেব পরিচয় দিবার আবশ্যকতা কি; মহাবাজ স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিতেছেন। দ্বিতীয় কহিল, আমি, জলচর, স্থলচব, সমস্ত পশু পক্ষীব ভাষা জানি, আমার সমান বলবান ত্রিভুবনে আর কোনও ব্যক্তি নাই, আর, আমার আকাব আপনকাব সমক্ষেই উপস্থিত বহিয়াছে। তৃতীয় কহিল, আমি শাস্ত্রে অদ্বিতীয়. আমাব সৌন্দর্য্য সাক্ষাৎ দেখিতেছেন, আপন মুখে বর্ণন কবিয়া, নির্লজ্জ হইবাব প্রয়োজন কি। চতুর্থ কহিল, আমি শস্ত্রবিদ্যায অদ্বিতীয়, শব্দবেধী শব নিক্ষিপ্ত করিতে পারি; আর, আমার রূপলাবণ্যেব বিষয সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ আছে, এবং আপনিও স্বচক্ষে দেখিতেছেন।

এই রূপে, ক্রমে ক্রমে, চাবি জনেব রূপ, গুণ ও বিদ্যাব পরিচয লইযা, বাজা মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিলেন, চাবি জনকেই রূপে, গুণে, ও বিদ্যায় অসাধারণ দেখিতেছি, কাহাকে কন্যা দান কবি। অনন্তর, ত্রিভুবনসুন্দরীর নিকটে গিয়া, চাবি জনের গুণের পরিচয় দিযা, জিজ্ঞাসা করিলেন, বৎসে। এই চারি বর উপস্থিত, তুমি কাহাকে মনোনীত কর। শুনিয়া, ত্রিভুবনসুন্দরী লজ্জায় অধোমুখী ও নিরুত্তবা হইয়া রহিল।

ইহা কহিয়া, বেতাল জিজ্ঞাসা করিল, মহারাজ! কোন

ব্যক্তি, যুক্তিমার্গ অনুসারে, ত্রিভুবনসুন্দরীর পতি হইতে পারে। রাজা কহিলেন, যে ব্যক্তি বস্ত্র নির্মাণ করিয়া বিক্রয় করে, সে জাতিতে শূদ্র, যে ব্যক্তি পশু পক্ষীর ভাষা শিক্ষা করিয়াছে, সে জাতিতে বৈশ্য, যে সমস্ত শাস্ত্রে পারদর্শী হইয়াছে, সে জাতিতে ব্রাহ্মণ; কিন্তু, শস্ত্রবেধী ব্যক্তি কন্যার সজাতীয়, সেই, শাস্ত্র ও যুক্তি অনুসারে, এই কন্যার পরিণেতা হইতে পারে।

ইহা শুনিয়া বেতাল ইত্যাদি।

অষ্টম উপাখ্যান

বেতাল কহিল, মহারাজ।

মিথিলানগরে গুণাধিপ নামে রাজা ছিলেন। দক্ষিণদেশীয়, চিরঞ্জীব নামে, রজঃপূত, তাঁহার বদান্যতা ও গুণগ্রাহকতা কীর্ত্তি শ্রবণ করিয়া, কর্ম্মের প্রার্থনায়, তাঁহার রাজধানীতে উপস্থিত হইল। কিন্তু, তাহার দুরদৃষ্ট ক্রমে, রাজা তৎকালে, সর্ব্বক্ষণ অন্তঃপুরবাসী হইয়া, মহিলাগণের সহবাসে কালযাপন করিতেন, বহু কালেও এক বার রাজসভায় উপস্থিত হইতেন না। সংবৎসর অতীত হইল, তথাপি চিরঞ্জীব রাজার সাক্ষাৎকার-লাভ করিতে পারিল না, এ দিকে, ব্যয়নির্ব্বাহের জন্য, যৎকিঞ্চিৎ যাহা সমভিব্যাহারে আনিয়াছিল, তাহা ক্রমে ক্ষয় প্রাপ্ত হইল।

এই রূপে নিতান্ত নিঃসম্বল হইয়া, চিরঞ্জীব মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিল, প্রায় সংবৎসর অতীত হইল, আশা-রাক্ষসীর মায়ায় মুগ্ধ হইয়া, শ্ববৃত্তি সেবার প্রত্যাশায়, দূর দেশ হইতে আসিয়া, রাজ্যতন্ত্রপরাঙ্মুখ স্ত্রীপরতন্ত্র রাজার আশ্রয় লইয়াছি। অভীষ্টসিদ্ধির কথা দূরে থাকুক, এ পর্য্যন্ত তাঁহার সাক্ষাৎ-কারলাভ করিতেও পারিলাম না। দেবতা, কত দিনে, আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া, রাজাকে অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হইবার মতি ও প্রবৃত্তি দিবেন, তাহাও বুঝিতে পারিতেছি না। আর, এ ব্যক্তিকে অমাত্যায়ত্ত দেখিতেছি, স্বয়ং রাজকার্য্যে মনোযোগ করেন না। কিন্তু, রাজা স্বায়ত্ত না হইলেও, তাঁহার নিকট

মাদৃশ জনের অনায়াসে প্রার্থনাসিদ্ধির সম্ভাবনা নাই। আর, অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হইলেই, যে আমি, এতাদৃশ ব্যক্তির নিকট প্রার্থনা করিয়া, কৃতকার্য্য হইতে পারিব, তাহারই বা নিশ্চয় কি। বিশেষতঃ, এক্ষণে আমি নিঃসম্বল হইলাম; ভিক্ষা দ্বারা উদরান্নসংগ্রহ ব্যতিরেকে, এ স্থলে অবস্থিতি করিবারও উপায় নাই। কিন্তু ভিক্ষাবৃত্তি মৃত্যুযন্ত্রণা অপেক্ষাও সমধিক ক্লেশদায়িনী। অতএব, এক অনিশ্চিত স্ববৃত্তিলাভের প্রত্যাশায়, অন্য এক স্ববৃত্তি অবলম্বন করা, নিতান্ত নির্ঘৃণ ও কাপুরুষের কর্ম্ম। ফলতঃ, আশার দাসত্বস্বীকার করিলেই, নিঃসন্দেহ, দুঃসহ ক্লেশ ভোগ করিতে হয়। যে ব্যক্তি, আশাকে দাসী করিয়া, সকল ক্লেশের মস্তকে পদার্পণ করিয়াছে, তাহারই জীবন সার্থক, যদি সংসারে কেহ সুখী থাকে, তবে সে ব্যক্তিই যথার্থ সুখী। অতএব, অদ্যই আমি, সংসারাশ্রমে জলাঞ্জলি দিয়া, অরণ্যে গিয়া, জগদীশ্বরের আরাধনায় প্রবৃত্ত হইব। এই নিশ্চয় করিয়া, মিথিলাপরিত্যাগ পূর্ব্বক, চিরঞ্জীব অরণ্যে প্রবেশ করিল।

কিয়ৎ দিন পরে, রাজা গুণাধিপ, অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হইয়া, পুনর্বার রাজকার্য্যে নিবিষ্টমনা হইলেন, এবং, কতিপয় দিবসের পর, সৈন্য সামন্ত সমভিব্যাহারে করিয়া, মহাসমারোহে, মৃগয়ায় গমন করিলেন। নানা বনে ভ্রমণ করিয়া, পরিশেষে তিনি, এক মৃগের অনুসরণক্রমে, অশ্বারোহণে, একাকী, অরণ্যের নিবিড়তর প্রদেশে প্রবিষ্ট হইলেন। সকলভুবনপ্রকাশক ভগবান কমলিনীনায়ক অস্তাচলচূড়াবলম্বী হইলে, চারি দিক অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইতে লাগিল; এবং সে মৃগও দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইল।

রাজা, যৎপরোনাস্তি ভীত ও ক্ষুৎপিপাসায় অভিভূত হইয়া,

সাতিশয় বিষণ্ণ ও চিন্তাকুল হইলেন। কিন্তু, ভয়ক্ষোভ অপেক্ষা, বুভুক্ষা ও পিপাসার যন্ত্রণা, ক্রমে ক্রমে, অধিকতর প্রবল হইয়া উঠিল। তিনি, নিতান্ত অধৈর্য্য হইয়া, ইতস্ততঃ জলের অন্বেষণ করিতে করিতে, অরণ্যের মধ্যে অসম্ভাবিত কুটীর দর্শনে সাতিশয় হৃষ্টমনা হইলেন। রজঃপূত চিরঞ্জীব, বিষয়বিরক্ত হইয়া, ঐ কুটীরে তপস্যা করিতেছিল। তথায় উপস্থিত ও কুটীরদ্বারে দণ্ডায়মান হইয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে, কাতরতাপ্রদর্শন পূর্ব্বক, রাজা জলদান দ্বারা প্রাণদানপ্রার্থনা করিলেন। চিরঞ্জীব, আতিথেযতাপ্রদর্শন পূর্ব্বক, তৎক্ষণাৎ, তপোবনসুলভ সুস্বাদ ফল ও সুশীতল জল প্রদান করিল।

রাজা, ফল ও জল পাইয়া, ক্ষুধানিবৃত্তি ও পিপাসাশান্তি করিলেন, এবং নিরতিশয় পরিতৃপ্ত হইয়া, আপনাকে পুনর্জীবিত বোধ করিতে লাগিলেন, পরে, মহোপকারক চিরঞ্জীবের ভাবদর্শনে, প্রকৃত ঋষি বলিয়া বোধ না হওয়াতে, বিনয়নম্র বচনে বলিলেন, মহাশয়! আপনি আমার যে মহোপকার করিলেন, তাহাতে আমি আপনকার নিকট চিরক্রীত রহিলাম। এক্ষণে, এক অনুচিত প্রার্থনা দ্বারা, ধৃষ্টতাপ্রকাশে প্রবৃত্ত হইতেছি, অনুগ্রহ পূর্ব্বক অপরাধমার্জ্জনা করিবেন। আমি ক্রিয়া দ্বারা আপনাকে বিশুদ্ধ তপস্বী দেখিতেছি; কিন্তু, আকার ইঙ্গিত দর্শনে, কোনও ক্রমে, প্রকৃত তপস্বী বলিয়া বোধ হইতেছে না। এ বিষয়ে আমার গুরুতর সংশয় উপস্থিত হইযাছে। আপনি, প্রাণসংশয় সময়ে, জলদান দ্বারা, আমায় প্রাণদান করিয়াছেন; এক্ষণে, কৃপা প্রদর্শন পূর্ব্বক, সংশয়াপনোদন দ্বারা, আমায় চরিতার্থ করুন।

চিরঞ্জীব, রাজার অনুরোধলঙ্ঘনে অসমর্থ হইয়া, আত্মপরিচয়-

প্রদান পূর্ব্বক কহিল, আমি, লোকমুখে মিথিলাধিপতি রাজা গুণাধিপের আশ্রিতপ্রতিপালনকীর্ত্তি শ্রবণ করিয়া, কর্ম্মপ্রার্থনায়, তাঁহার রাজধানীতে গিয়াছিলাম। কিন্তু, আমার ভাগ্যদোষে, রাজা, বিষয়সম্ভোগে আসক্ত হইয়া, সংবৎসরমধ্যেও, অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হইলেন না। তৎপরে, নানা কারণে বিরক্ত হইয়া, আমি অরণ্যবাস আশ্রয় করিয়াছি। কিন্তু, জাতিস্বভাবসিদ্ধ রজোগুণের আতিশয্যবশতঃ, আমার অন্তঃকরণ সাত্ত্বিক কার্য্যে অনুরক্ত হইতেছে না, এখনও রাজসপ্রকৃতিসুলভ বিষয়ানুরাগে বিচলিত হইতেছে। অতএব, আপনকার এ সংশয় নিতান্ত অমূলক নহে, আপনি উত্তম অনুভব করিয়াছেন। রাজা শুনিয়া, মনে মনে, নিরতিশয় লজ্জিত হইলেন, কিন্তু, তখন কিছু মাত্র ব্যক্ত না করিয়া, চিরঞ্জীবের অনুমতিগ্রহণ পূর্ব্বক, তদীয় কুটীরেই রজনীযাপন করিলেন।

পর দিন, প্রভাত হইবা মাত্র, রাজা গুণাধিপ, আত্মপরিচয়-প্রদান পূর্ব্বক, চিরঞ্জীবকে রাজধানীতে লইয়া গেলেন; এবং, সাতিশয় অনুগ্রহভাজন ও প্রিয়পাত্র করিয়া, আপন নিকটে রাখিলেন। তদবধি, তিনি, তাহার প্রতি, সতত, সাতিশয় সদয় ব্যবহার করিতে লাগিলেন। সে ব্যক্তিও, তদীয় নিদেশ সম্পাদনে, প্রাণপণে যত্ন করিতে লাগিল।

একদা রাজা, অনুল্লঙ্ঘনীয় প্রয়োজনবিশেষ বশতঃ, চিরঞ্জীবকে দেশান্তরে প্রেরণ করিলেন। সে, রাজকার্য্যসম্পাদন করিয়া, প্রত্যাগমনকালে, অর্ণবকূলে এক অপূর্ব্ব দেবালয় দেখিতে পাইল। তন্মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক, দেবদর্শন করিয়া, চিরঞ্জীব বহির্গত হইবা মাত্র, এক পরম সুন্দরী কামিনী সহসা তাহার সম্মুখবর্ত্তিনী হইল। তদীয় কোমল কলেবরে লোকাতিগ লাবণ্য অব-

লোকনে মোহিত হইয়া, চিরঞ্জীব একতান মনে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। সেই রমণী, তাহার এইরূপ ভাব দেখিয়া, জিজ্ঞাসা করিল, অহে পুরুষবর! তুমি, কি নিমিত্তে, এ স্থানে আসিয়াছ; এবং, কি নিমিত্তেই বা, চিত্রার্পিতের ন্যায়, দণ্ডায়মান রহিয়াছ। চিরঞ্জীব কহিল, কার্য্য বশতঃ দেশান্তরে গিয়াছিলাম, কার্য্য শেষ করিয়া, স্বদেশে প্রতিগমন করিতেছি, কিন্তু, অকস্মাৎ, তোমার অলৌকিক রূপ লাবণ্য দর্শনে, মোহিত ও হতবুদ্ধি হইয়া, দণ্ডায়মান আছি। তখন, সেই সীমন্তিনী কহিল, তুমি এই সরোবরে অবগাহন কর, তাহা হইলে, আমি তোমার আজ্ঞানুবর্ত্তিনী হইব।

চিরঞ্জীব, শ্রবণ মাত্র, অতিমাত্র হৃষ্ট হইয়া, সরোবরে অবগাহন করিল, কিন্তু, জলের মধ্য হইতে মস্তক উত্তোলিত করিয়া দেখিল, আপন আলয়ে উপস্থিত হইয়াছে। তখন সে, যৎপরোনাস্তি বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া, আর্দ্র বস্ত্র পরিত্যাগ করিল, এবং, অবিলম্বে নরপতিগোচরে উপস্থিত হইয়া, পূর্ব্বাপর সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদিল। এই অদ্ভুত ব্যাপার কর্ণগোচর করিয়া, রাজা অতিশয় চমৎকৃত হইলেন, এবং কহিলেন, তুমি ত্বরায় আমায় ঐ স্থানে লইয়া চল। অনন্তর, উভয়ে, সমুচিত যানে আরোহণ পূর্ব্বক, অর্ণবতীরে উপস্থিত হইয়া, সেই দেবালয়ে প্রবেশ করিলেন, এবং, যথোচিত ভক্তিযোগ সহকারে, পূজা ও প্রণাম করিয়া, বহির্গত হইলেন।

এই সময়ে, সেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী রমণী, রাজার সম্মুখে আসিয়া, দণ্ডায়মান হইল, এবং, তদীয় সৌন্দর্য্য দর্শনে মোহিত হইয়া কহিল, মহারাজ! আমার প্রতি যে আজ্ঞা করিবেন, তাহাই শিরোধার্য্য করিব। রাজা কহিলেন, যদি তুমি, আমার বাক্য

অনুসারে, কার্য্য করিতে চাও, আমার প্রিয়পাত্র চিরঞ্জীবের সহধর্ম্মিণী হও। সে কহিল, আমি তোমার রূপের ও গুণের বশীভূত হইয়াছি, এমন স্থলে, কেমন করিয়া, উহার সহধর্ম্মিণী হইব। রাজা কহিলেন, তুমি এইমাত্র অঙ্গীকার করিয়াছ, আমার আদেশ অনুসারে কর্ম্ম করিবে। সজ্জনেরা, প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া, প্রতিজ্ঞাপ্রতিপালন করেন। অতএব, আপন বাক্যরক্ষা কর, চিরঞ্জীবের সহধর্ম্মিণী হও। পরিশেষে, সেই কামিনী সম্মতিপ্রদর্শন করিলে, রাজা, গান্ধর্ব্ব বিধান দ্বারা, উভয়কে পরস্পর সহচর করিয়া দিয়া, আপন সমভিব্যাহারে, রাজধানীতে লইয়া গেলেন, এবং তাহাদের সচ্ছন্দরূপ জীবিকানির্ব্বাহের যথোচিত ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

বেতাল জিজ্ঞাসিল, মহারাজ! রাজা ও চিরঞ্জীবের মধ্যে, কোন ব্যক্তির অধিক সৌজন্য ও ঔদার্য্য প্রকাশ হইল। রাজা কহিলেন, চিরঞ্জীবের। বেতাল কহিল, কি প্রকারে। বিক্রমাদিত্য কহিলেন, রাজা পরিশেষে চিরঞ্জীবের নানা মহোপকার করিলেন, যথার্থ বটে, কিন্তু, চিরঞ্জীব, মৃগয়াদিবসে, ফল, জল, ও আশ্রয় দান দ্বারা, রাজার যে উপকার করিয়াছিল, তাহার সহিত ও সকলের তুলনা হইতে পারে না।

ইহা শুনিয়া বেতাল ইত্যাদি।

নবম উপাখ্যান।

বেতাল কহিল, মহারাজ।

মগধপুর নামে এক নগর আছে। তথায় বীরবর নামে রাজা ছিলেন। তাঁহার অধিকারে, হিরণ্যদত্ত নামে, এক ঐশ্বর্য্যশালী বণিক বাস করিত। ঐ বণিকের, মদনসেনা নামে, এক পরম সুন্দরী কন্যা ছিল। ঋতুরাজ বসন্ত সমাগত হইলে, মদনসেনা, স্বীয় সহচরীবর্গ সমভিব্যাহারে, উপবনবিহারে গমন করিল। দৈবযোগে, ধর্ম্মদত্ত বণিকের পুত্র সোমদত্তও, পরিভ্রমণবাসনায়, সেই সময়ে, ঐ উপবনে উপস্থিত হইল। সে, কিয়ৎ ক্ষণ, ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া, দূর হইতে দর্শন করিল, এক পরম সুন্দরী, পূর্ণযৌবনা কামিনী, সখীগণ সহিত, ভ্রমণ করিতেছে। ক্রমে ক্রমে নিকটবর্ত্তী হইয়া, সোমদত্ত, মদনসেনার অসামান্য রূপ লাবণ্য নয়নগোচর করিয়া, মোহিত হইল, এবং, নিতান্ত অধৈর্য্য হইয়া, তাহার নিকটে গিয়া কহিল, সুন্দরি! তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও, আমি, তোমার অলৌকিক রূপলাবণ্য দর্শনে, নিতান্ত বিচেতন হইয়াছি। অধিক আর কি বলিব, যদি আমার প্রতি অনুকূল না হও, তোমার সমক্ষে আত্মঘাতী হইব।

মদনসেনা শুনিয়া, সাতিশয় ব্যাকুল হইয়া, সোমদত্তকে, অশেষ প্রকারে, সদুপদেশপ্রদান করিল, কিন্তু, কোনও প্রকারে, তাহাকে প্রকৃতিস্থ করিতে পারিল না। সোমদত্ত, অধিকতর অধৈর্য্য ও ব্যাকুল হইয়া, অঞ্জলি বদ্ধ করিয়া, অশ্রুমুখে, সম্মুখে

দণ্ডায়মান রহিল। তখন মদনসেনা, উদারস্বভাবতা বশতঃ, পরের প্রাণরক্ষা করা প্রধান ধর্ম্ম বোধ করিয়া, কহিল, আগামী পঞ্চম দিবসে, আমার বিবাহ হইবেক, তৎপরে শ্বশুরালয়ে যাইব। প্রতিজ্ঞা করিতেছি, অগ্রে তোমাব সহিত সাক্ষাৎ না করিয়া, স্বামিসেবায় প্রবৃত্ত হইব না। তুমি এক্ষণে ক্ষান্ত হও, গৃহে গমন কর। সোমদত্ত, মদনসেনার বাক্যে আশ্বাসিত হইয়া, বিশ্বাসিত মনে, গৃহে গমন করিল।

তৎপরে, পঞ্চম দিবসে পবিণীতা হইযা, মদনসেনা শ্বশুরালয়ে গেল। বজনী উপস্থিত হইলে, গৃহজনেবা তাহাবে শযনাগারে প্রবেশিত করিল। সে, সর্ব্বাঙ্গ বস্ত্রাবৃত কবিয়া, মৌন অবলম্বন পূর্ব্বক, শয্যার এক পার্শ্বে উপবিষ্টা বহিল। তাহাব স্বামী, পবম সমাদবে করগ্রহণ পূর্ব্বক, প্রিয় সম্ভাষণ কবিতে লাগিল। কিন্তু মদনসেনা, তৎকালোচিত নবোঢ়াচেষ্টিতসমুদয়েব বৈপবীত্যে, সোমদত্তেব বৃত্তান্ত বর্ণন কবিয়া কহিল, যদি তুমি আমায় তাহার নিকটে যাইতে অনুমতি না দাও, আমি আত্মঘাতিনী হইব। তাহার স্বামী প্রথমতঃ বিস্তব নিষেধ কবিল, পবে তাহার আগ্রহেব আতিশয্য দেখিয়া কহিল, যদি তুমি নিতান্তই তাহাব নিকটে যাইতে চাও, যাও, আমি নিষেধ করিতে পারি না; প্রতিজ্ঞাপ্রতিপালন অবশ্যকর্ত্তব্য বটে।

মদনসেনা, এই রূপে স্বামীর সম্মতিলাভ কবিয়া, অর্দ্ধরাত্র সময়ে, একাকিনী সোমদত্তেব আলয়ে চলিল। বাজপথে উপস্থিত হইলে, এক তস্কর তাহার সম্মুখে আসিয়া জিজ্ঞাসিল, সুন্দবি! তুমি কে, এবং, সর্ব্বাঙ্গে সর্ব্বপ্রকার অলঙ্কাব পরিয়া, এ ঘোর রজনীতে, কি অভিপ্রায়ে, কোথায় যাইতেছ। তোমায় একাকিনী দেখিতেছি, অথচ, তোমার অন্তঃকরণে ভয়সঞ্চার

লক্ষিত হইতেছে না। মদনসেনা কহিল, আমি হিরণ্যদত্ত শ্রেষ্ঠীর কন্যা, আমার নাম মদনসেনা, প্রতিজ্ঞাপ্রতিপালনের জন্য, সোমদত্তের নিকটে যাইতেছি।

চোর শুনিয়া, ঈষৎ হাসিয়া, তাহার গাত্র হইতে অলঙ্কার-গ্রহণের উদ্যম করিলে, মদনসেনা ব্যাকুল হইয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে, পূর্ব্বাপর সমস্ত বৃত্তান্তের নির্দ্দেশ করিয়া কহিল, ভ্রাতঃ। আমি, অনেক যত্নে, স্বামীকে সম্মত করিয়া, তাঁহার অনুমতি লইয়া, প্রতিজ্ঞাভার হইতে মুক্ত হইবার উপায় করিয়াছি. তুমি, আমার বেশভঙ্গ করিয়া, প্রতিবন্ধকতাচরণ করিও না। এই স্থানে অবস্থিতি কর, প্রতিজ্ঞা করিতেছি, প্রত্যাগমন-কালে, সমস্ত অলঙ্কার তোমার হস্তে সমর্পণ করিয়া যাইব। চোর, মদনসেনার বাক্যে বিশ্বাস করিয়া, তাহাকে ছাড়িয়া দিল; এবং, সেই স্থানে উপবিষ্ট হইয়া, অলঙ্কারের প্রত্যাশায়, তদীয় প্রত্যা-গমনের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

মদনসেনা, সোমদত্তের শয়নাগারে প্রবেশ করিয়া, তাহাকে সুপ্ত দেখিয়া জাগরিত করিল। সোমদত্ত, মদনসেনার অসম্ভাবিত সমাগমে বিস্ময়াপন্ন হইয়া, জিজ্ঞাসা করিল, তুমি, এই ঘোর রজনীতে, একাকিনী কি প্রকারে কোথা হইতে উপস্থিত হইলে। মদনসেনা কহিল, বিবাহের পর শ্বশুরালয়ে গিয়াছি, তথা হইতে আসিতেছি। কয়েক দিবস হইল, উপবনবিহারকালে, তোমার নিকট যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, সেই প্রতিজ্ঞার প্রতিপালনার্থে উপস্থিত হইয়াছি, এক্ষণে তোমার ইচ্ছা বলবতী। সোমদত্ত জিজ্ঞাসিল, তোমার পতির নিকটে এই বৃত্তান্ত ব্যক্ত করিয়াছ কি না। সে উত্তর দিল, তাঁহার নিকটে সকল বিষয়ের অবিকল বর্ণন করিলাম, তিনি, শুনিয়া ও

বিবেচনা করিয়া, কিঞ্চিৎ কাল পরে, অনুমতিপ্রদান করিলেন; তৎপরে তোমার নিকটে আসিয়াছি।

সৌমদত্ত কিয়ৎ ক্ষণ চিন্তা করিয়া কহিল, আমি পরকীয় মহিলার অঙ্গস্পর্শ করিব না; শাস্ত্রে সে বিষয়ে সবিশেষ দোষ-নির্দেশ আছে। যাহা হউক, তোমার বাক্যনিষ্ঠায ও তোমার পতির ভদ্রতায়, অতিশয় প্রীত হইলাম। অকপট হৃদয়ে বলিতেছি, তুমি প্রতিজ্ঞাভার হইতে মুক্ত হইলে, এক্ষণে যাও, প্রকৃত প্রস্তাবে পতিশুশ্রূষায় প্রবৃত্ত হও।

তদনন্তর, মদনসেনা, প্রত্যাবর্ত্তনকালে, মলিম্লুচের নিকটে উপস্থিত হইল। সে, তাহাকে ত্বরায় প্রত্যাগত দেখিয়া, কারণ জিজ্ঞাসিলে, মদনসেনা সবিশেষ সমস্ত বর্ণন করিল। চোব শুনিয়া, যৎপবোনাস্তি আহ্লাদিত হইয়া, অকপট হৃদয়ে কহিল, আমার অলঙ্কারেব প্রয়োজন নাই। তুমি অতি সুশীলা ও সত্য-বাদিনী। ধর্ম্মে ধর্ম্মে, তোমার যে সতীত্ববক্ষা হইল, তাহাই আমার পরম লাভ। তুমি নির্ব্বিঘ্নে শ্বশুরালযে গমন কর। এই বলিয়া চোর চলিয়া গেল। অনন্তর, মদনসেনা স্বামীব সন্নিধানে উপস্থিত হইলে, সে, আর তাহাব সহিত পূর্ব্ববৎ সম্ভাষণ না করিয়া, অপ্রসন্ন মনে শয়ান রহিল।

ইহা কহিয়া, বেতাল বিক্রমাদিত্যকে জিজ্ঞাসিল, মহারাজ! এই চারি জনের মধ্যে কাহার ভদ্রতা অধিক। রাজা উত্তর দিলেন, চোরের। বেতাল কহিল, কি প্রকারে। বাজা কহিলেন, মদনসেনার স্বামী, তাহাকে অন্যসংক্রান্তহৃদয়া দেখিয়া, পরিত্যাগ করিয়াছিল, প্রশস্ত মনে সোমদত্তের নিকটগমনে অনুমতি দেয় নাই; তাহা হইলে উহার মন এখন অপ্রসন্ন হইত না। আর, সোমদত্ত, উপবনে তাদৃশ অধৈর্য্যপ্রদর্শন করিয়া,

এক্ষণে, কেবল রাজদণ্ডভয়ে, মদনসেনার সতীত্বভঙ্গে পরাঙ্মুখ হইল, আন্তরিক ধর্ম্মভীরুতা প্রযুক্ত নহে। আর, মদনসেনা সোমদত্তের নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, এবং প্রতিজ্ঞাপ্রতিপালন করা উচিত কর্ম্ম বটে, কিন্তু, স্ত্রীলোকের পক্ষে, সতীত্বপ্রতিপালন করাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান ধর্ম্ম। সুতরাং, প্রতিজ্ঞাভঙ্গভয়ে, সতীত্বভঙ্গে প্রবৃত্ত হওয়া, অসতীর কর্ম্ম বলিতে হইবেক, অতএব, তাহার এই সত্যনিষ্ঠা সাধুবাদযোগ্য নহে। কিন্তু, চোর স্বভাবতঃ অর্থগৃধ্নু, সে যে মহামূল্য অলঙ্কার সমস্ত হস্তে পাইয়া, মদনসেনার সতীত্বরক্ষাশ্রবণে সন্তুষ্ট হইয়া, লোভসংবরণ পূর্ব্বক, তাহাকে অক্ষত বেশে গমন করিতে দিল, ইহা অকৃত্রিম ঔদার্য্যের কার্য্য, তাহার সন্দেহ নাই।

ইহা শুনিয়া বেতাল ইত্যাদি।

দশম উপাখ্যান

বেতাল কহিল, মহারাজ!

গৌড়দেশে বর্দ্ধমান নামে এক নগর আছে। তথায়, গুণশেখর নামে, অশেষগুণসম্পন্ন নরপতি ছিলেন। তাঁহার প্রধান অমাত্য অভয়চন্দ্র বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী। নরপতিও, তদীয় উপদেশের বশবর্ত্তী হইয়া, বৌদ্ধ ধর্ম্ম অবলম্বন করিলেন, এবং, স্বয়ং শিবপূজা, বিষ্ণুপূজা, গোদান, ভূমিদান, পিতৃকৃত্য প্রভৃতি শাস্ত্রবিহিত অবশ্যকর্ত্তব্য ক্রিয়াকলাপে এককালে জলাঞ্জলি দিয়া, মন্ত্রিপ্রধান অভযচন্দ্রের প্রতি আদেশ দিলেন, আমার রাজ্য মধ্যে, যেন এই সমস্ত অবৈধ ব্যাপার আব প্রচলিত না থাকে।

সর্ব্বাধিকাবী, বাজকীয় আজ্ঞা অনুসারে রাজ্য মধ্যে এই ঘোষণাপ্রদান কবিলেন, যদি, অতঃপব, কোনও ব্যক্তি এই সকল বাজনিষিদ্ধ অবৈধ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, বাজা তাহার সর্ব্বস্বহবণ ও নির্বাসনরূপ দণ্ডবিধান করিবেন। প্রজারা, কুলক্রমাগত আচার ও অনুষ্ঠানেব পবিত্যাগে নিতান্ত অনিচ্ছু ও রাজাব প্রতি মনে মনে নিবতিশয় অসন্তুষ্ট হইযাও, দণ্ডভয়ে, প্রকাশ্য রূপে তদনুষ্ঠানে বিরত হইল।

এক দিবস, অভয়চন্দ্র রাজার নিকট নিবেদন করিলেন, মহারাজ! সংক্ষেপে ধর্ম্মশাস্ত্রের মর্ম্মপ্রকাশ করিতেছি, শ্রবণ করুন। এ জন্মে, কোনও ব্যক্তি কাহাবও প্রাণহিংসা করিলে, হতপ্রাণ ব্যক্তি, জন্মান্তরে, ঐ প্রাণঘাতকের প্রাণহন্তা হয়। এই উৎকট হিংসাপাপের প্রবলতা প্রযুক্তই, মানবজাতি, সংসারে আসিয়া, জন্মমৃত্যুপরম্পরারূপ দুর্ভেদ্য শৃঙ্খলে বদ্ধ থাকে। এই

নিমিত্তই, শাস্ত্রকারেরা নিরূপণ করিয়াছেন, অহিংসা, মনুষ্যের পক্ষে, সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্ম। মহারাজ! দেখুন, হরি, হর, বিরিঞ্চি প্রভৃতি প্রধান দেবতারাও, কেবল কর্ম্মদোষে, সংসারে আসিয়া, বারংবার অবতার হইতেছেন। অতএব, অতি প্রবল জন্তু হস্তী অবধি, অতি ক্ষুদ্র জন্তু কীট পর্য্যন্ত, প্রত্যেক জীবের প্রাণরক্ষা করা সর্ব্বপ্রধান কর্ম্ম ও পরমপবিত্র ধর্ম্ম। আর, বিবেচনা করিয়া দেখিলে, মনুষ্যেরা যে পরমাংস দ্বারা আপন মাংসবৃদ্ধি করে, ইহা অপেক্ষা গুরুতর অধর্ম্ম ও যার পর নাই অসৎ কর্ম্ম আর নাই। এবংবিধ ব্যক্তিরা, দেহান্তে নরকগামী হইয়া, অশেষ প্রকারে যাতনাভোগ করে। বিশেষতঃ, যে ব্যক্তি, স্বদৃষ্টান্ত অনুসারে, অন্যের দুঃখ বিবেচনা না করিয়া, প্রাণহিংসা পূর্ব্বক, মাংসভক্ষণ দ্বারা, স্বীয় রসনা পরিতৃপ্ত করে, সে রাক্ষস, তাহার আয়ু, বিদ্যা, বল, বিত্ত, যশ প্রভৃতি হ্রাস প্রাপ্ত হয়, এবং সে কাণ, খঞ্জ, কুব্জ, মূক, অন্ধ, পঙ্গু, বধির রূপে পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করে। আর, সুরাপান অপেক্ষা গুরুতর পাপ আর নাই। অতএব, জীবহিংসা ও সুরাপান, সর্ব্ব প্রযত্নে, পরিত্যাগ করা উচিত।

ঈদৃশ অশেষবিধ উপদেশ দ্বারা, অভয়চন্দ্র বৌদ্ধ ধর্ম্মে রাজার এরূপ শ্রদ্ধা ও অনুরাগ জন্মাইল যে, যে ব্যক্তি, তাঁহার সমক্ষে, ঐ ধর্ম্মের প্রশংসা করিত, সে অশেষ প্রকারে রাজ-প্রসাদভাজন হইত। ফলতঃ, রাজা, সবিশেষ অনুরাগ ও ভক্তিযোগ সহকারে, স্বীয় অধিকারে, অবলম্বিত অভিনব ধর্ম্মের বহুল প্রচার করিলেন।

কালক্রমে রাজার লোকান্তরপ্রাপ্তি হইলে, তাঁহার পুত্র ধর্ম্মধ্বজ পৈতৃক সিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন। তিনি, সনাতন

বেদশাস্ত্রের অনুবর্ত্তী হইয়া, বৌদ্ধদিগের যথোচিত তিরস্কার ও নানাপ্রকার দণ্ড করিতে লাগিলেন, পিতার প্রিয়পাত্র প্রধান মন্ত্রীকে, শিরোমুণ্ডন পূর্ব্বক, গর্দ্দভে আরোহণ ও নগরপ্রদক্ষিণ করাইয়া, দেশবহিষ্কৃত করিলেন, এবং, বৌদ্ধ ধর্ম্মের সমূলে উন্মূলন করিয়া, বেদবিহিত সনাতন ধর্ম্মের পুনঃস্থাপনে অশেষপ্রকার যত্ন ও প্রয়াস করিতে লাগিলেন।

কিয়ৎ দিন পরে, ঋতুরাজ বসন্তের সমাগমে, রাজা ধর্ম্মধ্বজ, মহিষীত্রয় সমভিব্যাহারে, উপবনবিহারে গমন করিলেন। সেই উপবনে এক সুশোভন সরোবর ছিল। রাজা, তাহাতে কমল সকল প্রফুল্ল দেখিয়া, স্বয়ং জলে অবতরণ পূর্ব্বক, কতিপয় পুষ্প লইয়া, তীরে আনিয়া, এক মহিষীর হস্তে দিলেন। দৈবযোগে, একটি পদ্ম, মহিষীর হস্ত হইতে স্খলিত হইয়া, তদীয় বাম পদে পতিত হওয়াতে, উহার আঘাতে তাঁহার সেই পদ ভগ্ন হইল। তখন রাজা, হা হতোঽস্মি বলিয়া, অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া, প্রতীকারচেষ্টা করিতে লাগিলেন। সায়ংকাল উপস্থিত হইল। সুধাকরের উদয় হইবামাত্র, তদীয় অমৃতময় শীতল কিরণমালার স্পর্শে, দ্বিতীয়া মহিষীর গাত্র স্থানে স্থানে দগ্ধ হইয়া গেল। আর, তৎকালে, অকস্মাৎ এক গৃহস্থের ভবনে উদূখলের শব্দ হইল, সেই শব্দ শ্রবণবিবরে প্রবিষ্ট হইবামাত্র, তৃতীয়া মহিষীর শিরোবেদনা ও মূর্চ্ছা হইল।

ইহা কহিয়া বেতাল জিজ্ঞাসিল, মহারাজ! উহাদের মধ্যে কোন কামিনী অধিক সুকুমারী। রাজা কহিলেন, সুধাকরকরস্পর্শে যে রাজমহিষীর দেহ দগ্ধ হইল, আমার মতে, সেই সর্ব্বাপেক্ষা সুকুমারী।

ইহা শুনিয়া বেতাল ইত্যাদি।

একাদশ উপাখ্যান

বেতাল কহিল, মহারাজ !

পুণ্যপুর নগরে, বল্লভ নামে, নিরতিশয় প্রজাবল্লভ নরপতি ছিলেন। তাঁহার অমাত্যের নাম সত্যপ্রকাশ। এক দিবস. রাজা সত্যপ্রকাশের নিকট কহিলেন, দেখ, যে ব্যক্তি, রাজ্যেশ্বর হইয়া, অভিলাষানুরূপ বিষয়ভোগ না করে, তাহার রাজ্য ক্লেশপ্রপঞ্চ মাত্র। অতএব, অদ্যাবধি, আমি ইচ্ছানুরূপ বৈষয়িক সুখসম্ভোগে প্রবৃত্ত হইব, তুমি, কিয়ৎ কালের নিমিত্তে, সমস্ত রাজকার্য্যের ভারগ্রহণ করিয়া, আমায় একবারে অবসর দাও। ইহা কহিয়া, অমাত্যহস্তে সমস্ত সাম্রাজ্যের সম্পূর্ণ ভারার্পণ করিয়া, রাজা, অনন্যমনা ও অনন্যকর্ম্মা হইয়া, কেবল ভোগসুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন। সত্যপ্রকাশ, অগত্যা, রাজকীয় প্রস্তাবে সম্মত হইলেন, কিন্তু, স্বতন্ত্র রাজতন্ত্রনির্ব্বাহ ও অহর্নিশ দুরবগাহ নীতিশাস্ত্রের অবিশ্রান্ত পর্য্যালোচনা দ্বারা, একান্ত ক্লান্ত হইতে লাগিলেন।

এক দিবস, অমাত্য আপন ভবনে, উৎকণ্ঠিত মনে, নির্জ্জনে বসিয়া আছেন; এমন সময়ে, তাঁহার গৃহলক্ষ্মী লক্ষ্মীনাম্নী পত্নী তথায় উপস্থিত হইলেন, এবং, স্বামীকে সাতিশয় অবসন্ন ও নিরতিশয় দুর্ভাবনাগ্রস্ত দেখিয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন, এখন, কি নিমিত্তে, তোমায় সতত উৎকণ্ঠিত দেখিতে পাই; এবং, কি নিমিত্তেই বা, তুমি দিন দিন দুর্ব্বল হইতেছ। তিনি কহিলেন, রাজা, আমার উপর সমস্ত বিষয়ের সম্পূর্ণ ভার দিয়া, নিশ্চিন্ত

হইয়া, ভোগসুখে কালযাপন করিতেছেন। তদীয় আদেশ অনুসারে, ইদানীং, আমায় রাজশাসন ও প্রজাপালন সংক্রান্ত সমস্ত বিষয় সম্পন্ন করিতে হইতেছে। রাজ্যের নানাবিষয়ক বিষম চিন্তা দ্বারা, আমি এরূপ দুর্বল হইতেছি। তখন তাঁহার পত্নী কহিলেন, তুমি, অনেক দিন, একাকী সমস্ত রাজকার্য্য নিষ্পন্ন করিলে, এক্ষণে, কিছু দিনের অবকাশ লইয়া, নিশ্চিন্ত হইয়া, তীর্থপর্য্যটন কর।

সত্যপ্রকাশ, সহধর্ম্মিণীর উপদেশ অনুসারে, নৃপতিসমীপে বিদায় লইয়া, তীর্থপর্য্যটনে প্রস্থান করিলেন। তিনি, ক্রমে ক্রমে, নানা স্থানের তীর্থদর্শন করিয়া, পরিশেষে, সেতুবন্ধ রামেশ্বরে উপস্থিত হইলেন। তথায় তিনি, রামচন্দ্রের প্রতিষ্ঠিত দেবাদিদেব মহাদেবের মন্দিরে প্রবেশ পূর্ব্বক, দর্শনাদি করিয়া, নির্গত হইলেন, এবং, সমুদ্রে দৃষ্টিপাত মাত্র, দেখিতে পাইলেন, প্রবাহমধ্য হইতে এক অদ্ভূত স্বর্ণময় মহীরুহ বহির্গত হইল। ঐ মহীরুহের শাখায় উপবিষ্ট হইয়া, এক পরম সুন্দরী পূর্ণযৌবনা কামিনী, হস্তে বীণা লইয়া, মধুর, কোমল, তানলয়বিশুদ্ধ স্বরে, সঙ্গীত করিতেছে। সত্যপ্রকাশ, বিস্ময়াবিষ্ট ও অনন্যদৃষ্টি হইয়া, নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। কিয়ৎ ক্ষণ পরে, ঐ অদ্ভুত মহীরুহ প্রবাহগর্ব্ভে বিলীন হইল।

ঈদৃশ অঘটনঘটনা নিরীক্ষণে চমৎকৃত হইয়া, সত্যপ্রকাশ, ত্বরায় স্বদেশে প্রতিগমন পূর্ব্বক, নরপতিগোচরে উপস্থিত হইলেন, এবং, কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিলেন, মহারাজ! আমি এক অদৃষ্টচর, অশ্রুতপূর্ব্ব আশ্চর্য্যদর্শন করিয়াছি; কিন্তু, বর্ণন করিলে, তাহাতে, কোনও প্রকারে, আপনকার বিশ্বাস জন্মাইতে পারিব না। প্রাচীন পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন, যাহা

কাহারও বুদ্ধিগম্য ও বিশ্বাসযোগ্য না হয়, তাদৃশ বিষয়ের কদাপি নির্দ্দেশ করিবেক না; করিলে কেবল উপহাসাস্পদ হইতে হয়। কিন্তু, মহারাজ! আমি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি; এই নিমিত্ত নিবেদন করিতেছি, যে স্থানে ত্রেতাবতার ভগবান রামচন্দ্র, দুর্বৃত্ত দশাননের বংশধ্বংসবিধানবাসনায়, মহাকায় মহাবল কপিবল সাহায্যে, শতযোজনবিস্তীর্ণ অর্ণবের উপর, লোকাতীতকীর্ত্তিহেতু সেতুসঙ্ঘটন করিয়াছিলেন, তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, কল্লোলিনীবল্লভের প্রবাহমধ্য হইতে, অকস্মাৎ এক স্বর্ণময় ভূরুহ বিনির্গত হইল, তদুপরি এক পরম সুন্দরী রমণী, বীণাবাদন পূর্ব্বক, মধুর স্বরে সঙ্গীত করিতেছে। কিয়ৎ ক্ষণ পরে, সেই বৃক্ষ কন্যা সহিত জলে মগ্ন হইয়া গেল। এই অদ্ভুত ব্যাপার দর্শনে বিস্ময়সাগরে মগ্ন হইয়া, তীর্থপর্য্যটন পরিত্যাগ পূর্ব্বক, আমি আপনকার নিকট ঐ বিষয়ের সংবাদ দিতে আসিয়াছি।

রাজা শ্রবণ মাত্র, অতিমাত্র কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া, পুনর্ব্বার সত্যপ্রকাশের হস্তে রাজ্যের ভারপ্রদান পূর্ব্বক, সেতুবন্ধ রামেশ্বরে উপস্থিত হইলেন। নিরূপিত সময়ে, মহাদেবের পূজা করিয়া, মন্দির হইতে বহির্গত হইবা মাত্র, সত্যপ্রকাশের বর্ণনানুরূপ ভূরুহ মহীপতির নয়নগোচর হইল। তাঁহার উল্লিখিত সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী কামিনীর সৌন্দর্য্য সন্দর্শনে ও সঙ্গীত শ্রবণে, বিমূঢ় ও পূর্ব্বাপরপর্য্যালোচনাপরিশূন্য হইয়া, রাজা অর্ণবপ্রবাহে লম্ফপ্রদান পূর্ব্বক, অল্প ক্ষণ মধ্যে ঐ বৃক্ষে আরোহণ করিলেন। বৃক্ষও, মহীপতি সহিত, তৎক্ষণাৎ পাতালপুরে প্রবিষ্ট হইল।

অনন্তর, সেই রমণী রাজার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, অহে বীরপুরুষ! তুমি কে, কি অভিপ্রায়ে এ স্থানে আগমন

করিলে, বল। তিনি কহিলেন, আমি পুণ্যপুরের রাজা; আমার নাম বল্লভ; তোমার সৌন্দর্য্য ও সৌকুমার্য্য দর্শনে মুগ্ধ হইয়া আসিয়াছি। এই কথা শুনিয়া, সেই রমণী কহিল, আমি তোমার সাহসে সন্তুষ্ট হইয়াছি। যদি তুমি, কেবল কৃষ্ণ পক্ষের চতুর্দশীতে, আমার সহিত সর্ব্ব প্রকারে সম্পর্কশূন্য হইতে পার, তাহা হইলে, আমি তোমার সহধর্ম্মিণী হই। রাজা শুনিয়া, আহ্লাদ-সাগরে মগ্ন হইয়া, তৎক্ষণাৎ তদীয় প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। তৎপরে সে রাজাকে, এই নিয়মের রক্ষার্থে, পুনরায় প্রতিজ্ঞা-পাশে বদ্ধ করিয়া, গান্ধর্ব্ব বিধানে আপন প্রতিজ্ঞা সম্পন্ন করিল। রাজা, নব মহিষীর সহিত, পরম কৌতুকে, কালযাপন করিতে লাগিলেন।

কৃষ্ণ চতুর্দশী উপস্থিত হইল। রাজমহিষী, সাতিশয় আগ্রহ ও নিরতিশয় ব্যগ্রতা প্রদর্শন পূর্ব্বক, নিকটে থাকিতে নিষেধ করিলে, রাজা, পূর্ব্বকৃত প্রতিজ্ঞা অনুসারে, তৎক্ষণাৎ তথা হইতে অপসৃত হইলেন। কিন্তু, কি কারণে পূর্ব্বে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিয়াছিল, এবং এক্ষণে, এতাদৃশ আগ্রহ ও ব্যগ্রতা প্রদর্শন পূর্ব্বক, পুনর্ব্বার নিষেধ করিল, যাবৎ ইহা সবিশেষ অবগত না হইব, তাবৎ আমার অন্তঃকরণে এক বিষম সংশয় থাকিবেক। অতএব, ইহার তথ্যানুসন্ধান করা আবশ্যক। এই বলিয়া, কৌতূহলাকুলিত চিত্তে, অন্তরালে থাকিয়া, রাজা অবলোকন করিতে লাগিলেন।

অর্দ্ধরাত্র সময়ে, এক রাক্ষস আসিয়া কন্যার অঙ্গে করার্পণ করিল। রাজা দেখিয়া, একান্ত অসহমান হইয়া, করতলে করাল করবাল ধারণ পূর্ব্বক, তৎক্ষণাৎ তথায় উপস্থিত হইলেন, এবং, অশেষপ্রকার তিরস্কার করিয়া কহিলেন, অরে দুরাচার

রাক্ষস! তুই, আমার সমক্ষে, প্রিয়তমার অঙ্গে হস্তার্পণ করিস না। যাবৎ তোরে না দেখিয়াছিলাম, তাবৎ অন্তঃকরণে ভয় ছিল, এক্ষণে দেখিয়া নির্ভয় হইয়াছি, এবং তোর প্রাণদণ্ড করিতে আসিয়াছি। এই বলিয়া, তিনি খড়্গপ্রহার দ্বারা তাহার শিরশ্ছেদন করিলেন। তখন রাজমহিষী, অকৃত্রিম পরিতোষ প্রদর্শন পূর্ব্বক, কহিলেন, তুমি, দুর্দান্ত রাক্ষসের হস্ত হইতে মুক্ত করিয়া, আমায় জীবনদান করিলে। আমি, এত কাল, কি যন্ত্রণাভোগ করিয়াছি, বলিতে পারি না।

রাজা জিজ্ঞাসিলেন, সুন্দরি! কি কারণে তুমি, এতাবৎ কাল পর্য্যন্ত, এই দারুণ দৈবদুর্বিপাকে পতিত ছিলে, বল।

তিনি কহিলেন, মহারাজ! শ্রবণ কর। আমি বিদ্যাধর নামক গন্ধর্ব্বরাজের কন্যা, আমার নাম রত্নমঞ্জরী। ভোজনকালে আমি নিকটে উপবিষ্ট না থাকিলে, পিতার তৃপ্তি হইত না; এজন্য, নিত্যই, ভোজন সময়ে তাঁহার সন্নিহিত থাকিতাম। এক দিন, বাল্যখেলায় আসক্ত হইয়া, ভোজনবেলায় গৃহে উপস্থিত ছিলাম না। পিতা, আমার অপেক্ষায়, বুভুক্ষায় অভিভূত হইয়া, ক্রোধভরে এই শাপ দিলেন, অদ্যাবধি তুমি রসাতলবাসিনী হইবে, এবং, কৃষ্ণ পক্ষের চতুর্দ্দশীতে, এক রাক্ষস আসিয়া তোমায় অশেষ প্রকারে যন্ত্রণা দিবে। আমি শুনিয়া অত্যন্ত কাতর হইলাম; এবং, পিতার চরণে ধরিয়া, বহুবিধ স্তুতি ও বিনীতি করিয়া, নিবেদন করিলাম, পিতঃ! আমার দুরদৃষ্ট বশতঃ, সামান্য অপরাধে, উৎকট দণ্ডবিধান করিলেন। এক্ষণে, কৃপা করিয়া, শাপমোচনের কোনও উপায় করিয়া দেন, নতুবা, কত কাল যন্ত্রণাভোগ করিব। ইহা কহিয়া, আমি, বিষণ্ণ বদনে, রোদন করিতে লাগিলাম। তখন তিনি, পূর্ব্বার্জ্জিত স্নেহরসের সহায়তা

দ্বারা, আমার বিনয়ের বশীভূত হইয়া কহিলেন, এক মহাবল পরাক্রান্ত বীর পুরুষ আসিয়া, সেই রাক্ষসের প্রাণদণ্ড করিয়া, তোমার শাপমোচন করিবেন। আমি, সেই শাপে, এই পাপে আশ্লিষ্ট ছিলাম। বহু দিনেব পর, তুমি আমায় মুক্ত করিলে। এক্ষণে, অনুমতি কর, পিতৃদর্শনে যাই।

রাজা কহিলেন, যদি তুমি উপকার স্বীকার কব, অগ্রে এক বাব আমার বাজধানীতে চল, পবে পিতৃদর্শনে যাইবে। বত্নমঞ্জরী, মহোপকাবকেব নিকট অবশ্যকর্ত্তব্য কৃতজ্ঞতাস্বীকাবেব অন্যথাভাবে অধর্ম্ম জানিয়া, বাজাব প্রার্থনায় সম্মত হইলে, তিনি, তাহাবে সমভিব্যাহাবে লইয়া, বাজধানীতে উপস্থিত হইলেন; এবং, কিছু দিন, তদীয় সহবাসে বিষয়বসে কালযাপন করিয়া, পরিশেষে, নিতান্ত অনিচ্ছা পূর্ব্বক, তাহাকে পিতৃদর্শনে যাইতে অনুমতি দিলেন। তখন রত্নমঞ্জবী কহিলেন, মহাবাজ! বহু কাল মনুষ্যসহবাস দ্বাবা, আমার গন্ধর্ব্বত্ব গিযাছে, এখন, সর্ব্বতোভাবে, মনুষ্যভাবাপন্ন হইযাছি। পিতা আমার সর্ব্ব-গন্ধর্ব্বপতি, এক্ষণে, তাঁহার নিকটে গিয়া, সমুচিত সমাদর পাইব না। অতএব, আব আমার তথায যাইতে অভিলাষ নাই, তোমার নিকটেই যাবজ্জীবন অবস্থিতি কবিব। রাজা শুনিয়া অতিশয় হর্ষ প্রাপ্ত হইলেন, এবং, রাজকার্য্যে এক-কালে জলাঞ্জলি দিয়া, দিন যামিনী, সেই কামিনীর সহিত, বিষযবাসনায় কালযাপন কবিতে লাগিলেন। এই সমস্ত ব্যাপার দেখিয়া, প্রধান অমাত্য সত্যপ্রকাশ প্রাণত্যাগ করিলেন।

ইহা কহিয়া, বেতাল জিজ্ঞাসিল, মহারাজ! কি কারণে, অমাত্য প্রাণত্যাগ করিলেন, বল। বিক্রমাদিত্য কহিলেন, মন্ত্রী বিবেচনা করিলেন, রাজা, বিষয়রসে আসক্ত হইয়া, রাজ্য-

চিন্তায় জলাঞ্জলি দিলেন; প্রজা অনাথ হইল। অতঃপর, আর কোনও ব্যক্তি আমার প্রতি সমুচিত শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিবেক না। অহোরাত্র, এই বিষম চিন্তাবিষ শরীরে প্রবিষ্ট হওয়াতে, সত্যপ্রকাশের প্রাণবিয়োগ হইল।

ইহা শুনিয়া বেতাল ইত্যাদি।

দ্বাদশ উপাখ্যান

বেতাল কহিল, মহারাজ !

চূড়াপুরে, দেবস্বামী নামে, এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তিনি রূপে রতিপতি, বিদ্যায় বৃহস্পতি, সম্পদে ধনপতি ছিলেন। কিয়ৎ দিন পরে, দেবস্বামী, লাবণ্যবতী নামে, এক গুণবতী ব্রাহ্মণতনয়ার পাণিগ্রহণ করিলেন। ঐ কন্যা রূপ লাবণ্যে ভুবনবিখ্যাত ছিল। উভয়ে প্রণয়ে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

একদা বিপ্রদম্পতী, গ্রীষ্মের প্রাদুর্ভাব প্রযুক্ত, অট্টালিকার উপবিভাগে শয়ন করিয়া, নিদ্রা যাইতেছিলেন। সেই সময়ে, এক গন্ধর্ব্ব, বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক, আকাশপথে ভ্রমণ করিতেছিল। দৈবযোগে, বিপ্রকামিনীর উপর দৃষ্টিপাত হওয়াতে, সে তদীয় অলৌকিক রূপলাবণ্যদর্শনে মোহিত হইল, এবং, বিমান কিঞ্চিৎ অবতীর্ণ করিয়া, নিদ্রান্বিতা লাবণ্যবতীকে লইয়া পলায়ন করিল।

কিযৎ ক্ষণ বিলম্বে নিদ্রাভঙ্গ হইলে, দেবস্বামী, স্বীয় প্রেয়সীকে পার্শ্বশায়িনী না দেখিয়া, অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া, ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু, কোনও সন্ধান না পাইয়া, সাতিশয় বিষণ্ণ ভাবে, নিশাযাপন করিলেন। পর দিন, প্রভাত হইবামাত্র, তিনি, অতিমাত্র ব্যগ্র ও চিন্তাকুল চিত্তে, পুনর্বার, বিশেষ করিয়া, অশেষপ্রকার অনুসন্ধান করিলেন, পরিশেষে, নিতান্ত নিরাশ্বাস ও উন্মত্তপ্রায় হইয়া, সংসারাশ্রমে বিসর্জ্জন দিয়া, সন্ন্যাসীর বেশে দেশে দেশে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

এক দিন, দেবস্বামী, দিবা দ্বি প্রহরের সময়, অতিশয় ক্ষুধার্ত্ত হইয়া, এক ব্রাহ্মণের আলয়ে অতিথি হইলেন; কহিলেন,

আমি ক্ষুধায় অত্যন্ত কাতর হইয়াছি, কিছু ভোজনীয় দ্রব্য দিয়া, আমার প্রাণরক্ষা কর। গৃহস্থ ব্রাহ্মণ, তৎক্ষণাৎ, এক পাত্র দুগ্ধে পরিপূর্ণ করিয়া, অতিথি ব্রাহ্মণের হস্তে অর্পণ করিলেন। গ্রহবৈগুণ্য বশতঃ, ইতঃপূর্ব্বে, এক কৃষ্ণসর্প ঐ দুগ্ধে মুখার্পণ করাতে, তাহা অতিশয় বিষাক্ত হইয়া ছিল। পান করিবা মাত্র, সেই বিষ, সর্ব্বাঙ্গব্যাপী হইয়া, অতিথি ব্রাহ্মণকে ক্রমে ক্রমে অবসন্ন ও অচেতন করিতে লাগিল। তখন তিনি গৃহস্থ ব্রাহ্মণকে, তুমি বিষভক্ষণ করাইয়া ব্রহ্মহত্যা করিলে, এই বলিয়া ভূতলে পড়িলেন ও প্রাণত্যাগ করিলেন। ব্রাহ্মণ, অকস্মাৎ ব্রহ্মহত্যা দেখিয়া, যার পর নাই বিষণ্ণ হইলেন, এবং, বাটীর মধ্যে প্রবেশিয়া, আপন পত্নীকে, তুই দুগ্ধে বিষ মিশ্রিত করিয়া রাখিয়াছিলি, তাহাতেই ব্রহ্মহত্যা হইল, তুই অতি দুর্বৃত্তা, আর তোর মুখাবলোকন করিব না, ইত্যাদি নানাপ্রকার তিরস্কার ও বহু প্রহার করিয়া, গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন।

ইহা কহিয়া, বেতাল বিক্রমাদিত্যকে জিজ্ঞাসা করিল, মহারাজ। এ স্থলে কোন ব্যক্তি দোষভাগী হইবেক। রাজা কহিলেন, সর্পের মুখে স্বভাবতঃ বিষ থাকে, সুতরাং, সে দোষী হইতে পারে না, গৃহস্থ ব্রাহ্মণ ও তাঁহার ব্রাহ্মণী, সেই দুগ্ধকে বিষাক্ত বলিয়া জানিতেন না, সুতরাং, তাঁহারাও ব্রহ্মহত্যাপাপে লিপ্ত হইবেন না, আর, অতিথি ব্রাহ্মণ, সবিশেষ না জানিয়া, পান করিয়াছেন, এজন্য, তিনিও আত্মঘাতী নহেন। কিন্তু, গৃহস্থ ব্রাহ্মণ, সবিশেষ অনুসন্ধান না করিয়া, নিরপরাধা সহধর্ম্মিণীকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিলেন, তাহাতে তিনি, অকারণে পত্নী পরিত্যাগ জন্য, দুরদৃষ্টভাগী হইবেন।

ইহা শুনিয়া বেতাল ইত্যাদি।

ত্রয়োদশ উপাখ্যান

বেতাল কহিল, মহারাজ !

চন্দ্রহৃদয় নগরে, রণধীর নামে, প্রবলপ্রতাপ নরপতি ছিলেন। রাজা রণধীরের প্রভাবে, প্রজারা চির কাল নিরুপদ্রবে বাস করিত। কিয়ৎ দিন পরে, নগরে গুরুতর চৌর্য্যক্রিয়ার আরম্ভ হইল। পৌরেরা, চৌরের উপদ্রবে অতিশয় ব্যতিব্যস্ত হইয়া, সকলে মিলিয়া, নৃপতিসমীপে স্ব স্ব দুঃখের পরিচয়প্রদান করিল। রাজা সবিশেষ সমস্ত শ্রবণগোচর করিয়া কহিলেন, যাহা হইয়াছে, তাহার আর উপায় নাই, অতঃপর যাহাতে না হইতে পায়, সে বিষয়ে সবিশেষ যত্নবান থাকিলাম। এইরূপ আশ্বাস দিয়া, রাজা নগরবাসীদিগকে বিদায় করিলেন, এবং, নূতন নূতন প্রহরী নিযুক্ত করিয়া, তাহাদিগকে সাতিশয় সতর্কতা পূর্ব্বক নগররক্ষার আদেশ দিয়া, স্থানে স্থানে পাঠাইলেন, বলিয়া দিলেন, চোর পাইলে তাহার প্রাণদণ্ড করিবে। প্রহরীরা, সাতিশয় সাবধানে, নগররক্ষা করিতে লাগিল, তথাপি চৌর্য্যের কিঞ্চিন্মাত্র নিবৃত্তি হইল না, বরং দিনে দিনে বৃদ্ধিই হইতে লাগিল।

পুরবাসীরা, পুনরায় একত্র হইয়া, রাজার নিকটে গিয়া, আপন আপন দুঃখ জানাইলে, তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, এক্ষণে তোমরা বিদায় হও, অদ্য রজনীতে, আমি স্বয়ং নগররক্ষার্থে নির্গত হইব। প্রজারা, রাজাজ্ঞা অনুসারে, স্বীয় স্বীয় আলয়ে গমন করিল। রাজাও, সায়ংকাল উপস্থিত হইলে, অসি,

চর্ম্ম, ও বর্ম্ম ধারণ পূর্ব্বক, একাকী নগররক্ষার্থে নির্গত হইলেন; এবং, কিয়ৎ দূরে গিয়া, এক অপরিচিত ব্যক্তিকে সম্মুখে দেখিয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কে, কোথায় যাইতেছ, তোমার বাস কোথায়। সে কহিল, আমি চোর; তুমি কে, কি নিমিত্তে আমার পরিচয় লইতেছ, বল। রাজা ছল করিয়া বলিলেন, আমিও চোর। তখন সে অতিশয় আহ্লাদিত হইয়া কহিল, আইস, উভয়ে একত্র হইয়া চুরি করিতে যাই। রাজা সম্মত হইলেন।

চোর, রাজাকে সহচর করিয়া, এক ধনাঢ্য গৃহস্থের ভবনে প্রবেশ পূর্ব্বক, বহু অর্থ হস্তগত করিল, এবং, নগর হইতে নির্গত হইয়া, কিয়ৎ দূরে গিয়া, এক প্রচ্ছন্ন সুরঙ্গ দ্বারা পাতালে প্রবিষ্ট হইল। আপন আলয়ে উপস্থিত হইয়া, রাজাকে দ্বারদেশে বসিতে আসন দিয়া, সে বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল। এই অবকাশে, এক দাসী আসিয়া, কথায় কথায়, রাজার পরিচয় লইল, এবং সবিশেষ সমস্ত অবগত হইয়া কহিল, মহারাজ! তুমি, কি নিমিত্ত, এই দুর্বৃত্ত দস্যুর আবাসে আসিয়াছ, সে না আসিতে আসিতে, যত দূর পার, পলায়ন কর, নতুবা, সে আসিয়াই তোমার প্রাণসংহার করিবেক। রাজা শুনিয়া সাতিশয় বিষণ্ণ হইলেন, এবং বলিলেন, আমি পথ জানি না, কি রূপে পলাইব, যদি তুমি কৃপা করিয়া পথ দেখাইয়া দাও, তাহা হইলে এ বার আমার প্রাণরক্ষা হয়। তখন সেই দাসী পথ প্রদর্শন করিলে, রাজা পলাইয়া আপন আলয়ে উপস্থিত হইলেন।

পর দিন, প্রভাত হইবা মাত্র, রাজা রণধীর, বহু সৈন্য সামন্ত সমভিব্যাহারে, পূর্ব্বনির্দিষ্ট সুরঙ্গ দ্বারা পাতালে প্রবিষ্ট হইয়া, চোরের ভবনরোধ করিলেন। এক রাক্ষস সেই পাতালস্থ

নগরীর, অধিষ্ঠাত্রী দেবতার ন্যায়, রক্ষণাবেক্ষণ করিত। চোর, রাজকীয় অবরোধ হইতে আত্মরক্ষার নিতান্ত অনুপায় দেখিয়া নগররক্ষক রাক্ষসের শরণাপন্ন হইল, এবং নিবেদন করিল, এক রাজা সসৈন্য আসিয়া আমার উপর আক্রমণ করিয়াছে। যদি তুমি এ সময়ে আমার সহায়তা না কর, অদ্যই তোমার নগর হইতে প্রস্থান করিব। এই বলিয়া, প্রলোভনস্বরূপ তাহার আহারোপযোগী দ্রব্য উপঢৌকন দিয়া চোর সম্মুখে কৃতাঞ্জলি দণ্ডায়মান রহিল। আহারসামগ্রী উপহার পাইয়া, রাক্ষস সাতিশয় সন্তুষ্ট হইল, এবং, তুমি নির্ভয় হও, কিয়ৎ ক্ষণ মধ্যেই, আমি রাজার সমস্ত সৈন্য উচ্ছিন্ন করিতেছি, এই বলিয়া, তৎক্ষণাৎ তথায় উপস্থিত হইয়া, সৈন্যের অন্তর্গত নর, করী, তুরঙ্গ প্রভৃতি এক এক গ্রাসে উদরস্থ করিতে আরম্ভ করিল। রাজা, রাক্ষসের ভয়ানক আকার ও ক্রিয়া দর্শনে অতিশয় কাতর হইয়া, পলায়ন করিলেন। ফলতঃ, যে পলাইতে পারিল, তাহারই প্রাণ বাঁচিল, অবশিষ্ট সমস্ত সৈন্য, সেই দুর্দান্ত রাক্ষসের গ্রাসে পতিত হইয়া, পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল।

রাজা একাকী পলায়ন করিতে লাগিলেন। চোর, রাক্ষসের সহায়তায়, সাহসী ও স্পর্দ্ধাবান হইয়া, তাঁহার পশ্চাৎ ধাবমান হইল, এবং, ক্রমে ক্রমে সন্নিহিত হইয়া, ভর্ৎসনা করিয়া কহিতে লাগিল, অরে কুলাঙ্গার! ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া, এরূপ কাপুরুষতা প্রদর্শন করিতেছিস, তোরে ধিক। রাজা হইয়া, ভঙ্গ দিয়া, রণক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিলে, ইহ লোকে অকীর্ত্তি ও পর লোকে নরকপাত হয়। রাজা, তৎকালে নিতান্ত ব্যাকুল ও সর্ব্বথা উপায়বিহীন হইয়াও, কেবল কুলাভিমান ও খড়্গ, চর্ম্ম সহায় করিয়া, চোরের সম্মুখীন হইলেন।

ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল। পরিশেষে, রাজা রণধীর, চোরকে পরাজিত করিয়া, বন্ধন পূর্ব্বক রাজধানীতে লইয়া গেলেন; এবং, পর দিন প্রাতঃকালে, শূলদানের ব্যবস্থা করিয়া, বধ্যবেশপ্রদান পূর্ব্বক, তাহাকে গর্দ্দভে আরোহণ করাইয়া, নগরের সমস্ত প্রদেশে পরিভ্রমণ করাইতে আদেশ দিলেন। চোর প্রায় সকলেরই সর্ব্বনাশ করিয়াছিল, সুতরাং, সকলেই তাহাকে তদবস্থ দেখিয়া, নিরতিশয় আহ্লাদিত হইয়া, তাহার অশেষপ্রকার তিরস্কার ও রাজার ভূরি ভূরি প্রশংসা করিতে লাগিল।

কিন্তু, ধর্ম্মধ্বজ নামক বণিকের গৃহের নিকটবর্ত্তী হইলে, তাহার কন্যা শোভনা, গবাক্ষদ্বার দিয়া চোরকে নয়নগোচর করিয়া, একবারে মোহিত হইল, এবং, তৎক্ষণাৎ স্বীয় পিতার সমীপবর্ত্তিনী হইয়া কহিল, তুমি রাজার নিকটে গিয়া, যে রূপে পার, ঐ চোরকে ছাড়াইয়া আন। বণিক কহিল, যে চোর সমস্ত নগর নির্দ্ধন করিয়াছে, যাহার নিমিত্তে, রাজার সমস্ত সৈন্য উচ্ছিন্ন হইয়াছে, এবং রাজারও নিজের প্রাণসংশয় পর্য্যন্ত ঘটিয়াছিল, তাহাকে, আমার কথায়, কখনই ছাড়িয়া দিবেন না। শোভনা কহিল, যদি তোমার সর্ব্বস্ব দিলেও, রাজা উহাকে ছাড়িয়া দেন, তাহাও তোমায় করিতে হইবেক। যদি তুমি উহারে না আন, তোমার সমক্ষে আত্মঘাতিনী হইব।

কন্যা ধর্ম্মধ্বজের প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় ছিল, সুতরাং সে, তদীয় নির্বন্ধ উল্লঙ্ঘনে অসমর্থ হইয়া, রাজার নিকটে গিয়া আবেদন করিল, মহারাজ! আমার যে কিছু সম্পত্তি আছে, সমস্ত দিতেছি, আপনি, দয়া করিয়া, এই চোরকে ছাড়িয়া দেন। রাজা কহিলেন, এই চোর আমার ও পৌরবর্গের যৎপরোনাস্তি

অপকার করিয়াছে; আমি, কোনও প্রকারে, উহারে ছাড়িয়া দিব না। তখন ধর্ম্মধ্বজ, আপন কন্যার নিকটে গিয়া কহিল, আমি, সর্ব্বস্বদান পর্য্যন্ত স্বীকার পূর্ব্বক, প্রার্থনা করিলাম, রাজা, কোনও ক্রমে, চোরকে ছাড়িয়া দিতে সম্মত হইলেন না। তখন শোভনা, অভীষ্টসিদ্ধি বিষয়ে নিতান্ত নিরাশ হইয়া, বিষাদ-সাগরে মগ্ন হইল।

এই সময় মধ্যে, রাজপুরুষেরা চোরকে, সমস্ত নগর পরিভ্রমণ করাইয়া, পরিশেষে বধ্যভূমিতে আনয়ন পূর্ব্বক, শূলস্তম্ভের নিকট দণ্ডায়মান করিল। শোভনার অপরূপ বৃত্তান্ত, তৎক্ষণাৎ নগরমধ্যে প্রচারিত হওয়াতে, অনতিবিলম্বে চোরেরও কর্ণগোচর হইল। তখন সে প্রথমতঃ হাসিতে লাগিল, অনন্তর, হাস্য হইতে বিরত হইয়া, রোদন আরম্ভ করিবা মাত্র, রাজপুরুষেরা তাহাকে শূলে আরোহণ করাইল।

বণিককন্যা, চোরের মৃত্যুসংবাদ পাইবা মাত্র, সহগমনের উদ্যোগ করিয়া, বধ্যভূমিতে উপস্থিত হইল, এবং, যথানিয়মে চিতা প্রস্তুত হইলে, চোরকে, শূল হইতে অবতীর্ণ করিয়া, গাঢ় আলিঙ্গন পূর্ব্বক, তাহারে লইয়া মৃত্যুশয্যায় শয়ন করিল।

দাহকেরা অগ্নিপ্রদানে উদ্যত হইল। নিকটে ভগবতী কাত্যায়নী দেবীর মন্দির ছিল। দেবী, তথা হইতে নির্গমন পূর্ব্বক, শ্মশানভূমিতে উপস্থিত হইলেন, এবং কহিলেন, বৎসে! বর প্রার্থনা কর; তোমার সাহস ও সতীত্ব দর্শনে সবিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছি। শোভনা কহিল, জননি! যদি প্রসন্ন হইয়া থাক, এই চোরের জীবনদান কর। দেবী, তথাস্তু বলিয়া, তৎক্ষণাৎ পাতাল হইতে অমৃত আনয়ন পূর্ব্বক, চোরের প্রাণদান করিলেন।

ইহা কহিয়া, বেতাল জিজ্ঞাসা করিল, মহারাজ! চোর, কি নিমিত্তে, প্রথমে হাস্য ও পরে রোদন করিয়াছিল, বল। রাজা কহিলেন, চোর, কন্যার কামনা শুনিয়া, আমার মৃত্যুসময়ে ইহার অনুরাগসঞ্চার হইল, ভগবানের কি ইচ্ছা, কিছুই বুঝা যায় না, এই আলোচনা করিয়া, প্রথমে হাস্য করিয়াছিল, অনন্তর, এই কন্যা, আমার নিমিত্তে, রাজাকে সর্ব্বস্ব দিতে উদ্যত হইয়াছিল, আমি ইহার এমন কি উপকারে আসিতাম, এই অনুশোচনা করিয়া, দুঃখিত হৃদয়ে রোদন করিল।

ইহা শুনিয়া বেতাল ইত্যাদি।

চতুর্দ্দশ উপাখ্যান

বেতাল কহিল, মহারাজ।

কুসুমবতী নগরীতে সুবিচার নামে রাজা ছিলেন। তাঁহার, চন্দ্রপ্রভা নামে, অবিবাহিতা দুহিতা ছিল। রমণীয় বসন্ত কাল উপস্থিত হইলে, রাজকুমারী, উপবনবিহারে অভিলাষিণী হইয়া, পিতার অনুমতিপ্রার্থনা করিলেন। রাজা সম্মত হইলেন; এবং, রাজধানীর অনতিদূরে, যে যোজনবিস্তৃত অতি রমণীয় উপবন ছিল, উহাকে স্ত্রীলোকের বাসোপযোগী করিবার নিমিত্ত, বহুসংখ্যক লোক পাঠাইয়া দিলেন। তাহারা তথায় উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে, বিংশতিবর্ষবয়স্ক, অতি রূপবান, মনস্বী নামে, বিদেশীয় ব্রাহ্মণকুমার, পথিশ্রান্ত ও আতপক্লান্ত হইয়া, উপবনমধ্যবর্ত্তী নিকুঞ্জ মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক, স্নিগ্ধ ছায়াতে নিদ্রাগত ছিল। রাজপরিচারকেরা, তথায় উপস্থিত হইয়া, আবশ্যক কার্য্য সকল সম্পন্ন করিয়া, প্রস্থান করিল। দৈবযোগে, ঐ ব্রাহ্মণকুমার তাহাদের দৃষ্টিপথে পতিত হইল না।

রাজকুমারী, স্বীয় সহচরীবর্গ ও পরিচারিকাগণের সহিত, উপবনে উপস্থিত হইয়া, ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে, ব্রাহ্মণকুমারের সমীপবর্ত্তিনী হইলেন। ভ্রমণকারিণীদিগের পদশব্দে, মনস্বীরও নিদ্রাভঙ্গ হইল। ব্রাহ্মণকুমারের ও রাজকুমারীর চারি চক্ষুঃ একত্র হইলে, ব্রাহ্মণকুমার মোহিত ও মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পড়িল; রাজকুমারীও, আবির্ভূত সাত্ত্বিক ভাবের প্রভাবে, কম্পমানকলেবরা ও বিকলিতচিত্তা হইলেন। সখীগণ, অকস্মাৎ

ঈদৃশ অতিবিষম বিষমশরদশা উপস্থিত দেখিয়া, মনুষ্যবাহ্য যানে আরোহণ করাইয়া, তৎক্ষণাৎ রাজকুমারীকে গৃহে লইয়া গেল। ব্রাহ্মণকুমার, সেই স্থানেই, স্পন্দহীন পতিত রহিল।

শশী ও ভূদেব নামে দুই ব্রাহ্মণ, কামরূপে বিদ্যাশিক্ষা করিয়া, স্বদেশে প্রতিগমন করিতেছিলেন। তাঁহারাও, আতপে তাপিত হইয়া, বিশ্রামার্থে, উপবনস্থ নিকুঞ্জ মধ্যে উপস্থিত হইলেন। প্রবেশমাত্র, সেই ব্রাহ্মণকুমারকে তদবস্থ পতিত দেখিয়া, ভূদেব স্বীয় সহচরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বল দেখি, শশী! এ এরূপ অচেতন হইয়া পতিত আছে কেন। শশী কহিলেন, বোধ করি, কোনও নায়িকা ভ্রূচাপ দ্বারা কটাক্ষবাণ নিক্ষিপ্ত করিয়াছে, তাহাতেই এরূপে পতিত আছে। ভূদেব কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া কহিলেন, ইহাকে জাগরিত করিয়া, সবিশেষ জিজ্ঞাসা করা আবশ্যক।

অনন্তর, ভূদেব, শশীর নিষেধ না মানিয়া, নানাবিধ উপায় দ্বারা, ব্রাহ্মণকুমারের চৈতন্যসম্পাদন করিলেন, এবং জিজ্ঞাসিলেন, অহে ব্রাহ্মণতনয়! কি কারণে তোমার ঈদৃশী দশা ঘটিয়াছে, বল। ব্রাহ্মণকুমার কহিল, যে ব্যক্তি দুঃখ দূর করিতে ইচ্ছু ও সমর্থ, তাহার নিকটেই দুঃখের কথা ব্যক্ত করা উচিত; নতুবা, যার তার কাছে বলিয়া বেড়াইলে, মূঢ়তা মাত্র প্রকাশ পায়। ভূদেব কহিলেন, ভাল, তুমি আমার নিকটে ব্যক্ত কর; আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, যে রূপে পারি, তোমার দুঃখ দূর করিব। মনস্বী কহিল, কিয়ৎ ক্ষণ পূর্ব্বে, এক রাজকন্যা এই উপবনে ভ্রমণ করিতে আসিয়াছিল, তাহাকে দেখিয়া, আমার এই অবস্থা ঘটিয়াছে। অধিক আর কি বলিব, প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তাহাকে না পাইলে, প্রাণত্যাগ করিব।

তখন ভূদেব কহিলেন, তুমি আমার সমভিব্যাহারে চল; যাহাতে তোমার মনোরথ সিদ্ধ হয়, সে বিষয়ে অশেষবিধ যত্ন করিব। আর, যদি তোমার প্রার্থিতসম্পাদনে নিতান্তই কৃতকার্য্য হইতে না পারি, অন্ততঃ, বহুসংখ্যক অর্থ দিয়া বিদায় করিব। মনস্বী কহিল, যদি আমার অভিপ্রেত স্ত্রীরত্নলাভের সদুপায় করিতে পার, তবেই তোমাদের সঙ্গে যাই, নতুবা, ধনের নিমিত্তে, আমার কিছু মাত্র স্পৃহা নাই। ভূদেব, মনস্বীর এই বাক্য শ্রবণগোচর করিয়া, ঈষৎ হাস্য করিলেন, এবং, অবশ্যই তোমার মনোরথ সম্পন্ন করিব, তুমি আমাদের সমভিব্যাহারে চল, এই বলিয়া, আপন আলয়ে লইয়া গেলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া, তিনি তাহাকে এক একাক্ষর মন্ত্র শিখাইয়া দিলেন, বলিলেন, এই মন্ত্রের উচ্চারণ করিলে, তুমি ষোড়শবর্ষীয়া কন্যার আকৃতিধারণ করিবে, এবং, ইচ্ছা করিলেই, পুনর্বার আপন স্বরূপ প্রাপ্ত হইবে।

মনস্বী মন্ত্রবলে ষোড়শবর্ষীয়া কন্যা হইল। ভূদেব অশীতিবর্ষদেশীয়ের আকারধারণ করিলেন; এবং, মনস্বীকে বধূবেশধারণ করাইয়া, রাজা সুবিচারের নিকটে উপস্থিত হইলেন। রাজা, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ দর্শন মাত্র, গাত্রোত্থান করিয়া, প্রণাম পূর্ব্বক, বসিতে আসনপ্রদান করিলেন।

ব্রাহ্মণ, আসনপরিগ্রহ করিয়া, আশীর্বাদ করিলেন, যিনি, এই জগন্মণ্ডল প্রলয়জলধিজলে নিলীন হইলে, মীনরূপধারণ করিয়া, ধর্ম্মমূল অপৌরুষেয় বেদের রক্ষা করিয়াছেন, যিনি, বরাহমূর্ত্তিপরিগ্রহ করিয়া, বিশাল দশনাগ্রভাগ দ্বারা, প্রলয়জলনিমগ্ন মেদিনীমণ্ডলের উদ্ধার করিয়াছেন; যিনি, কূর্ম্মরূপ অবলম্বন করিয়া, পৃষ্ঠে এই সসাগরা ধরা ধারণ করিয়া আছেন;

যিনি, নৃসিংহের আকারস্বীকার করিয়া, নখকুলিশপ্রহার দ্বারা, বিষম শত্রু হিরণ্যকশিপুর বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিয়াছেন; যিনি, দৈত্যরাজ বলিকে ছলিবার নিমিত্ত, বামন অবতার হইয়া, দেবরাজকে পুনর্বার ত্রিলোকীর ইন্দ্রত্বপদে সংস্থাপিত করিয়াছেন; যিনি, জমদগ্নির ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়া, পিতৃবধামর্ষে প্রদীপ্ত হইয়া, তীক্ষ্ণধার কুঠার দ্বারা, মহাবীর্য্য কার্ত্তবীর্য্য অর্জ্জুনের ভুজবনচ্ছেদন করিয়াছেন, এবং, একবিংশতি বার পৃথ্বীকে নিঃক্ষত্রিয়া করিয়া, অরাতিশোণিতজলে পিতৃতর্পণ করিয়াছেন. যিনি, দেবতাগণের অভ্যর্থনা অনুসারে, দশরথগৃহে অংশচতুষ্টয়ে অবতীর্ণ হইয়া, বানরসৈন্য সমভিব্যাহারে, সমুদ্রে সেতুবন্ধন পূর্ব্বক, দুর্বৃত্ত দশাননের বংশধ্বংস করিয়াছেন, যিনি, দ্বাপরযুগের অন্তে, ধর্ম্মসংস্থাপনার্থে, যদুবংশে অংশে অবতীর্ণ হইয়া, দৈত্যবধ দ্বারা ভূমির ভার হরিয়া, অশেষপ্রকার লীলা করিয়াছেন, যিনি, বেদমার্গবিপ্লাবনের নিমিত্ত, বুদ্ধাবতার হইয়া, দয়ালুত্ব, জিতেন্দ্রিয়ত্ব প্রভৃতি সদ্গুণের পরা কাষ্ঠা প্রদর্শিত করিয়াছেন, যিনি, সম্ভলগ্রামে বিষ্ণুযশা নামক ধর্ম্মনিষ্ঠ ব্রহ্মপরায়ণ ব্রাহ্মণের ভবনে অবতীর্ণ হইয়া, ভুবনমণ্ডলে কল্কী নামে বিখ্যাত হইবেন, এবং অতি দ্রুতগামী দেবদত্ত তুরঙ্গমে আরোহণ করিয়া, করতলে করাল করবাল ধারণ পূর্ব্বক, বেদবিদ্বেষী, ধর্ম্মমার্গপরিভ্রষ্ট, নষ্টমতি দুরাচারদিগের সমুচিত দণ্ডবিধান করিবেন, সেই ত্রিলোকীনাথ, বৈকুণ্ঠস্বামী, ভূতভাবন ভগবান আপনার মঙ্গল করুন।

রাজা জিজ্ঞাসিলেন, মহাশয়। কোথা হইতে আসিতেছেন। বৃদ্ধবেশী ভূদেব কহিলেন, মহারাজ! আমি গঙ্গার পূর্ব্ব পার হইতে আসিতেছি। ইনি আমার পুত্রবধূ। ইঁহাকে ইঁহার

পিত্রালয় হইতে আনিতে গিয়াছিলাম; প্রত্যাগমন করিয়া দেখিলাম, মারীভয়ে গ্রামস্থ সমস্ত লোক, স্থানত্যাগ করিয়া, দেশান্তরে প্রস্থান করিয়াছে। গৃহে ব্রাহ্মণী ও বিংশতিবর্ষীয় পুত্র রাখিয়া গিয়াছিলাম; তাহারাও, সেই উপদ্রবের সময়, দেশত্যাগ করিয়াছে; কোথায় গিয়াছে, কিছুই অনুসন্ধান করিতে পারি নাই। জানি না, কত স্থানে ভ্রমণ করিলে, কত কালে, তাহাদিগকে দেখিতে পাইব। তাহাদের অদর্শনে, দুঃসহ শোকভারে আক্রান্ত হইয়া, একবারে, আমি আহার ও নিদ্রায় বিসর্জ্জন দিয়াছি। এক্ষণে মানস করিয়াছি, পুত্রবধূকে বিশ্বস্ত-হস্তে ন্যস্ত করিয়া, তাহাদের অন্বেষণে নির্গত হইব। আপনি দেশাধিপতি, আপনকার ন্যায় প্রকৃত বিশ্বাসভাজন কোথায় পাইব। আপনি অনুগ্রহ করিয়া, আমার প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত, পুত্রবধূটিকে আপনকার আশ্রয়ে রাখুন।

রাজা শুনিয়া মনে মনে বিবেচনা করিলেন, পরকীয় মহিলা গৃহে রাখা অতি কঠিন কর্ম্ম, কিন্তু, অস্বীকার করিলে, ব্রাহ্মণ মনঃক্ষুণ্ণ হইবেন; অতএব, চন্দ্রপ্রভার নিকটে দিয়া, তাহার উপর ইহার রক্ষণাবেক্ষণের ভার দি। এই ব্যবস্থা স্থির করিয়া, তিনি ব্রাহ্মণকে কহিলেন, মহাশয়! আপনি যে আজ্ঞা করিতেছেন, তাহাতে আমি সম্মত হইলাম। ভূদেব, হৃষ্ট চিত্তে আশীর্ব্বাদপ্রয়োগ পূর্ব্বক, রাজার হস্তে পুত্রবধূ ন্যস্ত করিয়া, প্রস্থান করিলেন। রাজাও, অনতিবিলম্বে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া, কন্যার হস্তে কন্যাবেশধারী মনস্বীর ভারসমর্পণ করিলেন।

রাজকন্যা, ব্রাহ্মণবধূকে সমবয়স্কা দেখিয়া, আদর পূর্ব্বক, তাহার ভার লইলেন; এবং, স্বীয় সহোদরার ন্যায়, যত্ন ও স্নেহ

করিতে লাগিলেন। সর্ব্বদা একত্র উপবেশন, একত্র ভোজন, এক শয্যায় শয়ন আদি দ্বারা, পরস্পর প্রণয়সঞ্চার হইতে লাগিল। মনস্বী, ক্রমে ক্রমে, রাজকন্যার প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় হইয়া উঠিল। এক দিবস, সে, রাজকন্যার মনের ভাবপরীক্ষার্থে, কথাপ্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করিল, প্রিয়সখি! তুমি দিবানিশি কি চিন্তা কর, এবং, কি নিমিত্তে, দিন দিন দুর্ব্বল হইতেছ, বল।

রাজপুত্রী কহিলেন, সখি! বসন্তকালে, এক দিন, সখীগণ সঙ্গে লইয়া, বনবিহারে গিয়াছিলাম। তথায়, দৈবযোগে, এক পরম সুন্দর যুবা ব্রাহ্মণকুমার আমার নয়নপথের পথিক হইলেন। তদবধি তদাসক্তচিত্তা হইয়া, তদ্বিরহে দিন দিন এরূপ দুর্ব্বল হইতেছি। দুঃসহ বিরহানল, ক্রমে প্রবল হইয়া, নিরন্তর অন্তর্দাহ করিতেছে। আমার আহার, বিহার, শয়ন, উপবেশন, কোনও বিষয়েই সুখ নাই। দিবানিশি কেবল সেই মোহনী মূর্ত্তির চিন্তা করিয়া, প্রাণধারণ করিতেছি, এবং চতুর্দ্দিক তন্ময় দেখিতেছি। তাঁহার নাম ধাম কিছুই জানি না। ভাবিয়া চিন্তিয়া, কোনও উপায় স্থির করিতে পারি নাই। নিতান্ত নির্লজ্জা হইয়া, কাহারও নিকট মনের বেদনা ব্যক্ত করিতে পারি না। তুমি আমার দ্বিতীয় প্রাণ, তোমার কাছে কোনও কথাই গোপনীয় নাই। তুমি কথায় কথায় জিজ্ঞাসা করিলে, তাহাতেই প্রকাশ করিলাম। ফলতঃ, তোমার নিকটে মনের বেদনা ব্যক্ত করিয়াও, অনেক অংশে, স্বাস্থ্যলাভ হইল। তুমি এ বিষয় অতি গোপনে রাখিবে।

এই রূপে রাজকন্যার অভিপ্রায় বুঝিয়া, মনস্বী আনন্দপ্রবাহে মগ্ন হইল, এবং কহিল, প্রিয়সখি! আমি যদি তোমার প্রিয়সমাগম সম্পন্ন করিতে পারি, আমার কি পারিতোষিক

দাও। রাজকন্যা কহিলেন, সখি! অধিক আর কি বলিব, যদি তুমি তাঁহাকে মিলাইয়া দিতে পার, তোমার দাসী হইয়া, চির কাল চরণসেবা করিব। মনস্বী, তৎক্ষণাৎ আপন স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া, প্রিয় সম্ভাষণ পূর্ব্বক, রাজকুমারীর করগ্রহণ করিল। রাজকন্যা, অসম্ভাবিত প্রিয়সমাগম দ্বারা, মনোরথনদীর পার প্রাপ্ত হইয়া, প্রথমতঃ, বাকপথাতীত হর্ষ, বিস্ময়, লজ্জার উদ্রেক সহকারে, পরম রমণীয় অনির্বচনীয় দশান্তর প্রাপ্ত হইলেন, অনন্তর, লজ্জাভঙ্গ হইলে, মনস্বীর রূপান্তরপ্রতিপত্তিরূপ অদ্ভুত ব্যাপারের নিগূঢ় তত্ত্ব জানিবার জন্য, একান্ত কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া, সবিশেষ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। সে, আপন বিচেতনদশা অবধি, ভূদেবের তিরস্করণী বিদ্যাপ্রদান পর্য্যন্ত আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত রাজকন্যার গোচর করিয়া, গান্ধর্ব্ব বিধানে তাঁহার পাণিগ্রহণ করিল।

কিছু দিনের পর, রাজকুমারী অন্তর্বত্নী হইলেন। এই সময়ে, এক দিন, রাজা সুবিচার সপরিবার অমাত্যভবনে নিমন্ত্রিত হইলেন। রাজকন্যা, এক নিমিষের নিমিত্তেও, ব্রাহ্মণবধূকে নয়নের বহির্বর্তিনী করিতেন না; সুতরাং, তিনি, অমাত্যভবন-প্রস্থানকালে, তাহারে সমভিব্যাহারে লইয়া গেলেন। অমাত্য-পুত্র, ব্রাহ্মণবধূর অসামান্য রূপ লাবণ্য দর্শনে, মোহিত হইল; এবং, নিতান্ত অধৈর্য্য হইয়া, আপন মিত্রের নিকটে কহিল, যদি এই স্ত্রীরত্ন হস্তগত না হয়, প্রাণত্যাগ করিব। ফলতঃ, ক্রমে ক্রমে, মন্ত্রিপুত্রের বিরহবেদনা এরূপ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, যে কেবল দশমী দশা মাত্র অবশিষ্ট রহিল।

তখন তাহার মিত্র, অন্য কোনও উপায় না দেখিয়া, অমাত্যের নিকটে গিয়া, তদীয় অবস্থা ও প্রার্থনা জানাইল।

অমাত্য, অপত্যস্নেহের আতিশয্য বশতঃ, উচিতানুচিতবিবেচনায় বিসর্জন দিয়া, রাজসমীপে সবিশেষ সমস্ত নির্দ্দেশ পূর্ব্বক, ব্রাহ্মণবধূপ্রাপ্তির প্রার্থনা জানাইলেন। রাজা শুনিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন এবং কহিলেন, অরে মূর্খ! স্থাপিত ধন, স্বামীর অনুমতি ব্যতিরেকে, অন্যকে দেওয়া সর্ব্বতোভাবে অতি গর্হিত কর্ম্ম। বিশেষতঃ, ব্রাহ্মণ, কোনও কালে, কোনও ক্রমে, ব্যতিক্রমের আশঙ্কা নাই জানিয়া, বিশ্বাস করিয়া, আমার হস্তে পুত্রবধূসমর্পণ করিয়া গিয়াছেন। বিশ্বাসভঙ্গ, শাস্ত্র ও লোকাচার অনুসারে, যার পর নাই, গর্হিত ব্যবহার। আমি, তোমার অনুরোধে, এরূপ দুষ্ক্রিয়ায়, প্রাণান্তেও, প্রবৃত্ত হইতে পারিব না। মন্ত্রী শুনিয়া, নিরাশ হইয়া, গৃহে প্রতিগমন করিলেন, কিন্তু, পুত্রের তাদৃশী দশা দর্শনে, নিতান্ত কাতর হইয়া, আহার নিদ্রা পরিহার পূর্ব্বক, বিষাদসাগরে মগ্ন হইলেন।

সর্ব্বাধিকারী, ক্রমে ক্রমে, পুত্রের তুল্য দশা প্রাপ্ত হইলে, রাজকার্য্যব্যাঘাতের উপক্রম দেখিয়া, অন্যান্য প্রধান রাজপুরুষেরা রাজার নিকটে নিবেদন করিলেন, মহারাজ! মন্ত্রিপুত্রের যাদৃশী অবস্থা ঘটিয়াছে, তাহাতে তাহার জীবনরক্ষা হওয়া কঠিন। যেরূপ দেখিতেছি, তাহার কোনও অমঙ্গল ঘটিলে, মন্ত্রীও অবধারিত প্রাণত্যাগ করিবেন। এরূপ সর্ব্বাংশে কর্ম্মদক্ষ কার্য্যসহায় দ্বিতীয় ব্যক্তি নাই, সুতরাং, রাজকার্য্যনির্ব্বাহ বিষয়ে বিষম বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইবেক। অতএব, আমরা বিনয়বাক্যে প্রার্থনা করিতেছি, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের পুত্রবধূকে অমাত্যপুত্রের নিকট প্রেরিত করুন। বহু দিন হইল, ব্রাহ্মণের উদ্দেশ নাই, আর তাঁহার আসিবার সম্ভাবনা, কোনও ক্রমে, বোধগম্য হইতেছে না; যদিও কালান্তরে প্রত্যাগমন করেন; ব্রাহ্মণজাতি সাতিশয়

অর্থলোভী; বহুসংখ্যক অর্থ দিয়া, তুষ্ট করিয়া, অনায়াসে বিদায় করিতে পারিবেন; অথবা, কন্যান্তরসঙ্ঘটন করিয়া, তাঁহার পুত্রের বিবাহ দিয়াও, তাঁহাকে তুষ্ট করিতে পারা যাইবেক।

রাজা, নিতান্ত নিরুপায় ভাবিয়া, অবশেষে, ব্রাহ্মণবধূর নিকটে গিয়া, মন্ত্রিপুত্রের প্রার্থনা জানাইলেন। কপটচারী, বধূবেশধারী মনস্বী নিবেদন করিল, মহারাজ! আপনি দেশাধিপতি, আপনকার ইচ্ছা, সর্ব্ব কাল, সর্ব্ব বিষয়ে, সর্ব্বাংশে বলবতী, বিশেষতঃ, এক্ষণে আমি আপনকার আশ্রয়ে আছি, আপনকার আজ্ঞাপ্রতিপালন, আমার পক্ষে, সর্ব্বতোভাবে, সম্পূর্ণ উচিত কর্ম্ম। কিন্তু মহারাজ! বিবেচনা করুন, আমি বিবাহিতা নারী, বিবাহিতা নারীর পুরুষান্তরসেবা শাস্ত্রনিষিদ্ধ ও লোকাচারবিরুদ্ধ। আপনি দণ্ডধারী হইয়া, কি রূপে, ঈদৃশ বিসদৃশ আজ্ঞা করিতেছেন, বুঝিতে পারিতেছি না। মহারাজ! আমি, প্রাণান্তেও, পর পুরুষের মুখ দেখিব না। রাজা শুনিয়া, নিরতিশয় বিষণ্ণ, হতবুদ্ধি, ও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া, অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হইলেন।

মনস্বী, আর এখানে থাকায় ভদ্রস্থতা নাই, অতঃপর পলায়ন করাই সর্ব্বাংশে শ্রেয়ঃ, এই স্থির করিয়া, বধূবেশপরিত্যাগ পূর্ব্বক, কৌশলক্রমে, রাজবাটী হইতে পলায়ন করিল। রাজা, ব্রাহ্মণবধূর অদর্শনবৃত্তান্ত অবগত হইয়া, এক বারে বিষাদপারাবারে মগ্ন হইলেন, এবং ভাবিতে লাগিলেন, এ আবার এক বিষম সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইল, ব্রাহ্মণ আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলে, কি উত্তর দিব, ব্রাহ্মণবধূর নিকট ওরূপ অনুচিত প্রস্তাব করাই অতি অসঙ্গত কর্ম্ম হইয়াছে। যদর্থে প্রার্থনা করিলাম, তাহাও সিদ্ধ হইল না, অথচ ঘোরতর বিপদে পড়িলাম।

এ দিকে, মনস্বী, ভূদেবের নিকটে গিয়া, পূর্ব্বাপর সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিলে, তিনি অতিশয় প্রীত ও চমৎকৃত হইলেন; এবং, স্বীয় সহচর শশীকে বিংশতিবর্ষীয় পুত্র সাজাইয়া, স্বয়ং, পূর্ব্ববৎ বৃদ্ধবেশ ধারণ পূর্ব্বক, রাজসমীপে উপস্থিত হইলেন। রাজা, প্রণাম ও স্বাগতপ্রশ্ন পূর্ব্বক বসিতে আসন দিয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন, মহাশয়ের এত বিলম্ব হইল কেন। ভূদেব কহিলেন, মহারাজ! বিলম্বের কথা কেন জিজ্ঞাসা করেন। অনেক কষ্টে, অনেক অন্বেষণ করিয়া, পুত্র পাইয়াছি। এক্ষণে, পুত্র ও পুত্রবধূ লইয়া, গৃহে যাইব। রাজা, ব্রহ্মশাপভয়ে কম্পিত ও কৃতাঞ্জলি হইয়া, ব্রাহ্মণের নিকট সবিশেষ সমস্ত নিবেদন করিলেন।

ব্রাহ্মণ শুনিয়া কোপে কম্পমানকলেবর হইলেন, এবং শাপপ্রদানে উদ্যত হইয়া কহিলেন, তোমার এ কি ব্যবহার, আমি তোমাকে রাজা জানিয়া, বিশ্বাস করিয়া, তোমার হস্তে পুত্রবধূ সমর্পণ করিয়াছিলাম। তুমি, আপন ইষ্টসিদ্ধির নিমিত্ত, যথেচ্ছ বিনিয়োগে প্রবৃত্ত হইয়া, আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছ। বলিতে কি, কোনও কালে, আমার এ মনোবেদনা দূর হইবেক না। রাজা শুনিয়া যৎপরোনাস্তি ভীত হইলেন, এবং অশেষপ্রকার স্তুতি ও বিনীতি করিয়া কহিলেন, মহাশয়! কৃপা করিয়া, আমায় ক্ষমা করিতে হইবেক, আপনকার যে অপকার করিয়াছি, তাহার প্রতিক্রিয়ার্থে, যে আজ্ঞা করিবেন, দ্বিরুক্তি না করিয়া, তাহাতেই সম্মত হইব। ভূদেব কহিলেন, যদি তুমি আমার পুত্রের সহিত আপন কন্যার বিবাহ দাও, তাহা হইলে, আমি কথঞ্চিৎ ক্ষমা করিতে পারি।

রাজা, ব্রহ্মকোপানলে কুলক্ষয়ভয়ে, তৎক্ষণাৎ তদীয় প্রস্তাবে

সম্মত হইলেন, এবং, জ্যোতির্ব্বিদ ব্রাহ্মণ দ্বারা, শুভ দিন ও শুভ লগ্ন নির্দ্ধারিত করিয়া, ব্রাহ্মণতনয়ের সহিত কন্যার বিবাহ দিলেন। ভূদেব রাজকন্যা লইয়া আলয়ে উপস্থিত হইলে, শশী ও মনস্বী, উভয়ে, এই ভার্য্যা আমার আমার বলিয়া, পরস্পর বিষম বিবাদ আরব্ধ করিল। মনস্বী কহিল, আমি পূর্ব্বে ইহার পাণিগ্রহণ করিয়াছি, এবং, আমার সহযোগে, ইহার গর্ভসঞ্চার হইয়াছে। শশী কহিলেন, রাজা সর্ব্ব সমক্ষে আমাকে কন্যাদান করিয়াছেন।

ইহা কহিয়া, বেতাল জিজ্ঞাসা করিল, মহারাজ! এক্ষণে, এই কন্যা, শাস্ত্র ও যুক্তি অনুসারে, কাহার সহধর্ম্মিণী হইতে পারে। বিক্রমাদিত্য কহিলেন, আমার মতে মনস্বীর। বেতাল কহিল, শাস্ত্রে লিখিত আছে, কন্যার দান, বিক্রয়, পরিত্যাগে পিতা মাতার সম্পূর্ণ অধিকার। রাজা সর্ব্ব সমক্ষে, ধর্ম্ম সাক্ষী করিয়া, শশীকে কন্যাদান করিয়াছেন। অতএব, পিতৃদত্তা কন্যা শশীরই সহধর্ম্মিণী হইতে পারে, তাহা না হইয়া, মনস্বীর কেন হইবেক, বল। রাজা কহিলেন, তুমি যাহা কহিতেছ, তাহার যথার্থতা বিষয়ে অণুমাত্র সংশয় নাই। কিন্তু, মনস্বী পূর্ব্বে বিবাহ করিয়াছে, এবং, তাহার সহযোগে, রাজকন্যার গর্ভসঞ্চার হইয়াছে। এমন স্থলে, সে মনস্বীর সহচারিণী হইলে, তাহারাও সতীত্বরক্ষা হয়, ধর্ম্মেরও মান থাকে।

ইহা শুনিয়া বেতাল ইত্যাদি।

পঞ্চদশ উপাখ্যান

বেতাল কহিল, মহারাজ !

ভারতবর্ষের উত্তর সীমায়, হিমালয় নামে, অতি প্রসিদ্ধ পর্ব্বত আছে। তাহার প্রস্থদেশে, পুষ্পপুর নামে, পরম রমণীয় নগর ছিল। গন্ধর্ব্বরাজ জীমূতকেতু ঐ নগরে রাজত্ব করিতেন। তিনি, পুত্রকামনা করিয়া, বহু কাল, কল্পবৃক্ষের আরাধনা করিয়াছিলেন। কল্পবৃক্ষ প্রসন্ন হইয়া বরপ্রদান করিলে, রাজা জীমূতকেতুর এক পুত্র জন্মিল। তিনি পুত্রের নাম জীমূত-বাহন রাখিলেন। জীমূতবাহন, স্বভাবতঃ, সাতিশয় ধর্ম্মশীল, দয়াবান, ও ন্যায়পরায়ণ ছিলেন, এবং, স্বল্প পরিশ্রমে, স্বল্প কাল মধ্যে, সর্ব্ব শাস্ত্রে পারদর্শী ও শস্ত্রবিদ্যায় বিশারদ হইয়া উঠিলেন।

কিয়ৎ কাল পরে, রাজা জীমূতকেতু, পুনর্ব্বার কল্পবৃক্ষকে প্রসন্ন করিয়া, এই বরপ্রার্থনা করিলেন, আমার প্রজারা সর্ব্ব-প্রকার সম্পত্তিতে পরিপূর্ণ হউক। কল্পবৃক্ষের বরদান দ্বারা, তদীয় প্রজাবর্গ সর্ব্বপ্রকার সম্পত্তিতে পরিপূর্ণ হইল, এবং, ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত হইয়া, রাজাকেও তৃণজ্ঞান করিতে লাগিল। ফলতঃ, অল্প কাল মধ্যে, রাজা ও প্রজা বলিয়া, কোনও অংশে, কোনও বিশেষ রহিল না। তখন, জীমূতকেতুর জ্ঞাতিবর্গ গোপনে পরামর্শ করিল, ইহারা পিতা পুত্রে, অনন্যমনা ও অনন্য-কর্ম্মা হইয়া, দিবানিশি, কেবল ধর্ম্মচিন্তায় কালযাপন করি-তেছে, রাজ্যের দিকে ক্ষণ মাত্রও দৃষ্টিপাত করে না। প্রজা

সকল উচ্ছৃঙ্খল হইতে লাগিল। অতএব, ইহাদের উভয়কে রাজ্যচ্যুত করিয়া, যাহাতে উপযুক্তরূপ রাজ্যশাসন হয়, এরূপ ব্যবস্থা করা উচিত। অনন্তর, বহুতর সৈন্যসংগ্রহ পূর্ব্বক, তাহারা রাজপুরীর চতুর্দ্দিক নিরুদ্ধ করিল।

এই ব্যাপার দেখিয়া, যুবরাজ জীমূতবাহন পিতার নিকট নিবেদন করিলেন, মহারাজ! জ্ঞাতিবর্গ, একবাক্য হইয়া, আমাদিগকে রাজ্যচ্যুত করিবার অভিসন্ধিতে, এই উদ্যোগ করিয়াছে। আপনকার আজ্ঞা পাইলে, রণক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইয়া, বিপক্ষপক্ষের সৈন্যক্ষয় ও সমুচিত দণ্ডবিধান করি।

জীমূতকেতু কহিলেন, এই ক্ষণভঙ্গুর পাঞ্চভৌতিক দেহ অতি অকিঞ্চিৎকর, বিনশ্বর রাজপদের নিমিত্ত, বহুসংখ্যক জীবের প্রাণহিংসা করিয়া, মহাপাপে লিপ্ত হওয়া উচিত নহে। ধর্ম্মপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির, আত্মীয়গণের কুমন্ত্রণায়, কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া, পশ্চাৎ অনেক অনুতাপ করিয়াছিলেন। অতএব, রাজপদপরিত্যাগ করিয়া, কোনও নিভৃত স্থানে গিয়া, প্রশান্ত মনে, দেবতার আরাধনা করা ভাল। এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া, পিতা পুত্রে নগর হইতে বহির্গত হইলেন, এবং, মলয় পর্ব্বতে গিয়া, তদীয় অধিত্যকায় কুটীরনির্ম্মাণ পূর্ব্বক, তপস্যা করিতে লাগিলেন।

এক ঋষিকুমারের সহিত, রাজকুমারের অতিশয় বন্ধুত্ব জন্মিল। এক দিন, দুই বন্ধুতে একত্র হইয়া ভ্রমণার্থে নির্গত হইলেন। অনতিদূরে কাত্যায়নীর মন্দির ছিল, শ্রবণমনোহর বীণাশব্দ শ্রবণগোচর করিয়া, তাঁহারা, কৌতুকাবিষ্ট চিত্তে, সত্বর গমনে, তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, এক পরম সুন্দরী কন্যা, বীণানুগত স্তুতিগর্ভ গীত দ্বারা, ভগবতী কাত্যায়নীর উপাসনা

করিতেছে। উভয়ে, একতানমনা হইয়া, শ্রবণ ও দর্শন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎ ক্ষণ পরে, সেই কন্যা, জীমূতবাহনকে নয়নগোচর করিয়া, মনে মনে তাঁহাকে পতিত্বে বরণ, এবং স্বীয় সহচরী দ্বারা তাঁহার নাম, ধাম, ব্যবসায় প্রভৃতির পরিচয় গ্রহণ পূর্ব্বক, প্রস্থান করিল।

অনন্তর, তাহার সহচরী, তদীয় নিদেশ ক্রমে, তাহার মাতার নিকট পূর্ব্বাপর সমস্ত নিবেদন করিলে, তিনি স্বীয় পতি রাজা মলয়কেতুর নিকটে কন্যার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। মলয়কেতু আপন পুত্র মিত্রাবসুকে কহিলেন, তোমার ভগিনী বিবাহযোগ্যা হইয়াছে, আর নিশ্চিন্ত থাকা উচিত নহে, উপযুক্ত পাত্রের অন্বেষণ করা আবশ্যক। শুনিলাম, গন্ধর্ব্বাধিপতি রাজা জীমূতকেতু, রাজ্যাধিকারপরিহার পূর্ব্বক, নিজ পুত্র জীমূতবাহন মাত্র সমভিব্যাহারে, মলয়াচলে অবস্থিতি করিতেছেন। আমার অভিপ্রায়, জীমূতবাহনকে কন্যাদান করি। তুমি, রাজা জীমূতকেতুর নিকটে গিয়া, আমার এই অভিপ্রায় তাঁহার গোচর কর।

মিত্রাবসু, পিতার আদেশ অনুসারে, জীমূতকেতুর সমীপে উপস্থিত হইয়া, সবিশেষ সমস্ত বিজ্ঞাপন করিলে, তিনি তৎক্ষণাৎ সম্মত হইলেন; এবং, জীমূতবাহনকে, মিত্রাবসুর সমভিব্যাহারে, মলয়কেতুর নিকটে পাঠাইয়া দিলেন। মলয়কেতু, শুভ লগ্নে, স্বীয় কন্যা মলয়বতীর বিবাহকার্য্য সম্পন্ন করিলেন। বর ও কন্যা, পরম সুখে, কালযাপন করিতে লাগিলেন।

এক দিন, জীমূতবাহন ও মিত্রাবসু, উভয়ে, মলয় মহীধরের পরিসরে, পরিভ্রমণবাসনায়, বাসস্থান হইতে বহির্গত হইলেন। ভূধরের উত্তর ভাগে উপস্থিত হইয়া, দূর হইতে এক শ্বেতবর্ণ

বস্তুরাশি নয়নগোচর করিয়া, জীমূতবাহন মিত্রাবসুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বয়স্য! গণ্ডশৈলের ন্যায়, ধবলবর্ণ, রাশীকৃত কি বস্তু দৃষ্ট হইতেছে। মিত্রাবসু কহিলেন, মিত্র! পূর্ব্ব কালে, গরুড়ের সহিত, নাগগণের নিরন্তর ঘোরতর যুদ্ধ হইয়াছিল। কিয়ৎ কাল পরে, নাগেরা, সম্পূর্ণ রূপে পরাজিত হইয়া, সন্ধিপ্রার্থনা করিলে, গরুড় কহিলেন, যদি তোমরা, আমার দৈনন্দিন আহারের নিমিত্ত, এক এক নাগ উপহার দিতে পার, তাহা হইলে আমি তোমাদের প্রার্থনায় সম্মত হই, নতুবা, অবিলম্বে নাগকুল নিঃশেষ করিব। নিরুপায় নাগেরা, তাহাতেই সম্মত হইল। তদবধি, প্রতিদিন, এক এক নাগ, পাতাল হইতে আসিয়া, ঐ স্থানে উপস্থিত থাকে, গরুড়, মধ্যাহ্নকালে আসিয়া, ভক্ষণ করেন। এই রূপে, ভক্ষিত নাগগণের অস্থি দ্বারা, ঐ পর্ব্বতাকার ধবল রাশি প্রস্তুত হইয়াছে।

শ্রবণ মাত্র, জীমূতবাহনের অন্তঃকরণ কারুণ্যরসে পরিপূর্ণ হইল। তখন তিনি মনে মনে বিবেচনা করিলেন, মধ্যাহ্নকাল আগতপ্রায়, অবশ্যই এক নাগ, গরুড়ের আহারার্থে, পর্য্যায়-ক্রমে, উপস্থিত হইবেক, আমি, আপন প্রাণ দিয়া, তাহার প্রাণরক্ষা করিব। অনন্তর, কৌশল ক্রমে শ্যালককে বিদায় করিয়া, ক্রমে ক্রমে অস্থিরাশির নিকটবর্ত্তী হইয়া, জীমূতবাহন রোদনশব্দশ্রবণ করিলেন, এবং, সত্বর গমনে, রোদনস্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, এক বৃদ্ধা নাগিনী, শিরে করাঘাত পূর্ব্বক, হাহাকার ও উচ্চৈঃ স্বরে রোদন করিতেছে। দেখিয়া, একান্ত শোকাক্রান্ত হইয়া, তিনি কাতর বচনে নাগিনীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মা! তুমি কি নিমিত্তে রোদন করিতেছ। সে গরুড়বৃত্তান্তের বর্ণন করিয়া কহিল, অদ্য আমার পুত্র শঙ্খ-

চূড়ের বার, ক্ষণকাল পরেই, গরুড় আসিয়া, আহারার্থে তাহার প্রাণসংহার করিবেক। আমার দ্বিতীয় পুত্র নাই। আমি, সেই দুঃখে দুঃখিত হইয়া, রোদন করিতেছি। জীমূতবাহন কহিলেন, মা! আর রোদন করিও না, আমি, আপন প্রাণ দিয়া, তোমার পুত্রের প্রাণরক্ষা করিব। নাগিনী কহিল, বৎস! তুমি, কি কারণে, পরের জন্যে প্রাণত্যাগ করিবে। আর, পরের পুত্রের প্রাণ দিয়া, আপন পুত্রের প্রাণরক্ষা করিলে, আমারও ঘোরতর অধর্ম্ম ও যার পর নাই অপযশ হইবেক।

এই রূপে উভয়ের কথোপকথন হইতেছে, ইত্যবসরে শঙ্খচূড়ও তথায় উপস্থিত হইল; এবং, জীমূতবাহনের অভিসন্ধি শুনিয়া, তাঁহার পরিচয়গ্রহণ পূর্ব্বক, বিশেষজ্ঞ হইয়া কহিল, মহারাজ! আপনি অন্যায় আজ্ঞা করিতেছেন। বিবেচনা করিয়া দেখুন, আমার মত কত শত ব্যক্তি সংসারে জন্মিতেছে ও মরিতেছে, কিন্তু, আপনকার ন্যায় ধর্ম্মাত্মা দয়ালু সংসারে সর্ব্বদা জন্মগ্রহণ করেন না। অতএব, আমার পরিবর্ত্তে, আপনকার প্রাণত্যাগ করা, কোনও ক্রমে, উচিত নহে। আপনি জীবিত থাকিলে, লক্ষ লক্ষ লোকের মহোপকার হইবেক। আমি জীবিত থাকিয়া, কোনও কালে, কাহারও কোনও উপকার করিতে পারিব না। মাদৃশ ব্যক্তির জীবন মরণ দুই তুল্য।

জীমূতবাহন কহিলেন, শুন শঙ্খচূড়! প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, আপন প্রাণ দিয়া, তোমার প্রাণরক্ষা করিব। আমি ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছি; ক্ষত্রিয়েরা, প্রতিজ্ঞাভঙ্গ অপেক্ষা, প্রাণত্যাগ অতি লঘু ও সহজ জ্ঞান করেন। বিশেষতঃ, প্রাণস্নেহে প্রতিজ্ঞাপ্রতিপালনে পরাঙ্মুখ হইলে, নরকগামী হইতে হয়। অতএব, যখন স্বমুখে ব্যক্ত করিয়াছি, তখন অবশ্যই

প্রাণ দিয়া তোমার প্রাণরক্ষা করিব; তুমি স্বস্থানে প্রস্থান কর। এইরূপ বলিয়া, তিনি শঙ্খচূড়কে বিদায় করিলেন; এবং, তদীয় প্রতিশীর্ষ হইয়া, গরুড়ের আগমনপ্রতীক্ষায়, নির্দিষ্ট স্থানে উপবিষ্ট রহিলেন। শঙ্খচূড়, জীমূতবাহনের নির্বন্ধলঙ্ঘনে অসমর্থ হইয়া, বিষণ্ণ মনে, বিরস বদনে, মলয়াচলবাসিনী কাত্যায়নীর সম্মুখে উপস্থিত হইল; এবং, একাগ্রচিত্ত হইয়া, জীবনদাতা জীমূতবাহনের জীবনরক্ষণের উপায়প্রার্থনা করিতে লাগিল।

নিরূপিত সময় উপস্থিত হইলে, গরুড় আসিয়া, চঞ্চুপুট দ্বারা জীমূতবাহনগ্রহণ পূর্ব্বক, নভোমণ্ডলে উড্ডীন হইয়া, মণ্ডলাকারে ভ্রমণ করিতে লাগিল। কিয়ৎ ক্ষণ পরে, জীমূতবাহনের দক্ষিণবাহুস্থিত নামাঙ্কিত মণিময় কেয়ূর, শোণিতলিপ্ত হইয়া, মলয়বতীর সম্মুখে পতিত হইল। মলয়বতী, নামাক্ষরপরিচয় দ্বারা, প্রিয়তমের প্রাণাত্যয় স্থির করিয়া, শিরে করাঘাত পূর্ব্বক, ভূতলে পতিত হইয়া, উচ্চৈঃ স্বরে রোদন করিতে লাগিল। তাহার পিতা, মাতা, ভ্রাতা, কেয়ূর দর্শনে সাতিশয় বিষণ্ণ হইয়া, হাহাকার করিতে লাগিলেন। রাজা মলয়কেতু, চতুর্দ্দিকে বহুসংখ্যক লোক প্রেরিত করিয়া, পরিশেষে স্বয়ং, পুত্র সহিত, জীমূতবাহনের অন্বেষণে নির্গত হইলেন।

শঙ্খচূড়, কাত্যায়নীর আলয় হইতে, রাজপরিবারের কোলাহলশ্রবণ করিয়া, সবিশেষ অনুসন্ধান দ্বারা, জীমূতবাহনের অমঙ্গলবৃত্তান্ত অবগত হইয়া, অশ্রুপূর্ণ নয়নে পূর্ব্ব স্থানে উপস্থিত হইল, এবং, গরুড়কে সম্বোধন করিয়া, উচ্চৈঃ স্বরে কহিতে লাগিল, অহে বিহঙ্গরাজ! তুমি, শঙ্খচূড়ভ্রমে, রাজা জীমূতবাহনকে লইয়া গিয়াছ; উনি তোমার ভক্ষ্য নহেন।

আমার নাম শঙ্খচূড়; অদ্য আমার বার। তুমি, তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া, আমায় ভক্ষণ কর, নতুবা, তোমায় সাতিশয় অধর্ম্মগ্রস্ত হইতে হইবেক।

গরুড় শুনিয়া অতিশয় শঙ্কিত হইলেন; এবং মৃতকল্প জীমূতবাহনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, অহে মহাপুরুষ। তুমি কে, কি নিমিত্তে প্রাণদানে উদ্যত হইয়াছ। জীমূতবাহন আত্মপরিচয়-প্রদান পূর্ব্বক, কহিলেন, অদ্য বা অব্দশতান্তে, অবশ্যই মৃত্যু ঘটিবেক। যে ব্যক্তি, ক্ষণবিধ্বংসী তুচ্ছ শরীরের বিনিযোগ দ্বারা, পরোপকার করিয়া, দিগন্তব্যাপিনী ও অনন্তকালস্থায়িনী কীর্ত্তি উপার্জ্জন করে, তাহারই এই সংসারে জন্মগ্রহণ সার্থক, নতুবা, স্বোদরপরায়ণ কাক, কুক্কুর, শৃগাল প্রভৃতি হইতে বিশেষ কি। এই বিবেচনায়, আমি, আত্মপ্রাণব্যয় দ্বারা, শঙ্খচূড়ের প্রাণরক্ষা করিতে আসিয়াছি। গরুড় শুনিয়া, যার পর নাই, সন্তুষ্ট হইলেন, এবং জীমূতবাহনকে শত শত সাধুবাদপ্রদান করিয়া কহিলেন, জগতে জীব মাত্রেই স্ব স্ব প্রাণরক্ষায় যত্নবান। কিন্তু, আপন প্রাণ দিয়া, পরের প্রাণরক্ষা করে, এরূপ ব্যক্তি অতি বিরল। যাহা হউক, আমি তোমার দয়া ও সাহস দর্শনে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি, বরপ্রার্থনা কর।

জীমূতবাহন কহিলেন, খগেশ্বর। যদি প্রসন্ন হইয়া থাক, এই বর দাও, তুমি অতঃপর আর নাগহিংসা করিবে না, এবং, দীর্ঘ কাল ভক্ষণ করিয়া, যে অসংখ্য নাগের প্রাণসংহার করিয়াছ, তাহাদেরও জীবনদান কর। গরুড়, তথাস্তু বলিয়া, তৎক্ষণাৎ পাতাল হইতে অমৃত আহরণ পূর্ব্বক, অস্থি-স্তূপের উপর সেচন করিয়া, মৃত নাগগণের জীবনদান করিলেন, এবং জীমূতবাহনকে কহিলেন, রাজকুমার! আমার প্রসাদে,

তোমাদের অপহৃত রাজ্যের পুনরুদ্ধার হইবেক। এইরূপ বর-প্রদান করিয়া, গরুড় অন্তর্হিত হইলে, শঙ্খচূড়ও জীমূতবাহনের বহুবিধ স্তুতি করিয়া, বিদায় লইয়া, স্বস্থানে প্রস্থান করিল।

জীমূতবাহন, এইরূপ বরলাভে চরিতার্থ হইয়া, পিতৃসমীপে উপস্থিত হইলেন, এবং, লোক দ্বারা, শ্বশুরালয়ে স্বীয় মঙ্গল-সংবাদ পাঠাইয়া দিলেন। তাঁহাদের রাজ্যাপহারক জ্ঞাতিবর্গ, বরপ্রদানবৃত্তান্ত অবগত হইয়া, রাজা জীমূতকেতুর শরণাগত হইল; এবং, স্তুতি ও বিনতি দ্বারা প্রসন্ন করিয়া, তাঁহাকে রাজপদে পুনঃস্থাপিত করিল।

ইহা কহিয়া, বেতাল জিজ্ঞাসা করিল, মহারাজ! জীমূত-বাহন ও শঙ্খচূড়, এ উভয়ের মধ্যে কোন ব্যক্তির অধিক ভদ্রতা-প্রকাশ হইল। বিক্রমাদিত্য কহিলেন, শঙ্খচূড়ের। বেতাল কহিল, কি প্রকারে। রাজা কহিলেন, শঙ্খচূড়, জীমূতবাহনের প্রাণদান বিষয়ে, প্রথমতঃ কোনও মতে সম্মত হয় নাই, পরি-শেষে, সম্মত হইয়াও, কাত্যায়নীর নিকটে গিয়া, উপকারকের মঙ্গলপ্রার্থনা করিতে লাগিল, এবং, পুনরায় আসিয়া, প্রাণদানে উদ্যত হইয়া, জীমূতবাহনের প্রাণরক্ষা করিল। বেতাল কহিল, যে ব্যক্তি পরার্থে প্রাণদান করিল, তাহার ভদ্রতা অধিক বলিয়া গণ্য হইল না কেন। রাজা কহিলেন, জীমূতবাহন ক্ষত্রিয়জাতি; ক্ষত্রিয়েরা প্রাণত্যাগ অতি অকিঞ্চিৎকর জ্ঞান করে। অতএব, এই জীবনদান, জীমূতবাহনের পক্ষে, তাদৃশ দুষ্কর নহে।

ইহা শুনিয়া বেতাল ইত্যাদি।

ষোড়শ উপাখ্যান

বেতাল কহিল, মহারাজ।

চন্দ্রশেখর নগরে রত্নদত্ত নামে বণিক বাস করিত। তাহার উন্মাদিনী নামে পরম সুন্দরী কন্যা ছিল। সে বিবাহযোগ্যা হইলে, তাহার পিতা, তত্রত্য নরপতির নিকটে গিয়া, নিবেদন করিল, মহারাজ। আমার এক সুরূপা কন্যা আছে, যদি আপনকার অভিরুচি হয়, গ্রহণ করুন, নতুবা, অন্য ব্যক্তিকে দিব।

রাজা দুই তিন বয়োবৃদ্ধ প্রধান রাজপুরুষদিগকে, উন্মাদিনীর লক্ষণপরীক্ষার্থে প্রেরণ করিলেন। তাঁহারা, রাজকীয় আদেশ অনুসারে, রত্নদত্তের আলয়ে উপস্থিত হইলেন, এবং, উন্মাদিনীকে ইন্দ্রের অপ্সরা অপেক্ষাও অধিকতর রূপবতী ও সর্ব্ব প্রকারে সুলক্ষণা দেখিয়া, পরামর্শ করিলেন, এই কন্যা মহিষী হইলে, রাজা, ইহার নিতান্ত বশতাপন্ন হইয়া, এক বারেই রাজ্যচিন্তা পরিত্যাগ করিবেন। অতএব উত্তম কল্প এই, রাজার নিকটে কুরূপা ও কুলক্ষণা বলিয়া পরিচয় দেওয়া যাউক। অনন্তর, তাঁহারা রাজসমীপে পরামর্শানুরূপ সংবাদ দিলে, তিনি, তদীয় বাক্যে বিশ্বাস করিয়া, অস্বীকার করিলেন: তখন রত্নদত্ত, সৈন্যাধ্যক্ষ বলভদ্রবর্ম্মার সহিত, আপন কন্যার বিবাহ দিল।

এক দিন, রাজা, নগরভ্রমণে নির্গত হইয়া, সেনাপতির বাটীর নিকটে উপস্থিত হইলেন। ঐ সময়ে, উন্মাদিনী, মনোহর বেশ ভূষা করিয়া, অট্টালিকার উপরি দেশে দণ্ডায়মান ছিল। রাজা, উন্মাদিনীকে নয়নগোচর করিয়া, মোহিত ও উন্মত্তপ্রায়

হইয়া, তৎক্ষণাৎ প্রত্যাগমন করিলেন। রাজাকে সহসা প্রত্যাগত ও বিচেতনপ্রায় দেখিয়া, এক প্রিয পার্শ্বচব জিজ্ঞাসা করিল, মহাবাজ! কি নিমিত্তে আজ আপনাকে নিতান্ত চলচিত্ত দেখিতেছি। বাজা কহিলেন, অদ্য বলভদ্রেব ভবনে একটি স্ত্রীলোক দেখিলাম, তদীয় লোকাতীত রূপ লাবণ্য দর্শনে, আমার মন মোহিত হইয়াছে, ও আমি এইরূপ বিকলচিত্ত হইযাছি।

পার্শ্বচর কহিল, মহাবাজ! যাহাকে নিবীক্ষণ কবিয়াছেন, সে বত্নদত্তেব কন্যা, তাহাব নাম উন্মাদিনী। আপনি অস্বীকার কবাতে, সেনাপতি বলভদ্রেব সহিত তাহাব বিবাহ হইযাছে। রাজা কহিলেন, আমি বাহাদিগকে ঐ কন্যাব রূপ ও লক্ষণ দেখিতে পাঠাইযাছিলাম, বুঝিলাম, তাহাবা প্রতারণা কবিযাছে। অনন্তব, বাজাব আহ্বান অনুসাবে, রাজপুরুষেবা তাঁহাব সম্মুখে উপস্থিত হইলে, তিনি তাঁহাদিগকে বলিলেন, দেখ, আজ আমি, নগরভ্রমণে নির্গত হইযা, বত্নদত্তেব কন্যাকে স্বচক্ষে দেখিয়াছি। জন্মাবচ্ছিন্নে, তাহার ন্যায সুরূপা সুলক্ষণা নারী আমাব নয়নগোচব হয নাই। তবে তোমবা, কি নিমিত্তে, তৎকালে তাহাকে কুরূপা ও কুলক্ষণা বলিয়া, আমায তাদৃশ স্ত্রীরত্নলাভে বঞ্চিত কবিলে।

রাজপুরুষেরা কৃতাঞ্জলি হইয়া নিবেদন করিলেন, মহাবাজ! যে আজ্ঞা করিতেছেন, তাহা যথার্থ বটে। কিন্তু তৎকালে আমরা বিবেচনা কবিয়াছিলাম, এরূপ সুরূপা কন্যা মহিষী হইলে, মহারাজ, কাজকার্য্য পবিত্যাগ কবিয়া, অহোরাত্র অন্তঃপুরে অবস্থিতি কবিবেন। তাহাতে বাজ্যভঙ্গের সম্ভাবনা। এই আশঙ্কায়, আমবা ঐ কন্যাকে, মহারাজেব নিকট, কুরূপা ও কুলক্ষণা বলিয়াছিলাম। ইহাতে আমাদের যে অপরাধ হইয়াছে, ক্ষমা

করিতে আজ্ঞা হয়। রাজা, তোমরা যাহা কহিলে, তাহা সর্ব্বতোভাবে ন্যায়ানুগত বটে; ইহা কহিয়া তাহাদিগকে বিদায় দিলেন। কিন্তু আপনি, নিতান্ত বিচেতন হইয়া, দিন যামিনী, কেবল উন্মাদিনীচিন্তায় নিমগ্ন রহিলেন। রাজার এই অবস্থা কর্ণপরম্পরায় নগরমধ্যে প্রচারিত হইলে, সেনাপতি বলভদ্রবর্ম্মা, রাজসমীপে উপস্থিত হইয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিলেন, মহারাজ! বলভদ্র আপনকার দাস, উন্মাদিনী দাসী। দাসীর নিমিত্তে ঈদৃশ ক্লেশস্বীকারের আবশ্যকতা কি। মহারাজের আজ্ঞা হইলেই, সে উপস্থিত হইতে পারে।

রাজা শুনিয়া সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন, এবং কহিলেন, আমার কি ধর্ম্মজ্ঞান নাই যে, পরস্ত্রীস্পর্শ দ্বারা পাপপঙ্কে নিমগ্ন হইব। শাস্ত্রকারেরা পরস্ত্রীতে মাতৃদৃষ্টি করিতে কহিয়াছেন। বলভদ্র কহিলেন, মহারাজ! শাস্ত্রকারেরা ইহাও নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন, পত্নীর উপর পরিণেতার সর্ব্বতোমুখী প্রভুতা আছে। তদনুসারে, আমি আপনাকে উন্মাদিনী দান করিতেছি, তাহা হইলে আর মহারাজের পরস্ত্রীস্পর্শদোষের আশঙ্কা থাকিতেছে না। রাজা কহিলেন, যাহাতে সমস্ত সংসারে অপযশ হইবেক, প্রাণান্তেও আমি এরূপ কর্ম্ম করিব না। যশোধনেরা, পঞ্চীকৃতভূতপঞ্চময় ক্ষণবিনশ্বর শরীরের অনুরোধে, অবিনশ্বর যশঃশরীরের অপক্ষয় করেন না।

সেনাপতি কহিলেন, মহারাজ! আমি তাহাকে, গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া, অন্য স্থানে রাখিব; তাহা হইলে সে সাধারণস্ত্রী হইবেক; তখন আর অপযশের আশঙ্কা কি। রাজা, শুনিয়া, পূর্ব্ব অপেক্ষা অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া, কহিলেন, যদি তুমি পতিব্রতা কামিনীকে কুলটা কর, আমি তোমার গুরুতর দণ্ডবিধান করিব,

এবং জন্মাবচ্ছিন্নে আর মুখাবলোকন করিব না। তখন বলভদ্র, ভীত ও নিতান্ত নিরুপায় হইয়া, প্রণাম করিয়া বিদায় লইল। কিন্তু উন্মাদিনীচিন্তা, কালস্বরূপিণী হইয়া, দশম দিবসে রাজার প্রাণসংহার করিল।

প্রভুভক্ত বলভদ্র, এবংবিধ ধর্ম্মশীল স্বামীর প্রাণবিনাশসংবাদ শ্রবণে, সাতিশয় শোক ও পরিতাপ প্রাপ্ত হইয়া, মনে মনে বিবেচনা করিলেন, এতাদৃশ প্রভুর লোকান্তরগমনের পর, আর জীবনধারণের প্রয়োজন কি। বিবেচনা করিলে, আমার নিমিত্তেই স্বামীর এই অকালমৃত্যু হইল। জানি না, জন্মান্তরে, এই পাপে, আমায় কত যাতনাভোগ করিতে হইবেক। এক্ষণে, প্রাণত্যাগ-রূপ প্রায়শ্চিত্ত করিয়া, আত্মাকে বিশুদ্ধ করি। এইরূপ অধ্যবসায়ারূঢ় হইয়া, তিনি প্রেতভূমিতে উপস্থিত হইলেন, এবং, চিতা প্রস্তুত করিতে আদেশ দিয়া, সূর্য্য দেবেব অভিমুখে দণ্ডায়মান হইয়া, প্রার্থনা কবিতে লাগিলেন, ভগবন ভাস্কর! আমি, কৃতাঞ্জলি হইয়া, একাগ্র চিত্তে, প্রার্থনা করিতেছি, যেন জন্মে জন্মে এইরূপ ধর্ম্মপবায়ণ প্রভু পাই।

এই বলিয়া, বলভদ্র প্রজ্বলিত চিতায় আবোহণ করিলে, তাহার পত্নী উন্মাদিনী মনে মনে বিবেচনা করিল, আমার আর জীবনধারণের প্রয়োজন কি, বরং, সহগমনপথ অবলম্বন করিলে, পরকালে সদ্গতি পাইব। ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রবর্ত্তকেরা কহিয়াছেন, সহগমন স্ত্রীলোকের পবম ধর্ম্ম। নারী, চির কাল দুশ্চারিণী হইলেও, সহগমনবলে, স্বামীব সহিত স্বর্গলোকে, অনন্ত কাল, সুখসম্ভোগ করে, এবং, পতি অতি দুবাচার ও পাপাত্মা হইলেও, সহগমনপ্রভাবে, নাবী তাঁহারও উদ্ধারকারিণী হয়। এই ভাবিয়া, সহগামিনী হইয়া, উন্মাদিনী প্রাণত্যাগ করিল।

ইহা কহিয়া, বেতাল জিজ্ঞাসা করিল, মহারাজ! এই তিন জনের মধ্যে, কোন ব্যক্তির ভদ্রতা অধিক। বিক্রমাদিত্য কহিলেন, রাজার। বেতাল কহিল, কি নিমিত্তে। তিনি কহিলেন, রাজা উন্মাদিনীর নিমিত্তে প্রাণত্যাগ করিলেন, তথাপি, অধর্ম্ম ও অপযশের ভয়ে, পরস্ত্রীস্পর্শে প্রবৃত্ত হইলেন না। আর, স্বামীর নিমিত্ত সেবকের প্রাণত্যাগ করা উচিত কর্ম্ম। স্ত্রীলোকেরও স্বামীর সহগামিনী হওয়া প্রধান ধর্ম্ম। অতএব, রাজার ভদ্রতাই, আমার বিবেচনায়, সর্ব্বাপেক্ষা অধিক।

ইহা শুনিয়া বেতাল ইত্যাদি।

সপ্তদশ উপাখ্যান

বেতাল কহিল, মহারাজ!

হেমকূট নগরে, বিষ্ণুশর্ম্মা নামে, পরম ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার গুণাকর নামে পুত্র ছিল। ঐ পুত্র, বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া, দ্যূতক্রীড়ায় সাতিশয় আসক্ত হইল, এবং, ক্রমে ক্রমে, পিতার সর্ব্বস্ব দুরোদরমুখে আহুতি দিয়া, পরিশেষে, অর্থের নিমিত্ত, তস্করবৃত্তি অবলম্বন করিল। তখন বিষ্ণুশর্ম্মা তাহাকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন।

গুণাকর, নিতান্ত নিরুপায় হইয়া, যথেচ্ছ ভ্রমণ করিতে করিতে, এক নগরের প্রান্তভাগে উপস্থিত হইল, এবং দেখিল, এক সন্ন্যাসী, শ্মশানে উপবেশন করিয়া, যোগাভ্যাস করিতেছেন। পরে সে, যোগীর নিকটে গিয়া, সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত পূর্ব্বক, সমীপদেশে উপবিষ্ট হইল। যোগী, গুণাকরের প্রতি দৃষ্টিপাত দ্বারা, তাহাকে ক্ষুধার্ত্ত বোধ করিয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কিছু ভোজন করিবে। সে কহিল, মহাশয়। আপনি কৃপা করিয়া প্রসাদ দিলে, অবশ্য ভোজন করিব। তখন তিনি, অন্নব্যঞ্জনপূর্ণ এক নরকপাল তাহার সম্মুখে রাখিয়া, ভোজন করিতে বলিলেন। সে কহিল, মহাশয়। এ অন্ন, এ ব্যঞ্জন ভোজন করিতে আমার প্রবৃত্তি হইতেছে না।

তখন যোগী, যোগাসনে আসীন হইয়া, নয়নদ্বয় মুদ্রিত করিবামাত্র, এক যক্ষকন্যা, অঞ্জলিবন্ধ পূর্ব্বক, তাঁহার সম্মুখবর্ত্তিনী হইয়া, নিবেদন করিল, মহাশয়। দাসী উপস্থিত, কি আজ্ঞা

হয়। যোগী কহিলেন, এই ব্রাহ্মণ, ক্ষুধার্ত্ত হইয়া, আমার আশ্রমে আসিয়াছেন, ইঁহার যথোচিত অতিথিসৎকার কর। যোগী আজ্ঞা করিবা মাত্র, যক্ষকন্যার মায়াবলে, নিমিষ মধ্যে, পরম রমণীয় সুসজ্জিত হর্ম্ম্য আবির্ভূত হইল। সে ব্রাহ্মণকে, তথায় লইয়া গিয়া, সুরস অন্ন, ব্যঞ্জন, মৎস্য, মাংস, দধি, দুগ্ধ, মিষ্টান্ন প্রভৃতি দ্বারা ইচ্ছানুরূপ ভোজন করাইয়া, মণিময় পল্যঙ্কে শয়ন করাইল, পরে, রজনী উপস্থিত হইলে, স্বয়ং মনোহর বেশ ভূষার সমাধান করিয়া, পল্যঙ্কের একদেশে উপবেশন পূর্ব্বক, তাহার চরণসেবা করিতে লাগিল। গুণাকরের পরম সুখে রজনীযাপন হইল।

প্রভাতে নিদ্রাভঙ্গ হইলে, যক্ষকন্যা ও তৎকৃত যাবতীয় অদ্ভুত ব্যাপারের চিহ্ন মাত্র দেখিতে না পাইয়া, গুণাকর, নিরতিশয় দুঃখিত মনে, সন্ন্যাসীর নিকটে গিয়া, নিবেদন করিল, মহাশয়ের প্রসাদে, কল্য রাজভোগে রজনীযাপন করিয়াছি। কিন্তু, নিশাবসানে, সেই কামিনী প্রস্থান করিয়াছে, এবং তৎকৃত সেই সমস্ত হর্ম্ম্যাদিও লয় পাইয়াছে। যোগী কহিলেন, যক্ষকন্যা যোগবিদ্যার প্রভাবে আসিয়াছিল। যে ব্যক্তি যোগবিদ্যায় সিদ্ধ হয়, তাহার নিকটে চির কাল অবস্থিতি করে। গুণাকর কৃতাঞ্জলি হইয়া কহিল, মহাশয়! যদি কৃপা করিয়া উপদেশ দেন, আমিও সেই বিদ্যার সাধনা করি। যোগী, তদীয় বিনয়ের বশীভূত হইয়া, এক মন্ত্রের উপদেশ দিয়া কহিলেন, তুমি চত্বারিংশৎ দিবস, অর্দ্ধরাত্র সময়ে, জলে আকণ্ঠ মগ্ন হইয়া, একাগ্র চিত্তে, এই মন্ত্রের জপ কর।

গুণাকর, সন্ন্যাসীর আদেশানুরূপ জপ করিয়া, তাঁহার নিকটে আসিয়া কহিল, মহাশয়! আপনকার আদেশ অনুসারে,

যথানিয়মে, চল্লিশ দিন জপ করিয়াছি ; এক্ষণে কি আজ্ঞা হয়। যোগী কহিলেন, আর চল্লিশ দিন, জ্বলন্ত অনলে প্রবেশ পূর্ব্বক, জপ কর, তাহা হইলেই তুমি কৃতকার্য্য হইবে। তখন সে কহিল, মহাশয়! বহু দিবস হইল, গৃহপরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছি। পিতা মাতা প্রভৃতিকে দেখিবার নিমিত্ত, চিত্ত অতিশয় চঞ্চল হইয়াছে। অতএব, অগ্রে এক বার পিতা মাতার চরণদর্শন করিয়া আসি; পশ্চাৎ, আপনকার আদেশানুরূপ মন্ত্রসাধন করিব। এই বলিয়া, সন্ন্যাসীর নিকট বিদায় লইয়া, গুণাকর আপন আলয়ে প্রস্থান করিল।

গৃহে উপস্থিত হইবা মাত্র, তাহার পিতা মাতা, বহু কালের পর পুত্রকে প্রত্যাগত দেখিয়া, অত্যন্ত রোদন করিতে লাগিলেন, এবং, জিজ্ঞাসা করিলেন, বৎস। এত দিন তুমি কোথায় ছিলে, আমরা তোমার অদর্শনে মৃতপ্রায় হইয়া আছি। গুণাকর কহিল, হে তাত! হে মাতঃ! আমি, যদৃচ্ছাক্রমে নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া, পরিশেষে, সৌভাগ্যক্রমে, এক পরম দয়ালু সন্ন্যাসীর দর্শন পাইয়াছি এবং তাঁহার শরণাপন্ন হইয়াছি। এক্ষণে, তদীয় উপদেশ অনুসারে, মন্ত্রসাধন করিতেছি। তোমাদিগকে বহু কাল না দেখিয়া, অতিশয় উৎকণ্ঠিত ও চলচিত্ত হইয়াছিলাম, তাহাতেই এক বার, কিয়ৎ ক্ষণের নিমিত্ত, দর্শন করিতে আসিয়াছি। সম্প্রতি, জন্মের মত বিদায় লইয়া, যোগসাধনার্থে প্রস্থান করিব।

গুণাকর এই বলিয়া প্রস্থানের উদ্যম করিলে, তাহার জননী, বাষ্পাকুল লোচনে, শোকাকুল বচনে কহিতে লাগিলেন, বৎস! এ তোমার যোগাভ্যাসের সময় নয়। গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া, গৃহস্থধর্ম্ম-প্রতিপালন কর; তাহা হইলেই, তুমি যোগাভ্যাসের সম্পূর্ণ ফল

পাইবে। গৃহস্থাশ্রম সকল আশ্রমের মূল, এবং সকল আশ্রম অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। বিশেষতঃ, পরম গুরু পিতা মাতার শুশ্রূষা করাই পুত্রের প্রধান ধর্ম্ম। অতএব, যাবৎ আমরা জীবিত আছি, তাবৎ তোমার তীর্থযাত্রা বা যোগাভ্যাসের প্রয়োজন নাই; আমাদের শুশ্রূষা কর, তাহাতেই তোমার পরম ধর্ম্মলাভ হইবেক। আর বিবেচনা কর, তুমি আমার একমাত্র পুত্র, মা বলিয়া সম্ভাষণ করিতে দ্বিতীয় ব্যক্তি নাই। অন্ধের যষ্টির ন্যায়, তুমি আমাদের জীবনের একমাত্র অবলম্বন আছ। আমরা, তোমায় বিদায় দিয়া, কোনও ক্রমে, প্রাণধারণ করিতে পারিব না। যদি নিতান্তই যোগাভ্যাসের বাসনা হইয়া থাকে, অন্ততঃ, আমাদের মৃত্যু পর্য্যন্ত অপেক্ষা কর, পরে ইচ্ছানুরূপ ধর্ম্মোপার্জ্জন করিবে।

গুণাকর শুনিয়া ঈষৎ হাস্য করিল, এবং কহিল, এই মায়াময় সংসার অতি অকিঞ্চিৎকর। ইহাতে লিপ্ত থাকিলে, কেবল জন্মমৃত্যুপরম্পরারূপ দুর্ভেদ্য শৃঙ্খলে বদ্ধ থাকিতে হয়। প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান পদার্থ মাত্রই মায়াপ্রপঞ্চ, বাস্তবিক কিছুই নহে। কে কাহার পিতা, কে কাহার মাতা, কে কাহার পুত্র। সকলই ভ্রান্তিমূলক। অতএব, আর আমি বৃথা মায়ায় মুগ্ধ হইব না, এবং, শ্রেয়ঃসাধন বোধ করিয়া, যে পথ অবলম্বন করিয়াছি, তাহা ছাড়িতে পারিব না। এই বলিয়া, পিতা মাতার চরণে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়া প্রস্থান করিল; এবং, সন্ন্যাসীর আশ্রমে উপস্থিত হইয়া, অগ্নিপ্রবেশ পূর্ব্বক, মন্ত্রসাধনে যত্ন করিতে লাগিল; কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিল না।

ইহা কহিয়া, বেতাল বিক্রমাদিত্যকে জিজ্ঞাসা করিল, মহারাজ! কি কারণে, ব্রাহ্মণ সাধনা করিয়া সিদ্ধ হইতে পারিল

না, বল। বিক্রমাদিত্য কহিলেন, একাগ্রচিত্ত না হইলে, মন্ত্র সিদ্ধ হয় না। ব্রাহ্মণের মনে একান্ত নিষ্ঠা ছিল না, সেই বৈগুণ্য বশতঃ, তাহার সাধনা বিফল হইল। ইহা শুনিয়া বেতাল কহিল, যে সাধক, মন্ত্র সিদ্ধ করিবার উদ্দেশে, এতাদৃশ ক্লেশ-স্বীকার করিলেক, সে একাগ্রচিত্ত হয় নাই, তাহার প্রমাণ কি। বিক্রমাদিত্য কহিলেন, সে, একাগ্রচিত্ত হইলে, পিতা মাতার নিমিত্ত চলচিত্ত হইত না, এবং, মধ্যে যোগে ভঙ্গ দিয়া, তাহাদের দর্শনে যাইত না। ফলতঃ, সকলই অদৃষ্টমূলক, নতুবা, যোগাভ্যাস দ্বারা, সর্ব্বাংশে নির্ম্মম ও জ্ঞানসম্পন্ন হইয়াও, কি নিমিত্তে সিদ্ধপ্রায় সাধনফলে বঞ্চিত হইল, বল।

ইহা শুনিয়া বেতাল ইত্যাদি।

অষ্টাদশ উপাখ্যান

বেতাল কহিল, মহারাজ !

কুবলয়পুরে, ধনপতি নামে, এক সঙ্গতিপন্ন বণিক ছিলেন। তিনি, ধনবতীনাম্নী নিজ কন্যার, গৌরীকালে, গৌরীদত্ত নামক ধনাঢ্য বণিকের সহিত বিবাহ দিলেন। কিয়ৎ কাল পরে, ধনবতীর এক কন্যা জন্মিল। গৌরীদত্ত কন্যার নাম মোহিনী রাখিলেন। কালক্রমে, তিনি লোকান্তর প্রাপ্ত হইলে, তদীয় জ্ঞাতিবর্গ, ধনবতীকে অসহায়িনী দেখিয়া, তাহার সর্ব্বস্ব অপহরণ করিল। সে, নিতান্ত দুরবস্থাগ্রস্ত হইয়া, কন্যা লইয়া, এক তমিস্রা রজনীতে, পিত্রালয়ে প্রস্থান করিল।

কিয়ৎ দূর গমন করিয়া, পথ ভুলিয়া, উহারা এক শ্মশানে উপস্থিত হইল। তথায় এক চোর, রাজদণ্ড অনুসারে, তিন দিন, শূলে আরোহিত ছিল ; বিধিবিপাকে, সে পর্য্যন্ত, তাহার প্রাণপ্রয়াণ হয় নাই। দৈবযোগে, ধনবতীর দক্ষিণ কর চোরের চরণে লগ্ন হইলে, সে সাতিশয় ব্যথিত হইয়া কহিল, তুমি কে, কি নিমিত্তে, এমন দুঃখের সময়ে, আমায় মর্ম্মান্তিক যাতনা দিলে। ধনবতী কহিল, জ্ঞান পূর্ব্বক তোমাকে যাতনা দি নাই। যাহা হউক, আমার অপরাধ ক্ষমা কর। অনন্তর, আত্মপরিচয় দিয়া, সে চোরকে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কে, কি নিমিত্তে শ্মশানে আছ, ও কিরূপ দুঃখভোগ করিতেছ, বল।

চোর কহিল, আমি বণিগ্জাতি, চৌর্য্যাপরাধে শূলে আরোহিত হইয়াছি ; অদ্য তৃতীয় দিবস, তথাপি প্রাণ নির্গত হইতেছে,

না, তাহাতেই যার পর নাই যাতনাভোগ করিতেছি। জন্ম-কালে, জ্যোতির্বিদেরা, গণনা দ্বারা, স্থির করিয়াছিলেন, অবিবাহিত অবস্থায় আমার মৃত্যু হইবেক না। যাবৎ বিবাহ না হইতেছে, তাবৎ আমায়, এই অবস্থায়, দুঃসহ যাতনাভোগ করিতে হইবেক। যদি তুমি কৃপা করিয়া কন্যাদান কব, তবেই আমি এ অসহ্য যাতনা হইতে পরিত্রাণ পাই। আমার চির-সঞ্চিত সুবর্ণরাশি আছে, যদি আমার প্রার্থনা পূর্ণ কর, সমস্ত তোমায় দি।

ধনবতী, অর্থলোভে বিমূঢ় হইয়া, মনে মনে, মলিম্লুচের প্রার্থনায সম্মতপ্রায হইল, এবং কহিল, তুমি যে প্রস্তাব করিলে, তাহাতে আমাব আপত্তি নাই, কিন্তু, আমার দৌহিত্রমুখ-দর্শনেব ঐকান্তিক অভিলাষ আছে, তোমায কন্যাদান কবিলে, আমার সে অভিলাষ পূর্ণ হয় না। এই কথা শুনিয়া, চোব কহিল, তুমি এখন, কন্যাদান করিযা, আমায় যাতনা হইতে মুক্ত কর। আমি অনুমতি দিতেছি, তোমাব কন্যার বয়ঃ-প্রাপ্তি হইলে, কোনও ব্রাহ্মণতনযকে ধনদান দ্বারা সম্মত কবিয়া, তাহা দ্বাবা ক্ষেত্রজ পুত্র উৎপন্ন করিয়া লইবে, তাহা হইলে, তোমারও বাসনা পূর্ণ হইল, আমিও দুঃসহ যাতনা হইতে পরিত্রাণ পাইলাম।

ধনবতী কন্যাসম্প্রদান কবিল। তখন চোর কহিল, ঐ পুরো-বর্ত্তী গ্রামের পশ্চিম প্রান্তে আমার গৃহ। গৃহের পূর্ব্ব ভাগে, কূপের নিকট, এক বটবৃক্ষ দেখিতে পাইবে; তাহার মূলে আমার সমস্ত সম্পত্তি নিহিত আছে; যাইয়া গ্রহণ কর। ইহা কহিবা মাত্র, চোরের প্রাণবিয়োগ হইল, ধনবতীও, চৌরনির্দ্দিষ্ট ন্যগ্রোধবৃক্ষের মূলখনন পূর্ব্বক, সমস্ত স্বর্ণমুদ্রা হস্তগত করিয়া,

পিত্রালয়ে প্রস্থান করিল। পরে সে, পিতাকে আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত করাইয়া, তাঁহার হস্তে সম্পত্তিসমর্পণ পূর্ব্বক, তদীয় আবাসে অবস্থিতি করিতে লাগিল।

কালক্রমে, মোহিনী যৌবনবতী হইল। সে, এক দিন, স্বীয় সহচরীর সহিত, গবাক্ষ দিয়া রথ্যানিরীক্ষণ করিতেছে, এমন সময়ে, দৈবযোগে, এক পরম সুন্দর বিংশতিবর্ষীয় ব্রাহ্মণতনয় তথায় উপস্থিত হইল। তাহাকে নয়নগোচর করিয়া, মোহিনীর মন মোহিত হইল। তখন, সে আপন সহচরীকে কহিল, তুমি এই ব্রাহ্মণকুমারকে আমার মার নিকটে লইয়া যাও। সখী ব্রাহ্মণতনয়কে তাহার জননীর নিকট উপস্থিত করিলে, সে চৌরবৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া, তাহাকে প্রার্থনানুরূপ অর্থ দিয়া, মোহিনীর পুত্রোৎপাদনার্থে নিযুক্ত করিল।

মোহিনী গর্ভবতী ও যথাকালে পুত্রবতী হইল। সূতিকাষষ্ঠীর রজনীতে, সে স্বপ্নে দেখিল, দুই হস্ত, পঞ্চ মস্তক, প্রতি মস্তকে তিন তিন চক্ষুঃ ও এক এক অর্দ্ধচন্দ্র, অতি দীর্ঘ জটাভার পৃষ্ঠদেশে লম্বমান, দক্ষিণ হস্তে ত্রিশূল, বাম হস্তে নরকপাল, ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিধান, ভুজঙ্গের মেখলা, উজ্জ্বল রজতগিরির ন্যায় কলেবর, অতিশুভ্র নাগযজ্ঞোপবীত, সর্ব্বাঙ্গ ভস্মভূষিত, এবংবিধ আকার ও বেশ বিশিষ্ট বৃষভারূঢ় এক পুরুষ, তাহার সম্মুখে আসিয়া, কহিতেছেন, বৎসে মোহিনি! তোমার পুত্র জন্মিয়াছে, এজন্য আমি অতিশয় আহ্লাদিত হইয়াছি। এই বালক ক্ষণজন্মা। তুমি, আমার আজ্ঞা অনুসারে, ঐ শিশুকে, সহস্র সুবর্ণ সহিত, পেটকের মধ্যগত করিয়া, কল্য অর্দ্ধরাত্র সময়ে, রাজদ্বারে রাখিয়া আসিবে। রাজা তাহার, পুত্রনির্ব্বিশেষে, প্রতিপালন করিবেন। রাজার স্বর্গারোহণের পর, তোমার পুত্র,

তদীয় সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া, ক্রমে ক্রমে, নিজ প্রতাপে ও নীতিবিদ্যাপ্রভাবে, সসাগরা সদ্বীপা পৃথিবীর অদ্বিতীয় অধিপতি হইবেক।

মোহিনীর নিদ্রাভঙ্গ হইল। সে সমস্ত স্বপ্নবৃত্তান্ত স্বীয় জননীর গোচর করিল। ধনবতী শুনিয়া নিরতিশয় আনন্দিত হইল, এবং, পর দিন নিশীথসময়ে, ঐ শিশুকে, সহস্র স্বর্ণমুদ্রা সহিত, পেটকের মধ্যে স্থাপিত করিয়া, রাজদ্বারে রাখিয়া আসিল। সেই সময়ে, রাজাও স্বপ্নে দেখিতেছেন, পূর্ব্বোক্তপ্রকার পুরুষ, তাঁহার সম্মুখবর্ত্তী হইয়া, কহিতেছেন, মহারাজ! গাত্রোত্থান কর, এক পেটকমধ্যশায়ী চক্রবর্ত্তিলক্ষণাক্রান্ত সন্তান তোমার দ্বারদেশে উপনীত। অবিলম্বে উহারে আনিয়া, পুত্রনির্বিশেষে, প্রতিপালন কর। উত্তর কালে, সেই তোমার উত্তরাধিকারী হইবেক।

রাজার নিদ্রাভঙ্গ হইল। তখন তিনি, রাজমহিষীকে জাগরিত করিয়া, স্বপ্নবৃত্তান্ত শুনাইলেন। অনন্তর, উভয়ে, দ্বারদেশে গিয়া, পেটক পতিত দেখিয়া, যৎপরোনাস্তি আহ্লাদিত হইলেন, এবং তৎক্ষণাৎ পেটকের মুখ উদ্ঘাটিত করিয়া দেখিলেন, বালকের রূপে পেটক আলোকপূর্ণ হইয়া আছে। রাজ্ঞী, সেই শিশুকে ক্রোড়ে লইয়া, অগ্রগামিনী হইলেন, রাজা, স্বর্ণমুদ্রাগ্রহণ পূর্ব্বক, তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন।

প্রভাত হইবা মাত্র, রাজা, সামুদ্রিকবেত্তা পণ্ডিতগণকে আনাইয়া, দেবপ্রসাদলব্ধ বালকের লক্ষণপরীক্ষার্থে, আজ্ঞাপ্রদান করিলেন। তাঁহারা সেই শিশুকে দৃষ্টিগোচর করিয়া কহিলেন, মহারাজ! আপাততঃ তিন স্পষ্ট সুলক্ষণ দৃষ্ট হইতেছে; দীর্ঘ আকার, উন্নত ললাট, বিস্তৃত বক্ষঃস্থল। অনন্তর,

তাঁহারা সবিশেষ পরীক্ষা করিয়া কহিলেন, সামুদ্রিক শাস্ত্রে পুরুষের দ্বাত্রিংশৎ শুভ লক্ষণ নির্দিষ্ট আছে, মহারাজ! সেই সমুদয় এই একাধারে লক্ষিত হইতেছে। এই বালক সমস্ত পৃথিবীর সম্রাট হইবেন, সন্দেহ নাই।

রাজা পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইলেন, এবং, পারিতোষিক-প্রদান পূর্ব্বক, ব্রাহ্মণদিগকে বিদায় করিয়া, দীন, দরিদ্র, অনাথ প্রভৃতিকে প্রার্থনাধিক অর্থদান করিলেন। ষষ্ঠ মাসে অন্নপ্রাশন দিয়া, তিনি বালকের নাম হরদত্ত রাখিলেন। বালক, অল্প কাল মধ্যে, চতুর্দশ বিদ্যায় পারদর্শী হইলেন, এবং, রাজার লোকান্তরপ্রাপ্তি হইলে, তদীয় সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়া, ক্রমে ক্রমে, সমস্ত ভূমণ্ডলে একাধিপত্যস্থাপন করিলেন।

কিয়ৎ কাল পরে, হরদত্ত, তীর্থযাত্রায় নির্গত হইয়া, প্রথমতঃ, পিতৃকৃত্যসম্পাদনার্থে, গয়াধামে উপস্থিত হইলেন। ফল্গুতীরে যথাবিধি শ্রাদ্ধ করিয়া, রাজা পিতৃপিণ্ডপ্রদানে উদ্যত হইলে, নদীর মধ্য হইতে, পিণ্ডগ্রহণার্থে, তিন জনের তিন দক্ষিণ হস্ত যুগপৎ নির্গত হইল, প্রথম ক্ষেত্রিক চোরের, দ্বিতীয় বীজী ব্রাহ্মণের, তৃতীয় প্রতিপালক রাজার।

ইহা কহিয়া, বেতাল জিজ্ঞাসা করিল, মহারাজ! ইহাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি, শাস্ত্র ও যুক্তি অনুসারে, হরদত্তদত্ত পিণ্ডের অধিকারী হইতে পারে। রাজা বলিলেন, চোর। বেতাল কহিল, অন্যেরা কি অপরাধ করিয়াছে। রাজা বলিলেন, ব্রাহ্মণ, অর্থ লইয়া, বীজবিক্রয় করিয়াছেন, রাজাও, সহস্র সুবর্ণ লইয়া, প্রতিপালন করিয়াছেন, এজন্য তাঁহারা পিণ্ডগ্রহণে অধিকারী হইতে পারেন না।

ইহা শুনিয়া বেতাল ইত্যাদি।

ঊনবিংশ উপাখ্যান

বেতাল কহিল, মহারাজ!

চিত্রকূট নগরে রূপদত্ত নামে রাজা ছিলেন। তিনি, এক দিন, একাকী, অশ্বে আরোহণ করিয়া, মৃগয়ায় গমন করিলেন। মৃগের অন্বেষণে, বনে বনে অনেক ভ্রমণ করিয়া, পরিশেষে, তিনি এক ঋষির আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। তথায় এক অতি মনোহর সরোবর ছিল। তিনি তাহার তীরে গিয়া দেখিলেন, কমল সকল প্রফুল্ল হইয়া আছে, মধুকরেরা, মধুপানে মত্ত হইয়া, গুন গুন রবে গান করিতেছে; হংস, সারস, চক্রবাক প্রভৃতি জলবিহঙ্গগণ তীরে ও নীরে বিহার করিতেছে, চারি দিকে, কিসলয়ে ও কুসুমে সুশোভিত নানাবিধ পাদপসমূহ বসন্তলক্ষ্মীর সৌভাগ্যবিস্তার করিতেছে, সর্ব্বতঃ, শীতল সুগন্ধ গন্ধবহের মন্দ মন্দ সঞ্চার হইতেছে। রাজা নিতান্ত পরিশ্রান্ত ছিলেন, বৃক্ষমূলে অশ্ববন্ধন করিয়া, তথায় উপবেশন পূর্ব্বক, শ্রান্তি দূর করিতে লাগিলেন।

কিয়ৎ ক্ষণ পরে, এক ঋষিকন্যা আসিয়া স্নানার্থে সরোবরে অবগাহন করিল। রাজা, দর্শন মাত্র, অতিমাত্র মোহিত ও জ্ঞানরহিত হইলেন। স্নানক্রিয়ার সমাপন করিয়া, ঋষিতনয়া আশ্রমাভিমুখী হইলে, রাজা তাহার সম্মুখবর্ত্তী হইয়া কহিলেন, ঋষিকন্যে! তোমার এ কেমন ধর্ম্ম। আমি, আতপে তাপিত হইয়া, বিশ্রামার্থে তোমার আশ্রমে অতিথি হইলাম; তুমি এমনই আতিথেয়ী, যে সম্ভাষণ দ্বারাও আমার সংবর্দ্ধনা করিলে না। ঋষিতনয়া শুনিয়া দণ্ডায়মান হইলেন।

এই অবসরে, ঋষিও, বনান্তর হইতে ফল, পুষ্প, কুশ, সমিধ প্রভৃতির আহরণ করিয়া, প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। রাজা, দর্শন মাত্র, আত্মপরিচয়প্রদান পূর্ব্বক, সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিলে, ঋষি অভীষ্ট-সিদ্ধির্ভবতু বলিয়া আশীর্বাদ করিলেন। রাজা, আশীর্বাদশ্রবণে, মনে মনে তুষ্ট অভিসন্ধি করিয়া, কৃতাঞ্জলি হইয়া, নিবেদন করিলেন, মহাশয়। আমরা চিরকাল শুনিয়া আসিতেছি, ঋষি-বাক্য কস্মিন্ কালেও ব্যর্থ হয় না। আপনি আশীর্বাদ করিলেন, আমার অভিলাষ পূর্ণ হউক, কিন্তু, আমি তাহার কোনও সম্ভাবনা দেখিতেছি না। ঋষি কহিলেন, আমি বলিতেছি, অবশ্যই তোমার অভিলাষ পূর্ণ হইবেক। তখন রাজা অম্লান বদনে বলিলেন, আমি এই কন্যার পাণিগ্রহণের অভিলাষ করিয়াছি।

ঋষি, রাজার দুরভিপ্রায়শ্রবণে, মনে মনে নিরতিশয় কুপিত হইয়াও, স্বীয় আশীর্বাদবাক্যের বৈয়র্থ্যপরিহারের নিমিত্ত, রাজাকে কন্যাসম্প্রদান করিলেন। রাজা, নবপ্রণয়িনীকে সমভি-ব্যাহারিণী করিয়া, রাজধানী অভিমুখে চলিলেন। পথিমধ্যে রজনী উপস্থিত হইল। রাজা ও রাজপ্রেয়সী, যথাসম্ভব ফল মূল আদি দ্বারা, কথঞ্চিৎ ক্ষুধানিবৃত্তি করিয়া, তরুতলে শয়ন করিলেন।

অর্দ্ধরাত্র সময়ে, এক দুর্দান্ত রাক্ষস আসিয়া, রাজাকে জাগরিত করিয়া, কহিল, আমি অত্যন্ত ক্ষুধার্ত্ত হইয়া আসিয়াছি, তোমার ভার্য্যাকে ভক্ষণ করিব। রাজা কহিলেন, তুমি আমার প্রাণাধিকা প্রেয়সীর প্রাণহিংসায় বিরত হও, অন্য যাহা চাহিবে, তাহাই দিব। তখন রাক্ষস কহিল, যদি তুমি, প্রশস্ত মনে, স্বহস্তে দ্বাদশবর্ষীয় ব্রাহ্মণকুমারের মস্তকচ্ছেদন করিয়া, আমার হস্তে দিতে পার, তাহা হইলে, তোমার প্রিয়তমার প্রাণবধে

ক্ষান্ত হই। রাজা, প্রিয়তমার প্রাণরক্ষার্থে, ব্রহ্মহত্যাতেও সম্মত হইলেন; এবং কহিলেন, তুমি, সপ্তম দিবসে, আমার রাজধানীতে যাইবে, সেই দিন, আমি তোমার অভিলষিত সম্পন্ন করিব।

এই রূপে রাজাকে ব্রহ্মবধপ্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ করিয়া, রাক্ষস প্রস্থান করিল। রাজাও, প্রভাত হইবা মাত্র, প্রেয়সী সমভিব্যাহারে, রাজধানীতে গিয়া, প্রধান মন্ত্রীর সমক্ষে রাক্ষসবৃত্তান্তের বর্ণন করিলেন। মন্ত্রী কহিলেন, মহারাজ! আপনি, ও জন্যে উৎকণ্ঠিত হইবেন না, আমি অনায়াসে উহা সম্পন্ন করিয়া দিব। রাজা, মন্ত্রিবাক্যে নির্ভর করিয়া, নিশ্চিন্ত হইয়া, নবপ্রণয়িনীর সহিত, পরম সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

মন্ত্রী, এক পুরুষপ্রমাণ কাঞ্চনময়ী প্রতিমা নির্ম্মিত করাইয়া, মহামূল্য অলঙ্কারে মণ্ডিত করিয়া, নগরের চতুষ্পথে স্থাপিত করিলেন, এবং প্রচার করিয়া দিলেন, যে ব্রাহ্মণ, বলিদানার্থে, স্বীয় দ্বাদশবর্ষীয় পুত্র দিবেন, তিনি এই প্রতিমা পাইবেন। এক অতিদরিদ্র ব্রাহ্মণের দ্বাদশবর্ষীয় পুত্র ছিল। তিনি, ঘোষণার বিষয় অবগত হইয়া, ব্রাহ্মণীকে বলিলেন, দেখ, নির্দ্ধন ব্যক্তির সংসারাশ্রমে বাস করা বিড়ম্বনা মাত্র। ধনই সকল ধর্ম্মের ও সকল সুখের মূল। আমি জন্মদরিদ্র, এপর্য্যন্ত, সাংসারিক কোনও সুখের মুখ দেখিতে পাইলাম না। এক্ষণে, ধনাগমের এই এক সহজ উপায় উপস্থিত। যদি তুমি মত কর, পুত্র দিয়া স্বর্ণময়ী প্রতিমা লইয়া আসি, তাহা হইলে, যত দিন বাঁচিব, পরম সুখে কালযাপন করিতে পারিব।

ব্রাহ্মণী সম্মতা হইলেন। ব্রাহ্মণ পুত্র দিয়া, প্রতিমা লইয়া,

তদ্বিক্রয় দ্বারা ধনসংগ্রহ করিলেন। সপ্তম দিনে, প্রত্যুষ সময়ে, রাক্ষস রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিবা মাত্র, মন্ত্রী, দ্বাদশবর্ষীয় ব্রাহ্মণকুমার ও তীক্ষ্ণধার খড়্গ আনিয়া, রাজার সম্মুখে রাখিলেন। অনন্তর, রাজা শিরশ্ছেদনার্থে খড়্গ উত্তোলিত করিলে, ব্রাহ্মণ-কুমার, অবনত বদনে, ঈষৎ হাস্য করিল। রাজা, অম্লান বদনে, তাহার মস্তকচ্ছেদন করিলেন। তদীয় ছিন্ন মস্তক রাক্ষসের হস্তে অর্পিত হইল।

ইহা কহিয়া, বেতাল জিজ্ঞাসা করিল, মহারাজ! মৃত্যুসময়ে সকলে রোদন করিয়া থাকে, বালক হাস্য করিল কেন, বল। রাজা কহিলেন, বাল্যকালে পিতা মাতা প্রতিপালন ও রক্ষণা-বেক্ষণ করেন, তৎপরে, কোনও বিপদ ঘটিলে, রাজা রক্ষা করিয়া থাকেন, কিন্তু, আমার ভাগ্যদোষে, সকলই বিপরীত হইল। পিতা মাতা অর্থলোভে বিক্রয় করিলেন, প্রাণভয়ে যে রাজার শরণাগত হইব, তিনিই স্বয়ং মস্তকচ্ছেদনে উদ্যত। মনে মনে এই আলোচনা করিয়া, সে হাস্য করিয়াছিল।

ইহা শুনিয়া বেতাল ইত্যাদি।

বিংশ উপাখ্যান

বেতাল কহিল, মহারাজ।

বিশালপুর নগরে, অর্থদত্ত নামে, ধনাঢ্য বণিক ছিলেন। তিনি, কমলপুরবাসী মদনদাস বণিকের সহিত, আপন কন্যা অনঙ্গ মঞ্জরীর বিবাহ দিয়াছিলেন। কিছু দিন পরে, মদনদাস, ভার্য্যাকে তদীয় পিত্রালয়ে রাখিয়া, বাণিজ্যার্থে দেশান্তরে প্রস্থান করিল।

এক দিন, অনঙ্গমঞ্জরী, গবাক্ষ দ্বারা, রাজপথনিরীক্ষণ করিতেছে; এমন সময়ে, কমলাকর নামে, সুকুমার ব্রাহ্মণকুমার তথায় উপস্থিত হইল। উভয়ের নয়নে নয়নে আলিঙ্গন হইলে, পরস্পর পরস্পরের রূপ লাবণ্য দর্শনে মোহিত হইল। ব্রাহ্মণকুমার, নিকামে ব্যাকুল হইয়া, গৃহগমন পূর্ব্বক, প্রিয় বয়স্যের নিকট স্বীয় বিরহবেদনার নির্দ্দেশ করিয়া, বিচেতন ও শয্যাগত হইল। তাহার সখা, উশীরানুলেপন, চন্দনবারিসেচন, সরসকমলদলশয্যা, জলার্দ্রতালবৃন্তসঞ্চালন প্রভৃতি দ্বারা, শুশ্রূষা করিতে লাগিল।

এ দিকে, অনঙ্গমঞ্জরীও, অনঙ্গশরপ্রহারে জর্জ্জরিতাঙ্গী হইয়া, ধরাশয্যা অবলম্বন করিলে, তাহার সখী, সবিশেষ জিজ্ঞাসা দ্বারা, সমস্ত অবগত হইয়া, প্রবোধদানচ্ছলে, অনেক ভর্ৎসনা করিল। তখন সে কহিল, সখি! আমি নিতান্ত অবোধ নহি, কিন্তু মন আমার প্রবোধ মানিতেছে না। নির্দয় কন্দর্পের নিরন্তর শরপ্রহারে আমি জর্জ্জরিত হইয়াছি। আর যাতনা সহ্য হয়

না। যদি সেই চিত্তচোরকে ধরিয়া দিতে পার, তবেই প্রাণধারণ করিব; নতুবা, নিঃসন্দেহ, আত্মঘাতিনী হইব।

ইহা কহিয়া, অনঙ্গমঞ্জরী, অশ্রুপূর্ণ নয়নে, অবিশ্রান্ত দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিল। তাহার সহচরী, কালবিলম্ব অনুচিত বিবেচনা করিয়া, কমলাকরের আলয়ে গমন পূর্ব্বক, তাহাকেও স্বীয় সহচরীর তুল্যাবস্থ দেখিয়া, মনে মনে কহিতে লাগিল, দুরাত্মা কন্দর্পের কিছুই অসাধ্য নাই, কি স্ত্রী, কি পুরুষ, সকলকেই, সমান রূপে, স্বীয় কুসুমময় শরাসনের বশবর্ত্তী করিয়া রাখিয়াছে। অনন্তর, সে কমলাকরের নিকটে বলিল, অর্থদত্ত শেঠের কন্যা অনঙ্গমঞ্জরী প্রার্থনা করিতেছে, তুমি তাহারে প্রাণদান কর। কমলাকর, শ্রবণমাত্র অতিমাত্র উল্লাসিত হইয়া, গাত্রোত্থান করিল, এবং কহিল, আপাততঃ তুমি, এই অমৃতবর্ষী মনোহর বাক্য দ্বারা, আমায় প্রাণদান করিলে।

তৎপরে সহচরী, কমলাকরকে সমভিব্যাহারে লইয়া, অনঙ্গমঞ্জরীর বাসগৃহে উপস্থিত হইয়া দেখিল, সে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। অমনই কমলাকর, হা প্রেয়সি! বলিয়া, দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক, ভূতলে পতিত ও তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল।

অনঙ্গমঞ্জরীর গৃহজন, আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া, উভয়কে শ্মশানে লইয়া, এক চিতায় অগ্নিদান করিল। দৈবযোগে, অর্থদত্তের জামাতা মদনদাসও, সেই সময়ে, শ্বশুরালয়ে উপস্থিত হইল, এবং, নিজ ভার্য্যা অনঙ্গমঞ্জরীর মৃত্যুবৃত্তান্ত শুনিয়া, হাহাকার করিতে করিতে, ঊর্দ্ধশ্বাসে শ্মশানে গিয়া, জ্বলন্ত চিতায় ঝম্পপ্রদান পূর্ব্বক, প্রাণত্যাগ করিল।

ইহা কহিয়া, বেতাল জিজ্ঞাসা করিল, মহারাজ! এই তিনের মধ্যে কোন ব্যক্তি অধিক ইন্দ্রিয়দাস। রাজা কহিলেন,

মদনদাস। বেতাল বলিল, কেন। রাজা কহিলেন, অনঙ্গমঞ্জরী, পর পুরুষে অনুরাগিণী হইয়া, তাহার বিরহে প্রাণত্যাগ করিল, তাহাতে মদনদাসের অন্তঃকরণে অণুমাত্র বিরাগ জন্মিল না, প্রত্যুত, তদীয় মৃত্যুশ্রবণে প্রাণধারণে অসমর্থ হইয়া, অগ্নিপ্রবেশ করিল।

ইহা শুনিয়া বেতাল ইত্যাদি।

একবিংশ উপাখ্যান

বেতাল কহিল, মহারাজ।

জয়স্থল নগরে, বিষ্ণুস্বামী নামে, ধর্ম্মাত্মা ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার চারি পুত্র, জ্যেষ্ঠ দ্যূতাসক্ত; মধ্যম লম্পট, তৃতীয় নির্লজ্জ, চতুর্থ নাস্তিক। ব্রাহ্মণ, পুত্রগণের গর্হিত ব্যবহার ও কদাচার দর্শনে সাতিশয় বিরক্ত হইয়া, এক দিন, চারি জনকে একত্র করিয়া, এইরূপ ভৎসনা করিতে লাগিলেন, যে ব্যক্তি দ্যূতক্রীড়ায় আসক্ত হয়, কমলা, ভ্রান্তি ক্রমেও, তাহার প্রতি কৃপাদৃষ্টি করেন না। ধর্ম্মশাস্ত্রে লিখিত আছে, নাসাকর্ণচ্ছেদন পূর্ব্বক, গর্দ্দভে আরোহণ করাইয়া, দ্যূতাসক্ত ব্যক্তিকে দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিবেক। দ্যূতাসক্ত ব্যক্তি হিতাহিতবিবেচনারহিত ও ধর্ম্মাধর্ম্মজ্ঞানশূন্য হয়। ধর্ম্মনন্দন রাজা যুধিষ্ঠির, দ্যূতাসক্ত হইয়া, সাম্রাজ্য ও ভার্য্যা পর্য্যন্ত হারাইয়া, পরিশেষে, দুঃসহ বনবাসক্লেশে কালযাপন করিয়াছিলেন। আর, যে ব্যক্তি লম্পট হয়, সে সুখভ্রমে দুঃখার্ণবে প্রবেশ করে। লম্পটেরা, ইন্দ্রিয় তৃপ্তি উদ্দেশে সর্ব্বস্বান্ত করিয়া, অবশেষে, চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন করিয়া থাকে। লম্পট ব্যক্তির আচার, বিচার, নিয়ম, ধর্ম্ম, সমস্তই নষ্ট হয়। আর, যে ব্যক্তি নির্লজ্জ, তাহাকে ভৎসনা করা বা উপদেশ দেওয়া বৃথা। তাহার লোকনিন্দার ভয় থাকে না, এবং, গর্হিত কর্ম্ম করিয়াও, লজ্জাবোধ হয় না। এবংবিধ ব্যক্তির যত শীঘ্র মৃত্যু হয়, ততই পৃথিবীর মঙ্গল। আর, যে ব্যক্তি পরকালের ভয় না করে, দেবতা ও গুরুজনে ভক্তিমান ও শ্রদ্ধাবান না হয়, এবং সনাতন বেদাদি শাস্ত্রে আস্থাশূন্য হয়,

সে অতি পাষণ্ড, তাহার সহিত বাক্যালাপ করিলেও, অধর্ম্ম-গ্রস্ত হইতে হয়। লোকে, পুত্রের মঙ্গলপ্রার্থনায়, জপ, তপ, দান, ধ্যান, ব্রত, উপবাস আদি করে, কিন্তু আমি, কায়মনোবাক্যে, নিয়ত, তোমাদের মৃত্যুপ্রার্থনা করিয়া থাকি।

পিতার এইপ্রকার তিরস্কারবাক্য শ্রবণগোচর করিয়া, চারি জনেরই অন্তঃকরণে অত্যন্ত ঘৃণা জন্মিল। তখন তাহারা পরস্পর কহিতে লাগিল, বাল্যকালে বিদ্যাভ্যাসে ঔদাস্য করিয়াছিলাম, তাহাতেই আমাদের এই দুরবস্থা ঘটিয়াছে, এক্ষণে, বিদেশে গিয়া, প্রাণপণে যত্ন করিয়া, বিদ্যাভ্যাস করা উচিত। এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া, চারি জনে, নানা দেশে ভ্রমণ পূর্ব্বক, অল্প কাল মধ্যে, নানা বিদ্যায় পারদর্শী হইল। গৃহপ্রতিগমন কালে, তাহারা পথিমধ্যে দেখিতে পাইল, এক চর্ম্মকার, মৃত ব্যাঘ্রের মাংস ও চর্ম্ম লইয়া, প্রস্থান করিল, কেবল অস্থি সকল স্থানে স্থানে পতিত রহিল।

তাহাদের মধ্যে, এক জন অস্থিসজ্ঘটনী বিদ্যা শিখিয়াছিল, সে, বিদ্যাপ্রভাবে, সমস্ত অস্থি একস্থানস্থ করিয়া, ব্যাঘ্রের কঙ্কাল-সঙ্কলন করিল। দ্বিতীয়, মাংসসঞ্জননী বিদ্যা দ্বারা, ঐ কঙ্কালে মাংস জন্মাইয়া দিল। তৃতীয় চর্ম্মযোজনী বিদ্যা শিখিয়াছিল, সে, তৎপ্রভাবে, শার্দ্দূলের সর্ব্ব শরীর চর্ম্ম দ্বারা আচ্ছাদিত করিল। অনন্তর, চতুর্থ, মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা দ্বারা, প্রাণদান করিলে, ব্যাঘ্র, তৎক্ষণাৎ, তাহাদের চারি সহোদরেরই প্রাণসংহার করিল।

ইহা কহিয়া, বেতাল জিজ্ঞাসা করিল, মহারাজ। এই চারি জনের মধ্যে, কোন ব্যক্তি অধিক নির্ব্বোধ। রাজা কহিলেন, যে ব্যক্তি প্রাণদান করিল, সেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক নির্ব্বোধ।

ইহা শুনিয়া বেতাল ইত্যাদি।

দ্বাবিংশ উপাখ্যান

বেতাল কহিল, মহারাজ।

বিশ্বপুর নগরে নারায়ণ নামে ব্রাহ্মণ ছিলেন। এক দিন, তিনি মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিলেন, এক্ষণে, বার্দ্ধক্য বশতঃ, আমার শরীর দুর্ব্বল ও ইন্দ্রিয় সকল বিকল হইয়াছে; কিন্তু ভোগাভিলাষ পূর্ব্ব অপেক্ষা প্রদীপ্ত হইতেছে। আমি পরকলেবরপ্রবেশনী বিদ্যা জানি। অতএব, ভোগাক্ষম, জরাজীর্ণ, শীর্ণ কলেবর পরিত্যাগ করিয়া, কোনও যুবার কলেবরে প্রবিষ্ট হই, তাহা হইলে, আর কিছু কাল, অভিলাষানুরূপ বিষয়সুখ-সম্ভোগ করিতে পারিব। কিন্তু সহসা, কলেবরত্যাগ করিয়া, অন্য কলেবরে প্রবেশ করিলে, আমার এ অভিপ্রায় প্রকাশ হইবার সম্ভাবনা। অতএব, অগ্রে, যোগাভ্যাসচ্ছলে, পরিবারের নিকট বিদায় লইয়া, বনপ্রবেশ করি, পরে, সুযোগ ক্রমে, স্বীয় অভিপ্রায় সম্পন্ন করিব। নারায়ণ, এইরূপ সঙ্কল্পারূঢ় হইয়া, পত্নী, পুত্র, পৌত্র, দুহিতৃ দৌহিত্র প্রভৃতি পরিবারবর্গ একত্র করিয়া, তাহাদের সম্মুখে কহিতে লাগিলেন, দেখ, আমি, সংসারাশ্রমে আবদ্ধ থাকিয়া, বিষয়বাসনায় আসক্ত হইয়া, জীবনকাল অতিবাহিত করিলাম, এক দিন, এক মুহূর্ত্তের নিমিত্তেও, পরকালের হিতচিন্তা করি নাই। এক্ষণে আমার শেষ দশা উপস্থিত। এজন্য, অভিলাষ করিয়াছি, অরণ্যপ্রবেশ পূর্ব্বক, যোগাভ্যাস দ্বারা তনুত্যাগ করিব, আর আমার, এক ক্ষণের জন্যেও, মায়াময় অকিঞ্চিৎকর সংসারে লিপ্ত থাকিতে বাসনা

নাই। এক্ষণে তোমরা, ঐকমত্য অবলম্বন পূর্ব্বক, অনুমতি কর; নির্ম্মম ও নিঃসঙ্গ হইয়া, মোক্ষপথের পথিক হই।

নারায়ণ, এইরূপ কপটবাক্যপ্রয়োগ পূর্ব্বক, পরিবারের নিকট বিদায় লইয়া, বনপ্রস্থান করিলেন, এবং তথায়, জীর্ণ কলেবর পরিত্যাগ করিয়া, এক যুবকলেবরে প্রবেশ পূর্ব্বক, বিষয়াভিলাষ পূর্ণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু মহারাজ! ব্রাহ্মণ, পূর্ব্বকলেবরপরিত্যাগের অব্যবহিত পূর্ব্ব ক্ষণে, রোদন করিয়া, পরকলেবরপ্রবেশ কালে, বিকসিত আস্যে হাস্য করিয়াছিলেন। অতএব জিজ্ঞাসা করি, ইঁহার রোদন ও হাস্যের কারণ কি।

বিক্রমাদিত্য কহিলেন, শুন বেতাল। পূর্ব্ব কলেবর পরিত্যাগ করিলেই, বহু কালের, বহু যত্নের পরিবারের সহিত আর কোনও সম্বন্ধ থাকিল না, এই মমতায় মুগ্ধ হইয়া, ব্রাহ্মণ রোদন করিয়াছিলেন, আর, পরকলেবরে প্রবেশ দ্বারা, অভিলষিত ভোগপথ অকণ্টক হইল, এজন্য, আহ্লাদিত হইয়া, হাস্য করিয়াছিলেন।

ইহা শুনিয়া বেতাল ইত্যাদি।

ত্রয়োবিংশ উপাখ্যান

বেতাল কহিল, মহারাজ।

ধর্ম্মপুরে গোবিন্দ নামে ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার দুই পুত্র। তন্মধ্যে এক জন ভোজনবিলাসী, অর্থাৎ, অন্নে ও ব্যঞ্জনে যদি কোনও দোষ থাকিত, তাহা দুর্জ্ঞেয় হইলেও, ঐ অন্নের ও ঐ ব্যঞ্জনের ভক্ষণে তাহার প্রবৃত্তি হইত না, দ্বিতীয় শয্যা-বিলাসী, অর্থাৎ, শয্যায় কোনও দুর্লক্ষ্য বিঘ্ন ঘটিলেও, সে তাহাতে শয়ন করিতে পারিত না। ফলতঃ, এই এক এক বিষয়ে তাহাদের অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। তদীয় ঈদৃশ বিস্ময়-জনক ক্ষমতার বিষয় তত্রত্য নরপতির কর্ণগোচর হইলে, তিনি তাহাদেব ঐ ক্ষমতাব পবীক্ষার্থে, সাতিশয় কৌতূহলাবিষ্ট হইলেন, এবং উভযকে রাজধানীতে আনাইয়া জিজ্ঞাসিলেন, তোমরা কে কোন বিষয়ে বিলাসী।

অনন্তব, তাহাবা স্ব স্ব পরিচয় দিলে, রাজা, প্রথমতঃ ভোজনবিলাসীর পরীক্ষার্থে, পাচক ব্রাহ্মণকে ডাকাইয়া, নানাবিধ সুরস অন্ন ব্যঞ্জন প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে আদেশ দিলেন। পাচক, রাজকীয় আজ্ঞা অনুসারে, সাতিশয় যত্ন সহকারে, চর্ব্ব্য, চূষ্য, লেহ্য, পেয়, চতুর্বিধ ভক্ষ্য দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া, ভূপতি-সমীপে সংবাদ দিল। রাজা ভোজনবিলাসীকে আহার করিবার আদেশ করিলে, সে আহারস্থানে উপস্থিত হইল, এবং, আসনে

উপবেশন মাত্র, গাত্রোত্থান করিয়া, নৃপতিসমীপে প্রতিগমন করিল।

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন, তৃপ্তি পূর্ব্বক ভোজন করিয়াছ। সে কহিল, না মহারাজ। আমার ভোজন করা হয় নাই। রাজা জিজ্ঞাসিলেন, কেন। সে কহিল, মহারাজ! অন্নে শবগন্ধ নির্গত হইতেছে, বোধ করি, শ্মশানসন্নিহিতক্ষেত্রজাত ধান্যের তণ্ডুল পাক করিয়াছিল। রাজা শুনিয়া, তদীয় বাক্য উন্মত্তপ্রলাপবৎ অসঙ্গত বোধ করিয়া, কিঞ্চিৎ হাস্য করিলেন, এবং, এই ব্যাপার গোপনে রাখিয়া, ভাণ্ডারীকে ডাকাইয়া, সেই তণ্ডুলের বিষয়ে সবিশেষ অনুসন্ধান করিতে আদেশ দিলেন। তদনুসারে, ভাণ্ডারী, সবিশেষ অনুসন্ধান করিয়া, নরপতি-গোচরে আসিয়া নিবেদন করিল, মহারাজ! অমুক গ্রামের শ্মশানসন্নিহিতক্ষেত্রজাত ধান্যে ঐ তণ্ডুল প্রস্তুত হইয়াছিল। রাজা শুনিয়া নিরতিশয় চমৎকৃত হইলেন, এবং ভোজন-বিলাসীর সবিশেষ প্রশংসা করিয়া কহিলেন, তুমি যথার্থ ভোজনবিলাসী।

অনন্তর, রাজা, এক সুসজ্জিত শয়নাগারে দুগ্ধফেননিভ পরম রমণীয় শয্যা প্রস্তুত করাইয়া, শয্যাবিলাসীকে শয়ন করিতে আদেশ দিলেন। সে, কিয়ৎ ক্ষণ শয়ন করিয়া, নৃপতিসমীপে আসিয়া, নিবেদন করিল, মহারাজ! ঐ শয্যার সপ্তম তলে এক ক্ষুদ্র কেশ পতিত আছে, তাহা আমার সাতিশয় ক্লেশকর হইতে লাগিল, এজন্য শয়ন করিতে পারিলাম না। রাজা শুনিয়া চমৎকৃত হইলেন, এবং, শয়নাগারে প্রবেশ পূর্ব্বক, অন্বেষণ করিয়া, দেখিতে পাইলেন, শয্যার সপ্তম তলে যথার্থই এক ক্ষুদ্র কেশ পতিত রহিয়াছে। তখন, তিনি, যৎপরোনাস্তি সন্তোষ-

প্রদর্শন পূর্ব্বক, বারংবার তাহার প্রশংসা করিয়া কহিলেন, তুমি যথার্থ শয্যাবিলাসী। অনন্তর, তাহাদের দুই সহোদরকে, যথোচিত পারিতোষিকপ্রদান পূর্ব্বক, পরিতুষ্ট করিয়া বিদায় করিলেন।

ইহা কহিয়া, বেতাল জিজ্ঞাসা করিল, মহারাজ। উভয়ের মধ্যে, কোন জন অধিক প্রশংসনীয়। রাজা কহিলেন, আমার মতে শয্যাবিলাসী।

ইহা শুনিয়া বেতাল ইত্যাদি।

চতুর্বিংশ উপাখ্যান

বেতাল কহিল, মহারাজ!

কলিঙ্গদেশে যজ্ঞশর্ম্মা নামে ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি, অনেক কাল, অনেক দেবতার আরাধনা করিয়া, একমাত্র পুত্র প্রাপ্ত হয়েন। ঐ পুত্র, অল্প কাল মধ্যে, সর্ব্ব শাস্ত্রে সবিশেষ পারদর্শী হইল; এবং, অনন্যকর্ম্মা ও অনন্যধর্ম্মা হইয়া, নিরন্তর পিতা মাতার সেবা করিতে লাগিল। পিতা মাতার ভাগ্যদোষে, ঐ পুত্র, অষ্টাদশবর্ষ বয়ঃক্রম কালে, কালগ্রাসে পতিত হইল। তাহার পিতা মাতা, প্রথমতঃ, যৎপরোনাস্তি বিলাপ ও পরিতাপ করিলেন, পরিশেষে, অগ্নিসংস্কারার্থে, গ্রামের উপান্তবর্ত্তী শ্মশানে লইয়া গিয়া, চিতারচনা করিতে লাগিলেন।

এক বৃদ্ধ যোগী, বহু কাল অবধি, ঐ শ্মশানে যোগাভ্যাস করিতেছিলেন। তিনি, অষ্টাদশবর্ষীয় ব্রাহ্মণকুমারের মৃত কলেবর পতিত দেখিয়া, মনে মনে বিবেচনা করিলেন, আমার এই প্রাচীন দেহ, জরায় জীর্ণ ও শীর্ণ হইয়া, কার্য্যাক্ষম হইয়াছে, অতএব, এই যুবদেহে প্রবেশ করি, তাহা হইলে, বহু কাল যোগাভ্যাস করিতে পারিব। এই বলিয়া, জগদীশ্বরের নামস্মরণ পূর্ব্বক, যোগী সেই যুবকলেবরে প্রবেশ করিলেন।

ব্রাহ্মণকুমার তৎক্ষণাৎ জীবিত হইয়া উঠিল। যজ্ঞশর্ম্মা, পুত্রকে প্রত্যাগতজীবিত দেখিয়া, প্রথমতঃ, প্রফুল্ল বদনে, হাস্য করিলেন; কিন্তু, এক নিমেষ পরেই, বিষণ্ণ বদনে রোদনে প্রবৃত্ত হইলেন।

ইহা কহিয়া, বেতাল জিজ্ঞাসিল, মহারাজ। ব্রাহ্মণ, পুত্রকে পুনর্জীবিত দেখিয়া, হৃষ্ট মনে হাস্য করিয়া, কি কারণে, পর ক্ষণে, রোদন করিলেন, বল। রাজা কহিলেন, ব্রাহ্মণ প্রথমতঃ, পুত্রকে পুনর্জীবিত বোধ করিয়া, আহ্লাদে হাস্য করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি পরকলেবরপ্রবেশনী বিদ্যা জানিতেন, ঐ বিদ্যার প্রভাবে, পর ক্ষণেই জানিতে পারিলেন, পুত্র পুনর্জীবিত হয় নাই, যোগীর প্রবেশ দ্বারা এরূপ ঘটিয়াছে, এজন্য, রোদন করিলেন।

ইহা শুনিয়া বেতাল ইত্যাদি।

পঞ্চবিংশ উপাখ্যান

বেতাল কহিল, মহারাজ।

দাক্ষিণাত্য দেশে ধর্ম্মপুর নামে নগর আছে। তথায়, মহাবল নামে, মহাবল পরাক্রান্ত মহীপতি ছিলেন। এক প্রবল প্রতিপক্ষ রাজা, চতুরঙ্গিণী সেনা লইয়া, তদীয় রাজধানীব অবরোধ করিলে, রাজা মহাবল, স্বীয় সমস্ত সৈন্য সামন্ত সমভিব্যাহারে, সমরসাগরে অবগাহন করিয়া, অশেষপ্রকার প্রতীকারচেষ্টা করিতে লাগিলেন; কিন্তু, দৈবদুর্বিপাক বশতঃ, ক্রমে ক্রমে, স্বপক্ষীয় সমস্ত সৈন্য ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে, নিতান্ত নিরুপায় হইয়া, প্রাণরক্ষার্থে, মহিষী ও তনযা সমভিব্যাহারে, অরণ্যপ্রস্থান করিলেন। পদব্রজে ভ্রমণ করিযা, তিন জনেই অতিশয় ক্ষুধার্ত্ত হইলেন। তখন রাজা, মহিষী ও তনয়াকে তরুতলে অবস্থিতি করিতে বলিয়া, আহারোপযোগী দ্রব্যের আহরণার্থে গমন করিলেন।

সায়ংকাল উপস্থিত হইল। রাজা প্রত্যাগত হইলেন না। রাজমহিষী ও রাজকুমারী, রাজার অনাগমনে, নানা অনিষ্টের আশঙ্কা করিয়া, যৎপরোনাস্তি বিষণ্ণ হইয়া, অশেষবিধ চিন্তা করিতে লাগিলেন। ঐ দিনে, কুণ্ডিনের অধিপতি রাজা চন্দ্রসেন, আপন জ্যেষ্ঠ পুত্রকে সঙ্গে লইয়া, ঐ অরণ্যে মৃগয়া করিতে গিযাছিলেন। তাঁহারা, তাদৃশ নিবিড় অরণ্য মধ্যে, অসম্ভাবনীয় নরচরণচিহ্ন দেখিয়া, বিস্ময়াম্বিত চিত্তে, নানাপ্রকার কল্পনা করিতে লাগিলেন। পরিশেষে, পুংবিলক্ষণ লক্ষণ দ্বারা,

উহা স্ত্রীলোকের পদচিহ্ন বলিয়া স্থিরীকৃত হইল। রাজা কহিলেন, চরণচিহ্নদর্শনে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে, দুই নারী, অচিরে, এই স্থান দিয়া, গমন করিয়াছে। চল, চারি দিকে অন্বেষণ করি।

পিতা পুত্রে, অন্বেষণ করিতে করিতে, সায়ংসময়ে দেখিতে পাইলেন, দুই পরম সুন্দরী রমণী, তরুতলে উপবিষ্ট হইয়া, বাষ্পাকুল লোচনে, পরস্পর বদননিরীক্ষণ করত, যূথবিরহিত কুররীযুগলের ন্যায়, প্রগাঢ় উৎকণ্ঠায় কালযাপন করিতেছে। অবলোকন মাত্র, উভয়েরই অন্তঃকরণে অতিপ্রভূত কারুণ্য রস আবির্ভূত হইল। তখন তাঁহারা, স্নেহগর্ভ সম্ভাষণ পুরঃসর, অশেষ প্রকারে সান্ত্বনা ও অভয়প্রদান করিয়া, তাঁহাদিগকে রাজধানীতে লইয়া গেলেন। কিছু দিন পরে, রাজা রাজকন্যার, রাজকুমার রাজমহিষীর, পাণিগ্রহণ করিলেন।

ইহা কহিয়া, বেতাল জিজ্ঞাসা করিল, মহারাজ! এই দুই নারীর সন্তান জন্মিলে, তাহাদের পরস্পর কি সম্বন্ধ হইবেক, বল। রাজা বিক্রমাদিত্য, ঈষৎ হাসিয়া, মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন।

উপসংহার

বেতাল কহিল, মহারাজ! আমি, তোমার সাহস ও অধ্যবসায় দর্শনে, অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি। এক্ষণে তোমায় কিছু উপদেশ দিতেছি, অবধান পূর্ব্বক শ্রবণ কর।

যে যোগী তোমায় শবানয়নে নিযুক্ত করিয়াছে; সে কুম্ভকারকুলে উৎপন্ন; তাহার নাম শান্তশীল। আর, যে শব লইতে আসিয়াছ, উহা ভোগবতীর অধিপতি রাজা চন্দ্রভানুর মৃত দেহ। শান্তশীল, যোগসিদ্ধির নিমিত্ত, অনেক কৌশলে, চন্দ্রভানুর প্রাণবধ করিয়া, প্রায় কৃতকার্য্য হইয়া আছে, এক্ষণে, তোমার প্রাণসংহার করিতে পারিলেই, উহার মনস্কামনা পূর্ণ হয়। এজন্য, আমি তোমায় সাবধান করিয়া দিতেছি, যোগী পূজাসমাপন করিয়া তোমায় বলিবেক, মহারাজ! সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত কর। তদনুসারে তুমি যেমন দণ্ডবৎ পতিত হইবে, অমনই সে খড়্গপ্রহার দ্বারা তোমার প্রাণসংহার করিবেক। অতএব, তুমি, কোনও ক্রমে, সেরূপ প্রণাম না করিয়া বলিবে, আমি কোনও কালে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করি নাই, এবং, কেমন করিয়া, সেরূপ প্রণাম করিতে হয়, তাহাও জানি না, আপনি কৃপা করিয়া দেখাইয়া দিলে, আপনকার আজ্ঞাপ্রতিপালন করিতে পারি। অনন্তর, তোমায় দেখাইয়া দিবার নিমিত্ত, সে যেমন দণ্ডবৎ পতিত হইয়া প্রণাম করিবেক, অমনি তুমি, খড়্গপ্রহার দ্বারা, তাহার মস্তকচ্ছেদন পূর্ব্বক, তাহার ও চন্দ্রভানুর মৃত দেহ সন্নিহিত জ্বলন্ত মহানসের উপরিস্থিত তৈলকটাহে নিক্ষিপ্ত করিবে,

এবং, তাহা হইলেই, তদীয় সম্পূর্ণ যোগফল প্রাপ্ত হইয়া, অখণ্ড ভূমণ্ডলে অবিচল সাম্রাজ্যস্থাপন করিতে পারিবে। সে ব্যক্তি আততায়ী; আততায়ীর বধে পাতক নাই।

এই রূপে বিক্রমাদিত্যকে সতর্ক করিয়া দিয়া, বেতাল, সেই মৃত শরীর হইতে বহির্নিঃসরণ পুরঃসর, স্বস্থানে প্রস্থান করিল। রাজা, সেই শব লইয়া, সন্ন্যাসীর সন্নিধানে উপস্থিত হইলে, তিনি সাতিশয় সন্তোষপ্রদর্শন ও রাজার অশেষপ্রকার প্রশংসা-কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন, অনন্তর, চন্দ্রভানুর মৃত দেহে জীবন-দান পূর্ব্বক, বলিপ্রদান করিলেন, এবং, পূজার অন্যান্য অঙ্গ যথাবৎ সমাপ্ত করিয়া, রাজাকে বলিলেন, মহারাজ! সাষ্টাঙ্গ প্রণাম কর, তোমার প্রতাপবৃদ্ধি ও অভীষ্টসিদ্ধি হইবেক। রাজা, বেতালদত্ত উপদেশ অনুসারে, কৃতাঞ্জলি হইয়া, অতি বিনীত ভাবে আবেদন করিলেন, মহাশয়! আমি সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিতে জানি না, আপনি গুরু, কি প্রকারে ওরূপ প্রণাম করিতে হয়, কৃপা করিয়া দেখাইয়া দিউন। যোগী, রাজাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম শিখাইবার নিমিত্ত, যেমন ভূতলে দণ্ডবৎ পতিত হইলেন, অমনি রাজা, বেতালের উপদেশ অনুসারে, খড়্গাঘাত দ্বারা, তাঁহার শিরশ্ছেদন করিলেন।

দেবতারা, এই ব্যাপার দর্শনে সাতিশয় পরিতুষ্ট হইয়া, দুন্দুভিধ্বনি ও পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। দেবরাজ, দেবলোক হইতে অবতরণ পূর্ব্বক, রাজাকে দর্শন দিয়া কহিলেন, মহারাজ! আমি তোমার সৌভাগ্য দর্শনে সাতিশয় প্রীত হইয়াছি, বর-প্রার্থনা কর। রাজা, অনিমিষ সহস্র নয়নে অলঙ্কৃত কলেবর দর্শনে, দেবরাজ স্থির করিয়া, আপনাকে চরিতার্থ বোধ করি-লেন; এবং বলিলেন, আপনকার প্রসাদে, পৃথিবীতে আমার

কোনও প্রার্থয়িতব্য নাই। এক্ষণে, এইমাত্র প্রার্থনা করি, যেন আমার এই বৃত্তান্ত সমস্ত সংসারে প্রসিদ্ধ হয়। ইন্দ্র কহিলেন, মহারাজ! যাবৎ চন্দ্র, সূর্য্য, পৃথিবী, ও আকাশমণ্ডল বিদ্যমান থাকিবেক, তাবৎ কাল পর্য্যন্ত, তোমার এই বৃত্তান্ত ধরাতলে প্রসিদ্ধ থাকিবেক।

এই রূপে রাজাকে বরপ্রদান করিয়া, দেবরাজ দেবলোকে প্রতিগমন করিলেন। অনন্তর রাজা, মন্ত্রপ্রয়োগ পূর্ব্বক, দুই মৃত দেহ তৈলকটাহে নিক্ষিপ্ত করিবা মাত্র, দুই বিকটাকার বীরপুরুষ তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইল, এবং কৃতাঞ্জলি হইয়া নিবেদন করিল, মহারাজ! কি আজ্ঞা হয়। রাজা কহিলেন, আমি যখন যখন স্মরণ করিব, তোমরা আমার নিকটে উপস্থিত হইবে। তাহারা, যে আজ্ঞা মহারাজ। বলিয়া, প্রস্থান করিল। রাজা বিক্রমাদিত্যও, সর্ব্ব প্রকারে চরিতার্থ হইয়া, নিরতিশয় হৃষ্ট চিত্তে, রাজধানীপ্রতিগমন পূর্ব্বক, অপ্রতিহত প্রভাবে, রাজ্য-শাসন ও প্রজাপালন করিতে লাগিলেন।

সম্পূর্ণ।

PRINTED BY PITAMBARA VANDYOPADHYAYA,
AT THE SANSKRIT PRESS.
No. 62. AMHERST STREET, CALCUTTA. 1886.